কিশোর ক্লাসিক

চার্লস ডিকেন্সের

দ্য পিকউইক পেপার্স

রূপান্তর:
কাজী শাহ্‌নূর হোসেন

সেবা প্রকাশনী

দ্য পিকউইক পেপার্স

ভূমিকা

অমর মি. পিকউইকের সঙ্গে আমাদের প্রথম মোলাকাতের দিনটি হচ্ছে ঐতিহাসিক বারোই মে, আঠারোশো সাতাশ। সেদিন 'দ্য অ্যাসোসিয়েশন অভ ইউনাইটেড পিকউইকিয়ানস' তাদের মহান নেতা স্যামুয়েল পিকউইক, এসকয়্যার, জি.সি.এম.পি.সি-র (জেনারেল চেয়ারম্যান মেম্বার পিকউইক ক্লাব) ভাষণ শোনার জন্যে মিলিত হলো। সমিতি সেদিন সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিল মি. পিকউইকের শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-গরিমা মানবতার কল্যাণে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। এই মর্মে তারা একটি প্রস্তাব পাস করল, সমিতি একটি ভ্রমণ শাখা গঠন করবে। প্রস্তাবটির উত্থাপক একমেবাদ্বিতীয়ম্ মি. স্যামুয়েল পিকউইক। শাখাটির নামকরণ করা হলো 'দ্য করেসপন্ডিং সোসাইটি অভ দ্য পিকউইক ক্লাব।' এতে নির্বাচিত হলেন :— স্যামুয়েল পিকউইক, ট্রেসি টাপম্যান, এসকয়্যার, এম.পি.সি. (মেম্বার অভ পিকউইক ক্লাব), অগাসটাস স্নডগ্রাস, এসকয়্যার, এম.পি.সি. ও নাথানিয়েল উইঙ্কল, এসকয়্যার, এম.পি.সি। ঠিক হলো সদস্যরা যে যার খরচ বহন করবেন—এবং ঘোষণা দেয়া হলো, এই শর্তে যাঁর যতদিন খুশি কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন। বদলে অবশ্য তাঁদেরকে লন্ডনস্থ পিকউইক ক্লাবে তাঁদের ভ্রমণ, তদন্ত, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞানের রিপোর্ট পেশ করতে হবে। বইয়ে উল্লেখিত ঘটনাগুলো তাঁদের সে সব রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই তৈরি।

আসুন পাঠক, প্রথমে আমরা মহান নেতা মি. স্যামুয়েল পিকউইকের সঙ্গে পরিচিত হই। অচেনা কেউ হয়তো এই সমিতির সভাপতির টাক মাথা আর গোল চশমা দেখে বিশেষ কিছুই আবিষ্কার করতে পারবে না। কিন্তু যারা তাঁকে চেনে তারা জানে টাকের নিচে কী ক্ষুরধার বুদ্ধিই না

অবিরত কাজ করে চলেছে মি. পিকউইকের, এবং ভদ্রলোকের উজ্জ্বল চোখজোড়া সর্বক্ষণ কী দারুণভাবেই না চশমাকাচের গোল চশমার আড়ালে! সমস্বরে 'পিকউইক!' নামটা বিস্ফোরিত হলো অনুসারীদের কণ্ঠ থেকে, এবং মহাপুরুষটি ধীরে সুস্থে একটি চেয়ারে গিয়ে উঠলেন; তাঁরই হাতে গড়া ক্লাবের সভ্যদের উদ্দেশে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার জন্যে। আহা, শিল্পীর তুলিতে কী চমৎকারই না ফুটে উঠতে পারত দৃশ্যটা! গোটা দুনিয়ার শ্রদ্ধা-সমীহ লুটোপুটি খাচ্ছে তাঁর পায়ের কাছে, যাঁরা তাঁর সঙ্গে ভ্রমণে বেরিয়ে বিপদের মোকাবেলা করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন তাঁদের দিকে এবার চাইলেন তিনি। তাঁর ডানধারে বসে রয়েছেন মি. ট্রেসি টাপম্যান—সেই রোমান্টিক টাপম্যান, ছেলে-মানুষের উৎসাহ রয়েছে যাঁর মানবজাতির একটি দুর্বলতার প্রশ্নে—ভালবাসা। বয়স ও উন্নত খাবারের গুণে তাঁর কোমর বেড়ে চলেছে ইঞ্চি ইঞ্চি করে, চিবুক ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে কলারের কাছটা ঢেকে ফেলেছে। কিন্তু তাই বলে টাপম্যানের হৃদয়ের এতটুকু পরিবর্তন হয়েছে কি? না। মহিলাদের ভালবাসা এখনও তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

মহান নেতার বাঁ পাশে বসা কবিসুলভ মনের অধিকারী স্নডগ্রাস এবং তাঁর পাশেই বিশিষ্ট খেলোয়াড়ী ব্যক্তিত্ব উইঙ্কল। প্রথমজনের পরনে একটি কাব্যিক নীল রঙা আলখাল্লা এবং দ্বিতীয়জন পরে রয়েছেন শূটিং কোট। এই চারজনের নানা অভিযানেরই বর্ণনা করা হয়েছে বইতে, নিখুঁত সতর্কতায় পিকউইক ক্লাবের রেকর্ড ঘেঁটে তুলে এনে। এঁরা সবাই, তাঁদের নেতার মতে, একটিমাত্র আকাঙ্ক্ষা দ্বারা উদ্বুদ্ধ—সেটি হচ্ছে খ্যাতি। স্নডগ্রাসের চাহিদা কাব্যিক খ্যাতি। উইঙ্কল চান খেলার মাঠে সাফল্য। টাপম্যান জয় করতে চান মহিলাদের হৃদয়। কিন্তু স্যামুয়েল পিকউইক চান অন্যের উপকার করে নিজে পরিতৃপ্ত হতে।

এক

তেরোই মে-র ভোরে সূর্য সবে উঠেছে, এসময় আরেকটি সূর্য, মি. স্যামুয়েল পিকউইকও ঘুম থেকে উঠলেন। জানালাটা এক ধাক্কায় খুলে নিচে পৃথিবীর দিকে চাইলেন তিনি। যদ্দূর দৃষ্টি চলে গসওয়েল স্ট্রীট তাঁর পায়ের কাছে; কিন্তু মি. পিকউইক চিরদিন গসওয়েল স্ট্রীট দেখে সন্তুষ্ট থাকার পাত্র নন। রাস্তাটার ওপাশে যে সত্য লুকিয়ে আছে সেগুলো জানতে চান তিনি। কাজেই ফিটফাট হয়ে, সুটকেস গোছগাছ করে শীঘ্রিই তৈরি হতে হলো। এক হাতে সুটকেস নিয়ে, আর দু'পকেটে টেলিস্কোপ ও নোটবুক পুরে গটগট করে ঘর ছাড়লেন তিনি।

নতুনত্ব আবিষ্কারে সদাসতর্ক মি. পিকউইক সেন্ট মার্টিনের কোচস্ট্যান্ডে এসে হাজির হলেন। প্রথম ক্যাবটিতে চড়াও হয়ে চালককে আদেশ দিলেন গোল্ডেন ক্রস কোচ স্টেশনে যেতে।

'ঘোড়াটার বয়স কত হলো, বন্ধু?' ক্যাব চালু হতে প্রশ্ন করলেন মি. পিকউইক।

'বিয়াল্লিশ,' জবাব দিল চালক, পাশ থেকে এক ঝলক দেখে নিল আরোহীকে।

'কি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন সওয়ারী, ত্বরিত নোটবুক বেরিয়ে এল। চালক তার কথার পুনরাবৃত্তি করল। কটমট করে লোকটিকে দু'মুহূর্ত জরিপ করে শেষমেষ তথ্যটা টুকে নিলেন মি. পিকউইক।

'কতক্ষণ খাটাও ওকে?' ফের জিজ্ঞেস করলেন মি. পিকউইক।

'একটানা দুই কি তিন হপ্তা।'

'হুপ্পা!' মি. পিকউইক বিস্ময়ে বাক্‌রুদ্ধ প্রায়—মহার্ঘ নোটবইটা বের করলেন আবারও।

'পেন্টনভিলে বাসা ওর,' শান্ত স্বরে বলল চালক, 'কিন্তু অসুস্থতার কারণে ওখানে ওর যাওয়ার দরকার হয় না বললেই চলে। ক্যাব থেকে খুলে নিলেই বেচারা মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। কিন্তু কলে জুতে রাখলে আর সে ভয় থাকে না। আমাদের চাকা দুটো প্রকাণ্ড, ফলে ও নড়লেই তাড়া ধাওয়া দেয়, তখন ছুটতেই হয় ওকে—উপায় নেই।'

চালকের প্রতিটি কথা উঠে গেল মি. পিকউইকের নোটবুকে। ক্লাবে পাঠাতে হবে এটা, প্রতিকূল পরিবেশে ক্যাব ঘোড়ার অকল্পনীয় দীর্ঘ জীবন সম্পর্কে এটা চমৎকার একটা রিপোর্ট হবে নিশ্চিত। লেখা মাত্র শেষ করেছেন এমনিসময় গোল্ডেন ক্রসে এসে থামল ক্যাব। মি. টাপম্যান, মি. স্নডগ্রাস ও মি. উইঙ্কল উদ্বেগের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁদের মহান নেতার আগমনের অপেক্ষায়, এবার তাঁকে ঘিরে ধরে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন।

'এই নাও,' বলে মি. পিকউইক একটা শিলিং বাড়িয়ে দিলেন ক্যাব চালকের উদ্দেশে।

আজব লোকটা তাঁকে হতবাক করে দিয়ে ফুটপাথে ছুঁড়ে মারল মুদ্রাটা এবং উত্তেজিত কণ্ঠে মি. পিকউইককে লড়াইয়ে আহ্বান জানাল।

'তুমি পাগল নাকি,' বললেন মি. স্নডগ্রাস।

'নাকি মাতাল,' বললেন মি. উইঙ্কল।

'কে জানে, হয়তো দুটোই,' বললেন মি. টাপম্যান।

'আসেন!' বলল চালক, মুঠো নাচিয়ে লাফ-ঝাঁপ শুরু করেছে। 'চারজনই আসেন!'

'আরে, খেল জমে গেছে দেখি,' আরও কয়েকজন ক্যাব চালক চিৎকার করে বলল, 'চালিয়ে যাও, স্যাম!'

'এত গোলমাল কিসের, স্যাম?' একজন ঠাণ্ডা মাথার ক্যাব চালক

জানতে চাইল।

'আরে, এই লোক আমার নাম্বার চায়!' তড়পে উঠল চালক লোকটা।

'আমি তোমার নাম্বার চাইনি,' হতভম্ব মি. পিকউইক বললেন।

'তবে লিখলেন কেন?' জিজ্ঞেস করল চালক। 'বললেই হলো? কেউ বিশ্বাস করবে?' সমবেত জনতাকে সাক্ষী মানল খেপাটে লোকটা। 'কেউ বিশ্বাস করবে? শুধু যে নাম্বার নিয়েছে তাই-ই না, আমার প্রতিটা কথা টুকে নিয়েছে।'

মি. পিকউইক হঠাৎ বুঝতে পারলেন, যত নষ্টের গোড়া তাঁর নোটবইটা!

'আসো দেখি!' গর্জন ছেড়ে হ্যাট মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল ক্যাব চালক, এক ঝটকায় মি. পিকউইকের চশমা খসিয়ে, দুম করে এক ঘুসি বসিয়ে দিল নাকের ওপর, আরেকটা ঝাড়ল মহান নেতার বুকে, তৃতীয় আঘাতটা সইল মি. স্নডগ্রাসের চোখ, আর চার নম্বরটা হজম করল মি. টাপম্যানের ওয়েস্ট কোট। তারপর এদিক সেদিক নেচে কুঁদে শেষ অবধি ঘুসি মেরে মি. উইঙ্কলের দম বের করে ছাড়ল লোকটা—সমস্তটা ঘটে গেল মাত্র ছ'সেকেন্ডের মধ্যে।

জনতা একঢেটিয়া সমর্থন জুগিয়ে গেল ক্যাব চালককে। কপালে আরও হয়তো ভোগান্তি ছিল চার বন্ধুর যদি না এক নবাগত রঙ্গমঞ্চে এসে উপস্থিত হত।

'এত ফুর্তি কিসের?' সবুজ কোট পরা লম্বা, একহারা গড়নের এক যুবক প্রশ্ন করল, কোচ ইয়ার্ড থেকে আচমকা উদয় হয়েছে সে।

'গুপ্তচর ধরা পড়েছে।' জনতার গর্জন।

'আমরা গুপ্তচর না!' পাল্টা গর্জালেন মি. পিকউইক।

'তাই বুঝি?' বলে কনুইয়ের গুঁতোয় জায়গা করে নিয়ে মি. পিকউইকের কাছে এগিয়ে এল যুবক।

মহামানবটি অল্প কথায় তড়বড় করে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলেন।

'আসুন দেখি,' বলল সবুজ কোট, মি. পিকউইককে টেনে নিয়ে চলল। 'এই যে, ড্রাইভার, টাকা নিয়ে কেটে পড়ো—সম্মানিত ভদ্রলোক—আমি ভাল করে চিনি—গর্দভের গুষ্টি—এদিকে, স্যার—আপনার বন্ধুরা কোথায়?—পুরোটাই একটা ভুল বোঝাবুঝি— কিছু মনে করবেন না—দুর্ঘটনা ঘটেই থাকে—তাই বলে হাল ছাড়বেন কেন—হতভাগাগুলো অযথা আপনাদের—বজ্জাতের দল।' এবং একই ধরনের অসংখ্য ভাঙা ভাঙা বাক্য দ্রুত আওড়ে, সবুজ কোট যাত্রীদের ওয়েটিং রুমের দিকে নিয়ে গেল মি. পিকউইক ও তাঁর অনুসারীদের।

ওখানে নিশ্চিন্তে বসার পর, আগন্তুক ব্র্যান্ডি ও পানির অর্ডার দিলে, মি. পিকউইক তাঁদের নতুন বন্ধুটিকে নিরীখ করার অবকাশ পেলেন।

লোকটা মাঝারি উচ্চতার, কিন্তু শুকনো দেহ আর লম্বা পা দুখানায় তাকে অনেক বেশি ঢ্যাঙা দেখায়। সবুজ কোটটা একদা চটকদার ছিল যদিও কিন্তু এখন ওটা স্পষ্টতই আগন্তুকের চাইতে খাটো লোকের উপযোগী, কারণ মাটি মাখা মলিন হাতা দুটো এর কব্জিও স্পর্শ করে না। চিবুক পর্যন্ত বোতাম আঁটা ওটার এবং একটা পুরানো স্টক লোকটার গলায় পেঁচানো, ভেতরে শার্টের চিহ্ন নেই। জরাজীর্ণ জুতোর ওপর কষে বাঁধা কালো ট্রাউজার, নোংরা সাদা মোজা দুটোর দুর্দশা ঢাকতে যেন। মুখের চেহারা শুকনো ও চোখা হলেও কেমন এক ঔদ্ধত্য ও আত্মবিশ্বাস ঘিরে আছে লোকটিকে।

চশমার আড়াল থেকে (ভাগ্যক্রমে ওটা উদ্ধার করতে পেরেছেন মি. পিকউইক) লোকটিকে জরিপ করে উষ্ণ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন তিনি তার প্রতি।

'ও কিছু না,' বলল আগন্তুক, বাধা দিল তাঁকে। 'আপনি বেশি বেশি বলে ফেলেছেন—আর লজ্জা দেবেন না—চালু লোক—ড্রাইভারটা—ঘুসি যা ঝাড়ল—ওর মাথায় ঘুসি মারা উচিত ছিল।'

কোচোয়ান রচেস্টারের উদ্দেশে কোচ ছাড়ছে ঘোষণা করতে বাধাপ্রাপ্ত হলো লোকটির কথা। তড়াক করে লাফিয়ে উঠল সে। 'আমার

কোচ—সীট কেনা—ড্রিঙ্কের দামটা দিয়ে দেবেন— ভাংতি নেই—দিতে পারছি না।'

এখন কথা হচ্ছে, মি. পিকউইক ও তাঁর বাহিনীও রচেস্টারকে তাঁদের প্রথম স্টপেজ মেনেছেন। কাজেই সবাই মিলে কোচের পেছনে বসবেন সিদ্ধান্ত নিলেন। আগন্তুক তার মালপত্র জোগাড় করল—ব্রাউন পেপারে মোড়া একটা শার্ট ও একটা রুমাল—এবং শীঘ্রই যাত্রা করল কোচ।

বড় রাস্তায় পড়ল কোচ, তোরণ শোভিত নিচু পথ এটা। 'ভয়ঙ্কর জায়গা,' নতুন লোকটি মন্তব্য করল। 'বিপজ্জনক—সেদিন—পাঁচটা বাচ্চা—মা—লম্বা মহিলা, স্যান্ডউইচ খাচ্ছিলেন—তোরণের কথা ভুলে গেছিলেন—বাড়ি—খসে পড়ল—বাচ্চারা চেয়ে দেখে—মায়ের মাথা নেই—হাতে স্যান্ডউইচ—খাওয়ার মুখ নেই—পরিবারের মাথা বিচ্ছিন্ন—মারাত্মক, মারাত্মক!'

'তাই তো বলি,' বললেন মি. পিকউইক, 'মানুষের জীবন কত বিচিত্রভাবেই না বাঁক নেয়।'

'আপনি কবি নাকি, স্যার?'

'আমার বন্ধু স্নডগ্রাস কবি,' বললেন মি. পিকউইক।

'আমিও,' বলল আগন্তুক। 'মহাকাব্য—দশ হাজার লাইন—যুদ্ধের সময় লেখা—টুস করে গুলি ফোটাও, পটাং করে বীণার তার ছেঁড়ো।'

'আপনি ওই মহান জায়গায় উপস্থিত ছিলেন, স্যার?'

'উপস্থিত! আমার তো তাই ধারণা! বন্দুক ফোটালাম—মাথায় ঘুরছে আইডিয়া—দৌড়ে গেলাম মদের দোকানে—লিখে ফেললাম—ফিরে এলাম আবার—গুড্রম—আরেকটা আইডিয়া—ফের মদের দোকান—কলম আর কালি—আবার ফিরলাম—কচুকাটা—দারুণ সময়, স্যার। খেলোয়াড় নাকি, স্যার?' মি. উইঙ্কলের ওপর চোখ।

'তা বলতে পারেন,' বললেন মি. উইঙ্কল।

'চমৎকার পেশা, স্যার। কুকুর-টুকুর?'

'এ মুহূর্তে নেই।'

'আহ! কুকুর পালা দরকার—দারুণ জানোয়ার—বুদ্ধিমান জীব—আমারও ছিল একসময়—শিকারে বেরোলাম একদিন—ঢুকলাম মাঠে—মারলাম শিস—থামল কুকুর—আবার শিস—পন্টো আসে না—পন্টো! পন্টো! নড়ে না—একটা নোটিসের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে—তাকালাম—নোটিসে বলছে, "মাঠে কুকুর ঢুকলে গুলি করা হবে।" কিছুতেই ঢুকবে না—খাসা কুকুর—ভীষণ।'

'অদ্ভুত!' বলে উঠলেন মি. পিকউইক। 'নোট নিতে পারি?'

'আলবত, স্যার, আলবত। শয়ে শয়ে গল্প আছে জানোয়ারটাকে নিয়ে। দারুণ মেয়ে, স্যার,' শেষের অংশটুকু মি. টাপম্যানের প্রতি, রাস্তার ধারে একটি মেয়ের দিকে মুগ্ধ নয়নে চেয়ে ছিলেন তিনি।

'খুবই!' বললেন মি. টাপম্যান।

'ইংরেজ মেয়েরা স্প্যানিশদের মত সুন্দরী হয় না। অনেককে চিনতাম—ডন বলেরো ফিজগিগ—স্প্যানিশ জমিদার—একমাত্র মেয়ে—ডোনা ক্রিস্টিনা—পাগলের মত ভালবাসত আমাকে—অসাধারণ মেয়ে—বাপ খেপে আগুন—জমিদারের মেয়ে—সুদর্শন ইংরেজ যুবক—হতাশা—ডোনা ক্রিস্টিনার পেটে বিষ—মৃত্যু, স্যার, মৃত্যু।'

'আর তার বাবা, স্যার?' কবি মি. স্নডগ্রাসের প্রশ্ন।

'মন ভেঙে গেল,' জবাব দিল আগন্তুক। 'হঠাৎ উধাও—সবখানে তল্লাশী—বৃথা—পাবলিক ফাউন্টেন হঠাৎ অকেজো—ক'সপ্তাহ পার—পরিষ্কার—মেইন পাইপে মাথা দিয়ে ডন বলেরোর লাশ—ডান পায়ের বুটে দোষ স্বীকারপত্র—বের করা হলো—ঝর্না ফের চালু।'

'রোমান্টিক ঘটনাটা লিখতে পারি?' বললেন মি. স্নডগ্রাস। চোখ মুছলেন।

'আলবত, স্যার, আলবত।—চাইলে এমনি আরও পঞ্চাশটা শোনাতে পারি—বিচিত্র জীবন—আমার—ইন্টারেস্টিং।'

আগন্তুক তার এ ধরনের নানা গল্প শোনাল সারাটা রাস্তা, রচেস্টার

পৌঁছতে পৌঁছতে তার অভিযানের কাহিনীতে ভরে গেল মি. পিকউইক ও মি. স্নডগ্রাসের নোটবই।

হাই স্ট্রীটের বুল ইনে থামলেন ওঁরা।

'আপনি এখানে উঠছেন?' শুধালেন মি. উইঙ্কল।

'আমি না—কিন্তু আপনারা উঠুন—ভাল বাড়ি—তোফা বিছানা।'

মি. পিকউইক অনুসারীদের সঙ্গে ফিসফিসিয়ে আলোচনা সেরে তারপর বললেন, 'আজ সকালে আপনি আমাদের বড় উপকার করেছেন, স্যার। ডিনারের আমন্ত্রণ রক্ষা করে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ দেবেন কি?'

'আনন্দের কথা—যে কোন কিছু হলেই চলবে—তবে সেদ্ধ মুরগি আর মাশরুম হলে তো কথাই নেই—দারুণ! কখন?'

'এখন তো প্রায় তিনটে,' ঘড়ি দেখে বললেন মি. পিকউইক। 'পাঁচটা হলে কেমন হয়?'

'দারুণ,' বলল আগন্তুক। 'নাম জিঙ্গল—এখন আসি তবে—ভাল থাকুন।' হ্যাট তুলল সে, মাথার একপাশে কায়দা করে ওটাকে বসিয়ে হাই স্ট্রীট ধরে পা চালাল।

'মি. জিঙ্গল বহু দেশ ঘুরেছেন,' বললেন মি. পিকউইক।

'তাঁর কাব্য পড়তে পারলে বেশ হত,' বললেন মি. স্নডগ্রাস।

'আহা, কুকুরটা যদি দেখতে পেতাম,' মি. উইঙ্কলের মন্তব্য।

মি. টাপম্যান কিছু বললেন না, কিন্তু ডোনা ক্রিস্টিনার কথা ভেবে তাঁর দু'চোখ ভরে উঠেছে জলে।

দুই

রচেস্টার ও আশপাশের শহরগুলোর বাসিন্দারা পরদিন চরম উত্তেজনার বিছানা ছাড়ল সকাল সকাল। রচেস্টারে সামরিক বাহিনীর জমকালো কুচকাওয়াজ হবে। ছটা রেজিমেন্টকে পর্যবেক্ষণ করবেন কমান্ডার-ইন-চীফ। অস্থায়ী একটা দুর্গ বানানো হয়েছে, আক্রমণ করে দখল করা হবে সেটিকে। ফাটানো হবে বোমা।

মি. পিকউইক সেনাবাহিনীর একজন অত্যুৎসাহী ভক্ত। মি. জিঙ্গলের সঙ্গে মন মাতানো ডিনারের পর তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা একটু রাত করে শুতে গেছিলেন। কিন্তু পরদিন ভোর নাগাদ উঠে পড়ে ময়দানের উদ্দেশে হাঁটা দিলেন; চারদিক থেকে জনতা এসে ভিড় জমাচ্ছে সেখানে।

প্যারেড গ্রাউন্ডে সাজ সাজ রব, এলাহী কাণ্ড। সেন্ট্রি রয়েছে পাহারায়, সেনাবাহিনীর জন্যে ময়দান ফাঁকা রাখতে। সার্জেন্টরা কাগজপত্র বগলদাবা করে ছোটাছুটি করছে। পূর্ণ সামরিক পোশাকে সজ্জিত কর্নেল ঘোড়া ছুটিয়ে এদিক-ওদিক যাচ্ছেন আর বাজখাঁই গলায় চেঁচাচ্ছেন। অফিসাররা সামনে পিছে দৌড়াদৌড়ি করে রিপোর্ট করছেন কর্নেলকে, সার্জেন্টদের আদেশ দিয়ে একযোগে ছুটে চলে যাচ্ছেন। এমনকি প্রাইভেটরাও গম্ভীর।

মি. পিকউইক ও তাঁর বন্ধুরা সামনের কাতারে জায়গা দখল করে প্যারেডের জন্যে ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করছেন। দ্রুত বৃদ্ধি পেল জনতা এবং দু'ঘণ্টা ধরে জায়গাটুকু দখলে রাখতে ব্যস্ত সময় কাটল তাঁদের।

এই হয়তো পেছন থেকে গুঁতো খেয়ে অপমানজনক ভাবে সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন মি. পিকউইক; আবার পরমুহূর্তে 'পিছু হটুন!' আদেশ শোনার সঙ্গে সঙ্গে হয়তো বন্দুকের কুঁদো পড়ল তাঁর পায়ের পাতায়। মি. স্নডগ্রাস ও মি. উইঙ্কলও যথারীতি ঠেলা-গুঁতো হজম করছেন। মি. টাপম্যান সহসা কোথায় যে হাওয়া হয়ে গেলেন আর খুঁজে পাওয়া গেল না। অর্থাৎ মহান নেতা ও তাঁর বাহিনী যে খুব একটা আরামদায়ক অবস্থায় নেই তা বলাইবাহুল্য।

শেষমেষ বহু কণ্ঠের অনুচ্চ গর্জনে সেনাবাহিনীর আগমন বার্তা ঘোষিত হলো। সবকটা চোখ ঘুরে গেল প্রবেশপথের দিকে। পতপত করে উড়ছে পতাকা, রোদ পড়ে ঝিকিয়ে উঠল অস্ত্র-শস্ত্র, প্যারেড গ্রাউন্ডে প্রবেশ করল ট্রুপস। ওরা থমকে পড়ে নতুন করে অবস্থান নিল। একটা আদেশ ভেসে গেল সারিবদ্ধ লোকগুলোর মাঝ দিয়ে। সেনাবাহিনী স্যালুট করলে অস্ত্রের ঝংকার উঠল; এবং কমান্ডার-ইন-চীফ, কর্নেল ও অন্যান্য অফিসাররা ঘোড়া দাবড়ে সামনে চলে এলেন। বাজনা বেজে উঠল একসঙ্গে। ঘোড়াগুলো দু'পায়ে উঠে দাঁড়াল, কান ঝালাপালা করে দিল কুকুরের ডাক, আর্তচিৎকার করে উঠল জনতা এবং লাল কোট ও সাদা ট্রাউজার পরা লোকগুলোকে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা ছাড়া কারও চোখে আর কিছু ধরা পড়ল না।

মি. পিকউইক এ অবধি তাল সামলাতে ও ঘোড়ার লাথি খাওয়া এড়াতে এতই ব্যস্ত ছিলেন, প্যারেড উপভোগ করার অবকাশ পাননি। অবশেষে দৃঢ়ভাবে যখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলেন তখন তাঁর খুশি বাঁধ মানল না।

'এরচেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে?' মি. উইঙ্কলকে প্রশ্ন করলেন তিনি।

'কিছুই না,' জবাব দিলেন ভদ্রলোক, গত পনেরো মিনিট ধরে যদিও এক লোক তাঁর পায়ের ওপর দাঁড়ানো।

'এই প্রদর্শনীর কোন তুলনা হয় না,' বললেন মি. স্নডগ্রাস, কাব্যের

বল্গাহীন স্রোত অন্তরটাকে তাঁর ভাসিয়ে দিচ্ছে, 'শান্তিপ্রিয় ... সামনে রাষ্ট্রের অকুতোভয় সৈনিকদের এই অনবদ্য কুচকাওয়াজ—কী উজ্জ্বল তাদের মুখ—যুদ্ধের নৃশংসতা নেই, আছে শুধু সভ্য বিনম্রতা। চোখ ধকধক করে জ্বলছে তাদের—প্রতিশোধস্পৃহায় নয়, মানবতা আর বুদ্ধিমত্তার স্নিগ্ধ আলোয়।'

কিন্তু আদপে, 'চোখ সামনে,' আদেশটি দেয়া হলে দেখা গেল কয়েক হাজার চোখ ফাঁকা দৃষ্টিতে সামনে চেয়ে আছে, কোন অভিব্যক্তির প্রকাশ নেই।

'দারুণ মুহূর্ত এখন,' চারদিকে চেয়ে বললেন মি. পিকউইক। চারধার থেকে ক্রমান্বয়ে সরে পড়েছে জনতা এবং এখন নিঃসঙ্গ প্রায় তাঁরা তিনজন।

'দারুণ!' প্রতিধ্বনি করলেন মি. স্নডগ্রাস ও মি. উইঙ্কল।

'ওরা এখন কি করছে?' প্রশ্ন মি. পিকউইকের।

'আমার—আমার মনে হয় গুলি করবে,' ফ্যাকাসে মুখে বললেন মি. উইঙ্কল।

'ধ্যেত,' বললেন মি. পিকউইক।

'আমার—আমারও কিন্তু তাই মনে হচ্ছে,' আতঙ্কমাখা স্বরে বললেন মি. স্নডগ্রাস।

'অসম্ভব!' বললেন মি. পিকউইক। কথাটা বলেছেন কি বলেননি ছয় রেজিমেন্ট একই সঙ্গে অস্ত্র বাগিয়ে ধরল—লক্ষ্য যেন তাদের একটাই—পিকউইকবাহিনী—এবং কান ফাটানো শব্দটা কাঁপিয়ে দিল মাটি।

পিকউইকবাহিনী ঘুরে দৌড় মারতে যাবে দেখে ওপাশে আরেক দল সৈন্য জড় হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। দু'দল সৈন্যের মধ্যখানে এখন ওঁরা! মহা বিপজ্জনক পরিস্থিতি। কিন্তু মি. পিকউইক এবার মহান নেতার অন্যতম গুণাবলী অর্থাৎ সাহস ও স্থৈর্যের উদাহরণ রাখলেন। মি. উইঙ্কলকে বাহু ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে নিজেকে তাঁর ও মি. স্নডগ্রাসের

মাঝখানে দাঁড় করালেন। আকুল কণ্ঠে তাঁদের বোঝাতে চাইলেন ভয়ের কিছু নেই—সৈন্যরা ফাঁকা গুলি ছুঁড়ছে। তাঁর একমাত্র ভয় কান না বয়রা হয়ে যায়।

'কিন্তু ধরুন কেউ কেউ যদি সত্যিকারের গুলি করে বসে?' প্রতিবাদ জানালেন মি. উইক্কল, মলিন তাঁর মুখের চেহারা। 'বাতাসে এইমাত্র শিস কেটে গেল শুনলাম—একেবারে কান ঘেঁষে।'

'মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ি?' জিজ্ঞাসা মি. স্নডগ্রাসের।

'না, না—গোলাগুলি শেষ হয়ে গেছে,' অভয় দিলেন নেতা।

তিনি ঠিকই বলেছেন। গোলাগুলি থেমে গেছে। কিন্তু তাঁর কথাগুলো মাটিতে পড়ার আগেই ত্বরিত নড়াচড়া লক্ষ করা গেল সেনাদের মাঝে। একটি আদেশ ঘোষিত হলে, ছটি রেজিমেন্ট সহসা বেয়োনেট উঁচিয়ে তেড়ে এল ঠিক যেখানটিতে মি. পিকউইক ও তাঁর বন্ধুরা দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

মানুষ তো মানুষই, অতিমানব তো আর নয়—এবং মানুষের সাহসেরও একটা সীমারেখা আছে। মি. পিকউইক গোল চশমার ভেতর থেকে আগুয়ান সৈন্যদের দিকে একটি মুহূর্ত চেয়ে রইলেন এবং তারপর পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলেন। বলতে নেই তিনি আসলে ছুটে পালালেন। দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটার ফলে নিজের বেকায়দা অবস্থাটা উপলব্ধি করতে অনেক দেরি হয়ে গেল মহাপুরুষটির।

পেছনের সৈন্যরা দুর্গ রক্ষার্থে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে আক্রমণকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে। মি. পিকউইক ও তাঁর বন্ধুরা লম্বা দুটি সারির ফাঁকে ধরা পড়লেন, একদল দ্রুত এগোচ্ছে এবং অন্যপক্ষ সংঘর্ষের জন্যে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে।

'হোই!' আগুয়ান পক্ষের অফিসাররা গর্জন ছাড়ল।

'পথ ছাড়ো!' অপর পক্ষের অফিসারদের তীব্র চিৎকার।

'যাব কোথায় আমরা?' আতঙ্কিত পিকউইকবাহিনীর সম্মিলিত আর্তনাদ।

'হোই-হোই-হোই,' এই ছিল শেষ জবাব।

বিভ্রান্তিকর একটি মুহূর্ত, গুরুভার পদধ্বনি, প্রচণ্ড সংঘাত, অট্টহাসি। ছয় রেজিমেন্ট চার্জ করলে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেলেন মি. পিকউইক। একটা করে ডিগবাজি খেলেন মি. স্নডগ্রাস ও মি. উইঙ্কল। মি. উইঙ্কল ধাতস্থ হতে প্রথমেই দেখতে পেলেন, তাঁদের প্রাণপ্রিয় নেতা ফুরফুরে বাতাসে নিজের উড়ে যাওয়া হ্যাটটা বাগে পেতে ছোটাছুটি করছেন।

মি. পিকউইকের হ্যাট মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হালকা বাতাস উঠছে, মি. পিকউইকের দম বেরিয়ে যাচ্ছে এবং হ্যাট তার নিজের মত গড়াগড়ি খেয়ে চলেছে। কোনদিনই হয়তো হ্যাটটার নাগাল পেতেন না ভদ্রলোক, যদি না তাঁকে হাল ছেড়ে দিতে দেখে থেমে পড়ত ওটা।

তিন.

বাতাসের ঝাপটায় একটা ক্যারিজের চাকায় গিয়ে হ্যাটটা সেঁটে যেতে হা-ক্লান্ত মি. পিকউইক ছুটে গিয়ে তুলে নিলেন ওটা; এখানে একসারে আরও কটি ক্যারিজ দাঁড়িয়ে দেখা গেল। হ্যাটটা যথাস্থানে চাপিয়ে দম নেবার ফুরসত পেলেন মি. পিকউইক। আধ মিনিট পরে নিজের নাম শুনতে পেলেন তিনি। মুখ তুলে চাইতে একটি দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে ও আনন্দে ভরে উঠল তাঁর অন্তর। খোলা ক্যারিজে নীল কোট পরা শক্তপোক্ত এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে, স্কার্ফ ও ফেদার পরা দু'জন যুবতী, এক যুবক, স্পষ্টতই যুবতীদের যে কারও একজনের প্রেমিক, বয়স্কা এক ভদ্রমহিলা, যুবতীদের ফুফু-খালা কিছু একটা হবেন—এবং মি. টাপম্যান,

তাঁর সহজ-স্বচ্ছন্দ ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে এই পরিবারেই বুঝি জন্মেছেন ভদ্রলোক। ক্যারিজের পেছনে অতিকায় একটা ঝুড়ি—এমনি ধরনের ঝুড়ি দেখলেই সুস্বাদু সব খাবার আর ওয়াইনের বোতলের ছবি ভেসে ওঠে মনের পর্দায়—এবং চালকের আসনে লালমুখো হোঁতকা এক ছেলে, ঘুমিয়ে কাদা।

'পিকউইক—পিকউইক,' হাঁক ছাড়লেন মি. টাপম্যান। 'উঠে এসো! শিগ্‌গির!'

'আসুন, স্যার, আসুন,' বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমন্ত্রণ জানালেন। 'জো—জ্বালাও ছোঁড়াকে, আবারও ঘুমিয়ে পড়েছে—জো, সিঁড়িটা নামিয়ে দাও তো।' মোটা ছেলেটা বস্ত্র থেকে ধীরে ধীরে গড়িয়ে নেমে, সিঁড়ি লাগিয়ে ক্যারিজের দরজা মেলে ধরল। মি. স্নডগ্রাস ও মি. উইঙ্কলও এসে জুটলেন এসময়।

'আপনাদের সবার জায়গা হয়ে যাবে,' বললেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। 'দু'জন ভেতরে একজন বাইরে। আসুন, স্যার।' মি. পিকউইক ও মি. স্নডগ্রাসকে টেনে তোলা হলো ক্যারিজে। মি. উইঙ্কল চালকের আসনটা ভাগাভাগি করলেন মোটা ছেলেটার সঙ্গে—তখুনি তখুনি ঘুমিয়ে পড়েছে সে।

'কেমন আছেন, স্যার,' শুধালেন শক্তপোক্ত ভদ্রলোক। 'আপনাকে পেয়ে খুব খুশি হলাম। আপনাদেরকে আমি খুব ভাল করে চিনি, যদিও আপনারা হয়তো ভুলে গেছেন আমাকে। গত শীতে বেশ কিছু সন্ধ্যা ক্লাবে কাটিয়েছিলাম আমি। মি. টাপম্যানকে সকালে দেখতে পেয়ে কি যে খুশি লেগেছে। এই যে, এরা আমার মেয়ে—এমিলি আর বেলা। আর উনি আমার বোন, মিস র‍্যাচেল ওয়ার্ডল। ইনি আমার বন্ধু, মি. ট্রাডল। এখন সবাই সবাইকে চেনেন কাজেই অস্বস্তি বোধ করার কোন কারণ নেই।' মি. পিকউইক ও তাঁর বন্ধুরা চিনতে পারলেন ভদ্রলোককে।

প্রত্যেকে ক্যারিজে দাঁড়িয়ে সেনাবাহিনীর কর্মকাণ্ড দেখছেন। অদ্ভুত দৃশ্য। একপক্ষ অপর পক্ষের মাথার ওপর দিয়ে গুলি করে দৌড়ে চলে

যাচ্ছে এবং দ্বিতীয় পক্ষও সেই একই কাজ করছে। ওরা স্কয়্যার তোর করে দেয়াল বাইছে-নামছে এবং অসমসাহসিকতায় দেয়াল ধসিয়ে দিচ্ছে। এবার বন্দুকের গর্জনে ও নারীদের আর্তচিৎকারে বাতাস ভারী হয়ে উঠল। দুই বোন এতটাই ভয় পেয়ে গেল যে একজনকে আঁকড়ে ধরতে বাধ্য হলেন মি. ট্রান্ডল, মি. স্নডগ্রাস অপরজনকে সাহায্য করলেন। মি. ওয়ার্ডলের বোন এমনই নার্ভাস হয়ে পড়লেন, তাঁর কোমর জড়িয়ে ধরে দাঁড় করিয়ে রাখতে হলো মি. টাপম্যানকে। মোটা ছেলেটি বাদে আর সবাই মহা উত্তেজিত, কিন্তু সে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে যেন কামানের গর্জন তার নিত্যকার ঘুমপাড়ানি গান।

'জো-জো,' বললেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক, দুর্গ দখলের পর সৈন্যরা একসঙ্গে ডিনারে বসলে। 'জ্বালাও ছোঁড়াকে, ফের ঘুম! ওর পায়ে একটা চিমটি কাটুন দেখি, স্যার। আর কিছুতে ঘুম ভাঙে না ওর—ধন্যবাদ—ঝুড়িটা খোলো, জো।'

আসন থেকে আবারও গড়িয়ে নামল হোঁদল কুতকুত এবং ঝুড়িটার বাঁধন অবিশ্বাস্য দ্রুততায় খুলে ফেলল।

সুস্বাদু একটা পিকনিক উপভোগ করল সবাই ক্যারিজে পাশাপাশি বসে। হাসি-ঠাট্টায় পরস্পরকে আরও ভালভাবে চেনার সুযোগ পাওয়া গেল। মি. টাপম্যান ও মিস র‍্যাচেল যথেষ্ট অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন ইতোমধ্যে।

খাওয়ার পর্ব ফুরোল অবশেষে। মি. ওয়ার্ডল জোরাল গলায় ডাক দিলেন জোকে। 'জ্বালাও ছোঁড়াকে,' বললেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক, 'আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।'

'বড় অদ্ভুত ছেলে,' বললেন মি. পিকউইক। 'ও কি সব সময়ই এভাবে ঘুমায়?'

'ঘুম!' বললেন বৃদ্ধ। 'ও চব্বিশ ঘণ্টাই ঘুমাচ্ছে। ঘুমের ঘোরেই সব কাজ করে আর খাবার সার্ভ করার সময় নাক ডাকে।'

'কী আজব কথা!' মি. পিকউইকের বিস্ময়।

'হ্যাঁ, আজবই বটে,' জবাবে বললেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। 'আমি ওর জন্যে গর্ব বোধ করি—ওকে হাতছাড়া করতে চাই না—মানুষের কৌতূহল জাগাতে ওস্তাদ। এই জো, জো, এগুলো সরিয়ে নাও আর আরেকটা বোতল খোলো—শুনতে পাচ্ছ?'

মোটা ছেলেটি উঠল, চোখ খুলল, ঘুমিয়ে পড়ার আগে যে পাইটা খাচ্ছিল তার শেষ টুকরোটা মুখে পুরল, এবং আস্তে আস্তে মনিবের আদেশ পালন করল।

সৈন্যরা তাদের কার্যক্রম আবার আরম্ভ করেছে। বন্দুকের শব্দে মহিলাদের পিলে চমকে গেল ফের— তারপর বিকট শব্দে একটা বোমা বিস্ফোরিত হলে সবার সে কি ফুর্তি! বোমার সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনী ও জনতাও মিলিয়ে যেতে শুরু করল।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক ও মি. পিকউইক গল্প করছিলেন। 'ভুলে যাবেন না,' করমর্দন করে বললেন প্রথমজন, 'কাল আপনারা আসছেন।'

'অবশ্যই,' বললেন মি. পিকউইক।

'ঠিকানা আছে তো?'

'স্যানর ফার্ম, ডিংলি ডেল,' বললেন মি. পিকউইক।

'হ্যাঁ। এক সপ্তার আগে কিন্তু ছাড়ব না। কথা দিচ্ছি খারাপ লাগবে না আপনাদের। জো—জ্বালাও ছোঁড়াকে, আবার ঘুম দিয়েছে! জো, টমকে বলো ঘোড়া জুততে।'

জোতা হলো ঘোড়া, বিদায় নিয়ে রওনা হলেন মি. ওয়ার্ডল। পিকউইকবাহিনী শেষবারের মত ক্যারিজটার দিকে চাইতে, মোটা ছেলেটির মুখে সূর্য ঝলসাতে দেখল। বুকের কাছে নুয়ে পড়ছে চিবুক, ঘুমের রাজ্যে ডুব মেরেছে সে।

চার

পরদিনটা ছিল ঝকঝকে ও মনে ফুর্তি জাগানিয়া। মি. পিকউইক ও তাঁর বন্ধুরা তোফা ব্রেকফাস্ট সাঁটিয়ে চিন্তা করতে বসলেন ডিংলি ডেলে তাঁরা যাবেন কিভাবে। কোচের ব্যবস্থা নেই। বড়জোর ছোট একটা ক্যারিজ পাওয়া যেতে পারে, তাতে জায়গা হবে তিনজনের, এবং চতুর্থ জনের ভাগে পড়বে একটা স্যাডলহর্স।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কে হবেন চার নম্বর? আবার কে, মি. উইঙ্কল। পিকউইকবাহিনীতে তিনিই তো একমাত্র স্পোর্টসম্যান। 'উইঙ্কল, তুমি যাবে নাকি ঘোড়ায় চেপে?' জানতে চাইলেন মি. পিকউইক।

আসলে মনের গহীনে, অশ্বচালক হিসেবে নিজের দক্ষতা সম্বন্ধে রীতিমত সন্দিহান তিনি। কিন্তু কেউ যাতে সন্দেহ করতে না পারে তাই সোল্লাসে বলে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই! দারুণ মজা হবে!' মি. উইঙ্কল ছুটে গিয়ে নিজের নিয়তিকে বরণ করে নিলেন। এখন ফেরার রাস্তা বন্ধ।

এগারোটা নাগাদ ক্যারিজ ও ঘোড়া হাজির হয়ে গেল। ক্যারিজে পেছনে বসতে পারবেন দু'জন আর একজনকে বসতে হবে চালকের আসনে। অতিকায় এক বাদামী রঙের ঘোড়া টানবে ওটাকে। পাশে আরেকটা প্রকাণ্ড ঘোড়ায় স্যাডল চাপানো, মি. উইঙ্কলের জন্যে।

ক্যারিজটা দেখে নিলেন মি. পিকউইক। 'হায় খোদা!' চেঁচিয়ে উঠলেন প্রায়। 'এ তো ভাবতেই পারিনি! চালাবে কে?'

'ওহ, তুমি ছাড়া আর কে,' বললেন মি. টাপম্যান।

'সে আর বলতে,' সমর্থন জানালেন মি. স্নডগ্রাস।

'আমি?' আতকে উঠলেন মহান লেখা।

'ভয়ের কিছু নেই, হুজুর,' বলল হসলার। 'ও এত লম্বা যে একটা দুধের বাচ্চাও ওকে চালাতে পারবে।'

কাজেই মি. টাপম্যান ও মি. সুডগ্রাস ভেতরে ঢুকলেন আর মি. পিকউইক গিয়ে উঠলেন চালকের আসনে। লাগাম আর চাবুক তুলে দেয়া হলো তাঁর হাতে।

'হোয়া!' বিশালকায় ঘোড়াটা পেছনে, সরাইয়ের জানালাগুলো হাঁটা দিতে চাইলে চেঁচিয়ে উঠলেন মি. পিকউইক।

'এই একটু দুষ্টুমি করছে আরকি,' বলল সহিস, লাগাম চেপে ধরেছে। সহকারীর হাতে ওগুলো গুঁজে দিয়ে মি. উইঙ্কলকে সাহায্য করতে ছুটল, তিনি উল্টো পাশ থেকে তখন ঘোড়ায় চাপছেন। 'ওদিক দিয়ে, না, হুজুর।' স্যাডলে তো না যেন পাশ থেকে যুদ্ধজাহাজে চড়ার সমান বেগ পেতে হলো মি. উইঙ্কলকে।

'ঠিক আছ তো?' শুধালেন মি. পিকউইক, মন কিন্তু কু ডাক দিচ্ছে তার।

'আছি,' আবছা শোনা গেল কি গেল না মি. উইঙ্কলের কণ্ঠ।

'ওদের যেতে দিন,' চেঁচিয়ে বলল সহিস—এবং সরাইখানার ভৃত্যদের খুশির সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে রওনা দিল ক্যারিজ ও স্যাডল-হর্স।

'ওটা অমন বাঁকা হয়ে চলছে কেন?' মি. সুডগ্রাস ক্যারিজের নিরাপদ আশ্রয় থেকে জিজ্ঞেস করলেন মি. উইঙ্কলকে।

'খোদা মালুম,' জবাব দিলেন মি. উইঙ্কল। বিদঘুটেতম ভঙ্গিতে রাস্তা ধরে চলেছে তাঁর ঘোড়া—একপেশে হয়ে, মাথাটা কাত হয়ে আছে রাস্তার একদিকে এবং লেজটা অন্যদিকে।

মি. পিকউইক ক্যারিজ চালনায় বুঁদ হয়ে আছেন বলে ঘটনাটা লক্ষ করার ফুরসত পেলেন না। ক্যারিজের ঘোড়া সামলাতে জানটা বেরিয়ে যাচ্ছে তাঁর। অদ্ভুত আচরণ জানোয়ারটার, রাস্তার কিনারে বলা নেই

কওয়া নেই দৌড়ে যাচ্ছে, তারপর থমকে পড়ে উর্ধ্বশ্বাসে ফের সামনে তেড়ে যাচ্ছে। মি. পিকউইক ও তাঁর সওয়ারীরা বড্ড মুসিবতের মধ্যে আছেন। এমনি বিটকেল ভঙ্গিতে বেশ কিছুক্ষণ ভ্রমণ করলেন তাঁরা।

'হোয়া!' আচমকা মি. পিকউইকের হুঙ্কার। 'চাবুকটা পড়ে গেছে!'

'উইঙ্কল,' ডাকলেন মি. স্নডগ্রাস। বেচারা তখন হ্যাট দিয়ে কান ঢেকে, টগবগ করে ঘোড়া ছোটাচ্ছেন আর ঝাঁকুনির চোটে যেন হৃত্রখান হওয়ার প্রহর গুনছেন। 'চাবুকটা তুলে দাও না, প্লীজ।'

মুখে কালসিটে না পড়া তক লাগাম টেনে গেলেন মি. স্পোর্টসম্যান। শেষ অবধি থামতে পেরে নামলেন ঘোড়া থেকে, মি. পিকউইককে চাবুক হস্তান্তর করে ফের ঘোড়ায় চাপতে তৈরি হলেন। মস্ত ঘোড়াটা বোধহয় একটু মশকরা করতে চাইল তাঁর সঙ্গে; কিংবা হয়তো ভাবল এই পদের চালক ছাড়া একাই যাত্রা শেষ করতে পারবে সে। কারণ যা-ই হোক, মি. উইঙ্কল পিঠে সওয়ার হওয়ার চেষ্টা করতেই যত দূরে সম্ভব সরে গেল ওটা।

'বেচারা,' বললেন মি. উইঙ্কল। 'বেচারা বুড়ো ঘোড়া।' কিন্তু এসব কথায় তুষ্ট হলো না 'বেচারা বুড়ো ঘোড়া'। মি. উইঙ্কল এক পা এগোন তো ওটা দু'পা সরে যায়। পাক্কা দশটা মিনিট পরস্পরকে ঘিরে ঘুরপাক খেল অশ্ব ও তার আরোহী। খেলা শেষ হতে দেখা গেল অবস্থা যে কে সেই।

'কি করব?' চেঁচালেন মি. উইঙ্কল। 'কি করা উচিত? চড়তে তো পারছি না।'

'ওটাকে বরং টেনে নিয়ে চলো, তারপর দেখা যাবে কেউ সাহায্য করতে পারে কিনা,' সমাধান দিলেন মি. পিকউইক।

'কিন্তু ও তো নাগালের মধ্যে আসছে না,' গর্জালেন মি. উইঙ্কল। 'আপনি এস্তে ধরে দিন না।'

মি. পিকউইক মানবতা ও দয়ার অবতার। নিজের ঘোড়াটার পিঠের ওপর লাগাম ছুঁড়ে মেরে, আসন থেকে নামলেন বন্ধুর প্রতি সাহায্যের

হাত বাড়াতে। মি. স্নডগ্রাস ও মি. টাপম্যান রয়ে গেলেন ক্যারিজে।

কিন্তু মি. পিকউইককে চাবুক হাতে এগিয়ে আসতে দেখে গোল বাধল, ঘুরপাক বন্ধ করে এবার পিছু হটতে শুরু করল মি. উইঙ্কলের ঘোড়া। মি. উইঙ্কল এবার লাগাম চেপে ধরে ওটার সঙ্গে সঙ্গে ছুট দিলেন। মি. পিকউইক এগিয়ে এলেন তাঁর সাহায্যে। কিন্তু তিনি যত জোরে ছোটেন ঘোড়া তত দ্রুত পিছে দৌড়ায়। শেষমেশ মি. উইঙ্কল লাগাম দিলেন ছেড়ে। থেমে দাঁড়াল ঘোড়া, চাইল, মাথা ঝাঁকাল, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে শান্তচিত্তে পা বাড়াল রচেস্টারের দিকে। মি. পিকউইক ও মি. উইঙ্কল হতাশ চোখে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। পেছনে একটা ঘর্ঘর শব্দে ঘুরে দাঁড়াতে হলো তাঁদের।

'হায় খোদা!' আর্তনাদ ছাড়লেন মি. পিকউইক। 'ওটাও পালিয়ে যাচ্ছে যে!'

কথাটা খাঁটি সত্যি! ক্যারিজ টেনে ছুটে চলেছে ঘোড়াটা। সংক্ষিপ্ত দৌড়টা তেমন জমল না। মি. টাপম্যান ক্যারিজ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ঝোপে এবং মি. স্নডগ্রাস তাঁকে অনুসরণ করলেন। ঘোড়াটা একটা লেভুর সঙ্গে ধাক্কা খাইয়ে দফারফা করে ছাড়ল ক্যারিজটার, এবং থেমে দাঁড়িয়ে নিজের অপকর্ম অবলোকন করতে লাগল।

মি. পিকউইক ও মি. উইঙ্কল তাঁদের হতভাগ্য বন্ধুদের আগে উদ্ধার করলেন ঝোপ থেকে। কাপড় ছেঁড়া আর সামান্য কাটাকুটি ছাড়া গুরুতর কোন ক্ষতি হয়নি দেখে হাঁফ ছাড়লেন সবাই। এবার ঘোড়াটাকে সরঞ্জামমুক্ত করার পালা। একটু পরে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে মন্থর গতিতে পা বাড়ালেন ওরা, পেছনে পড়ে রইল ভাঙা ক্যারিজ।

ঘণ্টা খানেক পর ছোট্ট একটা সরাইখানায় এসে পৌঁছলেন যাত্রীরা। লাল চুলো এক লোক ব্যস্ত ছিল বাগানে।

'এই যে, শুনছেন!' ডাকলেন মি. পিকউইক।

লোকটি মি. পিকউইক ও তাঁর বাহিনীর দিকে শীতল চোখে দীর্ঘক্ষণ চেয়ে রইল। 'বলুন,' কথা ফুটল শেষ পর্যন্ত।

'ডিংলি ডেল কদ্দূর?'

'সাত মাইলের কিছু বেশি।'

'রাস্তা ভাল?'

'না।' নিজের কাজে লেগে পড়ল লোকটা আবার।

'আমরা ঘোড়াটা এখানে রেখে যেতে চাই,' বললেন মি. পিকউইক। 'আপনি কি বলেন?'

'এই ঘোড়াটা রেখে যাবেন বলছেন?' কাঠোর চোখে জানোয়ারটাকে পরখ করে বলল লোকটা।

'হ্যাঁ,' বললেন মি. পিকউইক।

'ম্যাগী!' লালচুলো চেঁচাল। 'ম্যাগী!'

দীর্ঘাঙ্গী, হাড্ডিসার এক মহিলা বেরিয়ে এল। তার কানে কানে কি যেন বলল লালচুলো।

'না,' শেষতক বলল মহিলা। 'আমার এসবে ভয় করে।'

'ভয়!' চেঁচিয়ে উঠলেন মি. পিকউইক। 'মহিলা ভয় পাচ্ছে কিসে?'

'গতবার বিপদ হয়েছিল,' বলে ঘুরে দাঁড়ান মহিলা। 'আমি পারব না।'

'আ-আমার মনে হচ্ছে,' ফিসফিসিয়ে বললেন মি. উইঙ্কল, 'ওদের ধারণা ঘোড়াটা আমরা চুরি করে এনেছি।'

'কি!' রাগে ফেটে পড়েন আরকি মি. পিকউইক। 'এই যে আপনারা, কি ভেবেছেনটা কি? আমাদের দেখে আপনাদের ঘোড়া চোর মনে হয়?'

'তা নয়তো কি,' মৃদু হেসে বলল লোকটা। বাড়ির ভেতর গিয়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল।

'স্বপ্ন দেখছি না তো,' চেঁচিয়ে উঠলেন মি. পিকউইক। 'দুঃস্বপ্ন! বিটকেল এক ঘোড়া নিয়ে দিনভর হেঁটে মরছি, খসাতে পারছি না!' অসন্তুষ্ট পিকউইকবাহিনী প্রকাণ্ড ঘোড়াটাকে পেছনে নিয়ে ফিরে চলল, অবলা (!) জানোয়ারটার প্রতি অন্তরের অন্তস্তলে ঘৃণা তাঁদের।

ম্যানর ফার্মে শেষ বিকেল নাগাদ পৌঁছতে পারলেন চার বন্ধু ও তাঁদের ঘোড়া। কেমন হতশ্রী দেখাচ্ছে তাঁদের ভাবনাটা মাথায় আসলেই মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকের। ছেঁড়া কাপড়, মুখে আঁচড়ের দাগ, নোংরা জুতো এবং, সর্বোপরি ঘোড়া বাবাজী! ওহ, মি. পিকউইকের মত ভালমানুষও কী ভয়ঙ্কর অভিশাপটাই না দিয়ে চলেছেন নিরীহ ঘোড়াটাকে! শান্ত (!) প্রাণীটার দিকে ঘৃণা ও বিদ্বেষের চকিত চাহনি হানতে দেখা যাচ্ছে তাঁকে বারবার। এটাকে নিকেষ করতে কিংবা দুনিয়ার বুকে ছেড়ে দিতে পারলে শান্তি পেতেন তিনি! রাস্তার বাঁকে দু'জন লোকের সঙ্গে সহসা দেখা হয়ে যাওয়াতে ছেদ পড়ল তাঁর ভয়ঙ্কর সব চিন্তা-ভাবনায়। মি.ওয়ার্ডল ও তাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্য, সেই মোটা ছেলেটি দাঁড়িয়ে ছিল।

'এতক্ষণ কোথায় ছিলেন আপনারা?' অতিথিপরায়ণ বৃদ্ধ ভদ্রলোক শুধালেন উদ্বেগের সুরে। 'সারাদিন ধরে অপেক্ষা করে বসে আছি। আরে! কাটল কিভাবে? অ্যাক্সিডেন্ট? এসব রাস্তায় অবশ্য অ্যাক্সিডেন্ট হরহামেশা ঘটছে। জো—দেখো দেখি, আবার ঘুমিয়ে পড়েছে!—জো, ঘোড়াটাকে আস্তাবলে নিয়ে যাও তো।'

যাত্রীদের নিয়ে যাওয়া হলো কিচেনে; ব্র্যান্ডি, সূচ-সুতো, তোয়ালে আর পানি শীঘ্রিই তাঁদের উদ্দীপনা ও হাল ফিরিয়ে দিল। প্রাচীন কিচেনটা যেমনি বিশাল তেমনি চমৎকার, মেঝেটা লাল ইঁটের আর চিমনিটা হয়া লম্বা। ছাদ থেকে ঝুলছে হ্যাম, বেকন আর পিঁয়াজের রশি। দেয়ালগুলো পুরানো স্যাডল আর অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। বীভৎস ভ্রমণের পর পিকউইকবাহিনীর সদস্যরা সন্তুষ্টচিত্তে চারধারে নজর বুলোতে লাগলেন।

'রেডি?' অতিথিরা ধাতস্থ হলে পর জানতে চাইলেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক।

সায় জানালেন মি. পিকউইক।

'তাহলে ম্যানর ফার্মে আপনাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছি!' বললেন নিমন্ত্রণকর্তা, পার্লারে গেলেন ওঁরা সবার সঙ্গে মিলিত হতে।

পাঁচ

মি. ওয়ার্ডনের পার্লারে, সম্মানের আসনে আসীন দেখা গেল উঁচু ক্যাপ ও সিল্কের গাউন পরিহিতা এক বধির বৃদ্ধাকে। তিনি মি. ওয়ার্ডনের মা। ফুফু, দুই যুবতী ও মি. ওয়ার্ডল বৃদ্ধার দেখাশোনায় সর্বক্ষণ ব্যস্ত রয়েছেন। তাঁর ওপাশে, আগুনের ধারে, সদয় চেহারার এক হাসিখুশি বৃদ্ধ বসেছেন—ডিংলি ডেলের ধর্মযাজক। মি. ওয়ার্ডনের অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবরাও উপস্থিত ছিলেন, ফলে নানা খেলাধুলোয় আর জম্পেশ সাপারে চমৎকার কাটল সন্ধেটা। খাওয়া শেষে, আগুন ঘিরে বসার সময় যে সুখ অনুভব করলেন মি. পিকউইক তেমনটা কোনদিন করেননি।

'বন্ধুরা,' বললেন এবার মি. ওয়ার্ডল। মায়ের হাত তাঁর হাতে। 'আমার জীবনের সেরা মুহূর্তগুলো কেটেছে এই পুরানো ফায়ারপ্লেসটার কাছে। আমার মা ওই ছোট্ট টুলটায় বসতেন তিনি নিজেও যখন ছোট, তাই না, মা?'

গোটা দলটা আয়েশ করে বসে রইল ওখানে অনেক রাত অবধি—গল্পগুজব হলো, গান গাওয়া, খেলাধুলো চলল। ফলে নিজের ঘরে যাওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুমে তলিয়ে গেলেন মি. পিকউইক। জানালার কাঁচ ভেদ করে পরদিন সকালে রোদ এসে পড়লে ঘুম ভাঙল তাঁর। এক লাফে উঠে পড়লেন বিছানা ছেড়ে, খুলে দিলেন জানালা। খেত থেকে খড়ের মিষ্টি সুগন্ধ এসে লাগল নাকে। নিচের ছোট্ট বাগানটা থেকে ভেসে এল নাম না জানা কত ফুলের সুবাস। ভোরের রোদ্দুর মেখে ঝিকমিক করছে সবুজ প্রান্তর, কী এক আশ্চর্য অনুপ্রেরণায় গান

গাইছে পাখিরা।

'কি, ঘুম ভাঙল?' বাগান থেকে প্রশ্ন করলেন মি. ওয়ার্ডল। 'সকালটা দারুণ, তাই না? শিগ্‌গির নিচে নেমে আসুন। আমি অপেক্ষা করছি।'

দশ মিনিটে তৈরি হয়ে নেমে এলেন মি. পিকউইক। মি. ওয়ার্ডলের হাতে বন্দুক দেখা গেল, তাঁর পাশেও পড়ে রয়েছে একটা। 'কি ব্যাপার?' মি. পিকউইকের প্রশ্ন।

'আপনার বন্ধু উইঙ্কল আর আমি নাস্তার আগে রুক শিকারে যাচ্ছি,' বললেন মি. ওয়ার্ডল। 'বন্দুকে দারুণ হাত তার, ঠিক না?'

'তাই তো বলে সে,' জবাবে বললেন মি. পিকউইক। 'তবে আমি কোনদিন দেখিনি।'

হোঁতকা জোকে পাঠানো হয়েছে মি. উইঙ্কলকে ডেকে আনতে। কাকে ডাকার কথা বলা হয়েছে বোঝেনি বলে তিনজনকেই ডেকেছে সে। শীঘ্রিই মি. টাপম্যান, মি. স্নডগ্রাস ও মি. উইঙ্কলকে নিয়ে হাজির হলো মোটা ছোঁড়া।

'চলে আসুন,' মি. উইঙ্কলের উদ্দেশে হাঁক দিলেন মি. ওয়ার্ডল। 'আপনার মত উৎসাহী শিকারীর অনেক আগেই উঠে পড়া উচিত ছিল!'

মি. উইঙ্কল মলিন হেসে ঘাস থেকে বন্দুকটা তুলে নিলেন। তাঁর অভিব্যক্তি দেখে মনে হলো হতভাগ্য এক রুক বুঝি তিনি নিজেই। হয়তো সত্যিই উৎসাহী তিনি, কিন্তু মুখের চেহারায় তার লক্ষণ দেখা গেল না, বরঞ্চ বড্ড করুণ তাঁর হাবভাব।

দীর্ঘ এক সার গাছের মাথায়, খানিকটা তফাতে রুকদের নীড়। ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক পরা দুই কিশোর মগডালে উঠে ভয় দেখাতে লাগল পাখিগুলোকে।

'শুরু করব?' শুধালেন মি. ওয়ার্ডল।

'আপনার ইচ্ছা,' বললেন মি. উইঙ্কল, যে কোনভাবে দেরি করতে পারলেই যেন খুশি তিনি।

'তাহলে সরে দাঁড়ান।'

একটি ছেলে চিৎকার ছেড়ে ডাল ঝাঁকাল। গোটা ছয়েক তরুণ রুক উড়ে বেরোল ঘটনা কি জানার জন্যে। চোখের নিমেষে গুলি করলেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। পড়ল একটা, পালাল বাকিগুলো।

'এবার আপনার পালা,' বলে নিজের বন্দুক রিলোড করতে শুরু করলেন বৃদ্ধ।

মি. উইঙ্কল সামনে এগিয়ে তাক করলেন বন্দুক। মি. পিকউইক ও তাঁর বন্ধুরা পিছে সরে গেলেন, যাতে রুকের বর্ষণ থেকে মাথা বাঁচে। ধপাধপ কয়টা না জানি পড়বে! মি. টাপম্যান একটা গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে রইলেন। গর্জন ছাড়ল ছেলেটি। উড়াল দিল চারটে পাখি। গুলি চালালেন মি. উইঙ্কল। যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ— কিন্তু কোথায় রুক! পরোপকারী মি. টাপম্যান অনেকগুলো নিরীহ পাখির জীবন বাঁচালেন গুলিটা নিজের বাঁ বাহুতে ধারণ করে।

এরপর যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হলো তার বর্ণনা দেয়া রীতিমত অসম্ভব; চরম ক্রোধে মি. পিকউইক গুণধর মি. উইঙ্কলকে 'অপদার্থ!' বলে সম্বোধন করলেন; মি. টাপম্যান হাত-পা ছড়িয়ে ভূমিশয্যা নিলেন; তাঁর পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন আতঙ্কগ্রস্ত মি. উইঙ্কল; মি. টাপম্যান উন্মাদের মতন এক মহিলার নাম ধরে চেঁচাতে লাগলেন, প্রথমে একটি তারপর আরেকটি চোখ খুললেন; তারপর পটাপট দুটোই বুজে ফেললেন।

খানিকটা সুস্থ হওয়ার পর, রুমালে বেঁধে দেয়া হলো তাঁর বাহু এবং বন্ধুদের কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে বাড়িমুখো হলেন তিনি।

মহিলারা বাগানের গেটে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন তাঁদের জন্যে। 'ভয়ের কিছু নেই।' তাঁদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বললেন মি. ওয়ার্ডল।

'কি হয়েছে?' মহিলাদের তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার।

'মি. টাপম্যান সামান্য আহত হয়েছেন।'

খবরটা শোনামাত্র ফুফু চিৎকার করে ভাতিজিদের বাহুতে ঢলে পড়লেন।

'পানি ঢালো ওর মাথায়,' বললেন মি. ওয়ার্ডল।

'না—না,' দুর্বলকণ্ঠে বললেন ফুফু। 'ঠিক আছে। উনি কি খুব গুরুতর আহত? উনি কি মারা গেছেন? উনি কি—?' আর্তনাদ করে উঠলেন ভদ্রমহিলা।

'শান্ত হোন,' বললেন মি. টাপম্যান, অতিকষ্টে কান্না চাপলেন। 'প্রিয়, প্রিয় ম্যাডাম, শান্ত হোন।'

'ওঁর গলা,' চেঁচিয়ে উঠলেন ফুফু। 'তারমানে আপনি মারা যাননি! ওহ, নিজের মুখে একবার শুধু বলুন আপনি বেঁচে আছেন!'

'বোকার মত কোরো না তো, র‍্যাচেল,' ধমক দিলেন মি. ওয়ার্ডল, আবেগঘন দৃশ্যটি ক্ষতিগ্রস্ত হলো তাঁর বেরসিক আচরণে। 'ওঁকে নিজের মুখে বলতে হবে কেন?'

'আমি মরিনি, আমি মরিনি,' বলে উঠলেন মি. টাপম্যান। 'আমি শুধু আপনার সাহায্য চাই। আমাকে দয়া করে একটু ধরুন।' ফিসফিসিয়ে আরও বললেন, 'ওহ, মিস র‍্যাচেল!' উদ্বেগাকুল ভদ্র মহিলা তাঁকে নিয়ে গেলেন ব্রেকফাস্ট রুমে এবং ভদ্রলোক সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে ঠোঁটে চেপে ধরলেন তাঁর একটা হাত। একাকী এখানে ওঁরা।

চোখ বুজলেন মি. টাপম্যান, পাক্কা বিশ সেকেন্ডের জন্যে। 'ঘুমিয়ে পড়েছেন!' ফিসফিস করে বললেন ফুফু। 'আহা বেচারা, মি. টাপম্যান! প্রিয়, প্রিয়, মি. টাপম্যান!'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন মি. টাপম্যান। 'কি-কি বললেন? ওহ, প্লীজ আরেকবার বলুন ওই কথাগুলো!'

বিস্মিত দেখাল ভদ্রমহিলাকে। 'আপনি শুনে ফেলেছেন?' লাজরাঙা মুখে শুধালেন।

'হ্যাঁ, ফেলেছি,' বললেন মি. টাপম্যান। 'আবার বলুন। আপনি আমাকে সুস্থ দেখতে চাইলে আবার বলুন।'

'এই, চুপ!' মৃদু আদুরে ধমক। 'আমার ভাই এসে পড়েছে।'

ডাক্তার নিয়ে এসেছেন মি. ওয়ার্ডল। বাহু পরখ করে জখমে

ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়া হলো, আঘাত নাকি খুবই সামান্য। গোটা দলটা এবার খুশি মনে ব্রেকফাস্টে বসল। মি. পিকউইক একা নীরব রইলেন। মি. উইঙ্কলের ওপর থেকে তাঁর আস্থা টলে গেছে—মারাত্মকভাবে—সকালের ঘটনায়।

নিমন্ত্রণকর্তাকে সন্তুষ্ট করতে অবশ্য তাঁর চেষ্টার ত্রুটি রইল না, এবং স্থানীয় ক্রিকেট মাঠে যাওয়ার কথা উঠতে সানন্দে রাজি হলেন তিনি। মি. টাপম্যানকে মহিলাদের কোমল হাতে সঁপে দিয়ে বাকিরা চলল ময়দান দাপাতে।

ছয়

ডিংলি ডেলের শান্ত নিস্তব্ধ পরিবেশ, নারীদের উপস্থিতি ও তাঁর স্বাস্থ্যের প্রতি তাদের উৎকণ্ঠা, মি. টাপম্যানের কোমল অনুভূতিগুলোকে চাঙা করে তুলল। তাঁর সমস্ত দুর্বলতা কেন্দ্রীভূত হলো একজনের ওপর। সন্দেহ নেই ভাতিজি দুজন সুন্দরী। কিন্তু আত্মমর্যাদাবোধ, রাজকীয়তা ইত্যাদি বিবেচনা করলে তাদের অবিবাহিতা ফুফুর চাইতে আকর্ষণীয় নারী মি. টাপম্যান তাঁর জন্মে দেখেননি।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, তাঁকে যখন বয়ে আনা হচ্ছিল তখন মহিলার উদ্বেগ কি শুধুই নারীসুলভ সহানুভূতি? নাকি তাঁর প্রতি বিশেষ কোন অনুভূতি থেকে উৎসারিত বিশেষ কোন কিছু? সোফায় শুয়ে শুয়ে এসব ভাবনাই ভেবে চলেছেন মি. টাপম্যান। এই সন্দেহগুলোর অবসান ঘটাবেন মনস্থ করেছেন তিনি।

এখন সন্ধে। মি. ট্রান্ডলের সঙ্গে হাঁটতে গেছে ইসাবেলা ও এমিলি।

বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা ঘুমোচ্ছেন। মোটা ছোড়াটা কিচেনে নাক ডাকাচ্ছে। মি. টাপম্যান ও ফুফু বসে আছেন, স্বপ্ন দেখছেন কেবল নিজেদের নিয়ে।

'গাছে পানি দিতে হবে,' এক সময় বললেন মিস ওয়ার্ডল।

'চলুন, আমিও যাই,' এক সময় বললেন মি. টাপম্যান।

'আপনার ঠাণ্ডা লেগে যাবে,' আবেগের সঙ্গে বললেন ফুফু।

'না, না। বরঞ্চ শরীরটা সারাতে কাজে দেবে।' তো, অক্ষত বাহুটা ধরে বাগানে নিয়ে গেলেন ওঁকে ফুফু।

বাগানের দূর কোণে একটি আর্বার, বাড়ন্ত লতা-পাতায় ছাওয়া। কুমারী ফুফু বড়সড় একটা পানির পাত্র ওখান থেকে নিয়ে আর্বার ত্যাগ করতে যাবেন, এমনি সময় মি. টাপম্যান তাঁকে পেছন থেকে টেনে ধরে নিজের পাশে বসালেন।

'মিস ওয়ার্ডল!' বললেন তিনি।

কেঁপে উঠলেন কুমারী ফুফু, কেঁপে উঠল পানির পাত্রে নুড়িপাথর।

'মিস ওয়ার্ডল,' বললেন মি. টাপম্যান। 'আপনি সাক্ষাৎ পরী!'

'যাহ, মি. টাপম্যান!' ফুফু লাল-টাল হয়ে মুখ লুকালেন।

'না,' বললেন এবার পিকউইক ক্লাবের ঝানু বক্তা মি. টাপম্যান। 'আমি খুব ভাল করে জানি।'

'পুরুষ মানুষরা সব মেয়েকেই অমন পরী বলে,' বিড়বিড়িয়ে বললেন ফুফু।

'কিন্তু আপনাকে আর কারও সঙ্গে তুলনা করা যায় না,' বললেন মি. টাপম্যান। 'আপনার মত নারী কখনও কোথাও জন্মেছে বলুন? কোথায় পাব আমি আপনার মত সৌন্দর্য আর অসাধারণত্বের অপূর্ব সমাহার? কোথায় পাব…ওহ!' ভাষাহারা মি. টাপম্যান বিরতি নিয়ে চাপ দিলেন মহিলার হাতে।

একপাশে মাথা কাত করলেন ফুফু। 'পুরুষমানুষদের বিশ্বাস নেই,' মৃদু ফিসফিসানির সুরে বললেন।

'ঠিক বলেছেন!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন মি. টাপম্যান। 'কিন্তু সবাই

বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা ঘুমোচ্ছেন। মোটা ছোঁড়াটা কিচেনে নাক ডাকাচ্ছে। মি. টাপম্যান ও ফুফু বসে আছেন, স্বপ্ন দেখছেন কেবল নিজেদের নিয়ে।

'গাছে পানি দিতে হবে,' এক সময় বললেন মিস ওয়ার্ডল।

'চলুন, আমিও যাই,' এক সময় বললেন মি. টাপম্যান।

'আপনার ঠাণ্ডা লেগে যাবে,' আবেগের সঙ্গে বললেন ফুফু।

'না, না। বরঞ্চ শরীরটা সারাতে কাজে দেবে।' তো, অক্ষত বাহুটা ধরে বাগানে নিয়ে গেলেন ওঁকে ফুফু।

বাগানের দূর কোণে একটি আর্বার, বাড়ন্ত লতা-পাতায় ছাওয়া। কুমারী ফুফু বড়সড় একটা পানির পাত্র ওখান থেকে নিয়ে আর্বার ত্যাগ করতে যাবেন, এমনি সময় মি. টাপম্যান তাঁকে পেছন থেকে টেনে ধরে নিজের পাশে বসালেন।

'মিস ওয়ার্ডল!' বললেন তিনি।

কেঁপে উঠলেন কুমারী ফুফু, কেঁপে উঠল পানির পাত্রে নুড়িপাথর।

'মিস ওয়ার্ডল,' বললেন মি. টাপম্যান। 'আপনি সাক্ষাৎ পরী!'

'যাহ, মি. টাপম্যান।' ফুফু লাল-টাল হয়ে মুখ লুকালেন।

'না,' বললেন এবার পিকউইক ক্লাবের ঝানু বক্তা মি. টাপম্যান। 'আমি খুব ভাল করে জানি।'

'পুরুষ মানুষরা সব মেয়েকেই অমন পরী বলে,' বিড়বিড়িয়ে বললেন ফুফু।

'কিন্তু আপনাকে আর কারও সঙ্গে তুলনা করা যায় না,' বললেন মি. টাপম্যান। 'আপনার মত নারী কখনও কোথাও জন্মেছে বলুন? কোথায় পাব আমি আপনার মত সৌন্দর্য আর অসাধারণত্বের অপূর্ব সমাহার? কোথায় পাব...ওহ!' ভাষাহারা মি. টাপম্যান বিরতি নিয়ে চাপ দিলেন মহিলার হাতে।

একপাশে মাথা কাত করলেন ফুফু। 'পুরুষমানুষদের বিশ্বাস নেই,' মৃদু ফিসফিসানির সুরে বললেন।

'ঠিক বলেছেন।' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন মি. টাপম্যান। 'কিন্তু সবাই

না। এই পৃথিবীতে এমন একজন আছে যে কোনদিন বদলাবে না—যে আপনার সুখের জন্যে নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করবে— যে বেঁচে আছে শুধু আপনারই চোখের মণিতে—আপনার একটু মিষ্টি হাসি যার হৃৎস্পন্দন—আপনার সামান্য ভালবাসা যার বেঁচে থাকার প্রেরণা!'

'এমন মানুষ কি পাওয়া যাবে—' বললেন ভদ্রমহিলা।

'কেন যাবে না,' পাল্টা বললেন মি. টাপম্যান। 'তাকে তো আপনি পেয়েই গেছেন। সে তো এখানেই, মিস ওয়ার্ডল!' মহিলার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসলেন মি. টাপম্যান।

'উঠুন, মি. টাপম্যান!' বললেন র‍্যাচেল।

'কক্ষনো না,' সাহসী উত্তর এল। 'ওহ, র‍্যাচেল, একবারটি বলো তুমি আমাকে ভালবাসো!'

'মি. টাপম্যান,' বললেন কুমারী ফুফু, লাজুক মুখটা একপাশে ফিরিয়ে। 'আমি ও কথা বলতে পারব না; কিন্তু—কিন্তু আমি আপনাকে ফীল করি!'

কথাটা শোনামাত্র তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন মি. টাপম্যান, তারপর মিস র‍্যাচেল ওয়ার্ডলকে জড়িয়ে ধরে চকাস চকাস ক্রমাগত চুম্বন করতে লাগলেন। সামান্য প্রাথমিক বাধা দান করার পর মহিলা এত শান্তভাবে ব্যাপারটা গ্রহণ করলেন যে ভদ্রলোক হয়তো চিরদিনই চুম্বন চালিয়ে যেতেন, যদি না ফুফু আচমকা আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠতেন, 'মি. টাপম্যান, আমরা ধরা পড়ে গেছি! দেখে ফেলেছে আমাদের!'

চারদিকে চোখ বুলালেন মি. টাপম্যান। আর্বারে চেয়ে রয়েছে হোঁতকা ছেলেটি—নিথর পাথর যেন, মুখের চেহারা অভিব্যক্তিহীন। মি. টাপম্যান একদৃষ্টে চেয়ে থেকে ক্রমেই নিশ্চিত হলেন কি ঘটেছে এসম্পর্কে ছেলেটির কোন ধারণাই নেই। ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসীর দেশে রয়েছে ও।

'এখানে কি চাই তোমার?' দৃঢ়কণ্ঠে জবাব চাইলেন তিনি।

'সাপার তৈরি, স্যার!' জবাব এল।

কটমট করে ওর দিকে ফের চাইলেন ভদ্রলোক। চোখের পলক পড়ছে না মোটকুর। মিস ওয়ার্ডলের বাহু ধরে বাড়ির উদ্দেশে হাঁটা ধরলেন তিনি। অনুসরণ করল ওঁদেরকে মোটা।

'ও কিছুই দেখেনি,' ফিসফিস করে বললেন টাপম্যান।

'কিচ্ছুই না।'

'ঘুমিয়ে কুল পাচ্ছে না।'

'হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই।'

দু'জনেই উৎফুল্ল হাসি হাসলেন।

কিন্তু মি. টাপম্যান মহা ভুল করলেন। মোটা ছেলেটি, জীবনে এই প্রথমবারের মত, ঘুমোচ্ছিল না। জেগে ছিল সে—সমস্ত ঘটনাটা দুচোখ ভরে গিলেছে।

স্নেলোয়াড়রা মাঠ থেকে ফিরতে অনেক দেরি করলেন। সঙ্গে করে একজন মেহমান নিয়ে এসেছেন তাঁরা। মি. জিঙ্গল নিজে থেকেই হাজির হয়েছিল ক্রিকেট মাঠে এবং অতিথিপরায়ণ মি. ওয়ার্ডলের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে ডিংলি ডেলে চলে এসেছে।

খেতে বসে দলের সবার চাইতে দেড় বোতল ওয়াইন বেশি টানলেও, সবচেয়ে স্বাভাবিক দেখা গেল তাকে।

একে একে মি. পিকউইক, মি. স্নডগ্রাস, মি. উইঙ্কল ও মি. ওয়ার্ডলকে ওপরে, তাঁদের শোবার ঘরে বয়ে নিয়ে যেতে হলো। নিচে রইলেন শুধু মি. টাপম্যান, মহিলারা ও মি. জিঙ্গল।

'কি বিচ্ছিরি ব্যাপার বলুন তো।' বললেন কুমারী ফুফু।

'বিরক্তিকর।' যুবতীদের মন্তব্য।

'জঘন্য—জঘন্য,' বলল জিঙ্গল, মুখ হাঁড়ি তার। 'ভয়ঙ্কর দৃশ্য—ভীষণ।'

'কি চমৎকার মানুষ,' ফুফু অনুচ্চ স্বরে মি. টাপম্যানকে বললেন।

'দেখতেও দারুণ,' ফিসফিসিয়ে বলল এমিলি।

'ওহ, ভীষণ সুন্দর!' বললেন ফুফু।

অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করলেন মি. টাপম্যান এবং বাকি সবাইও। মোটেই ভাল কাটল না তাঁর। আগন্তুকের গপ্পে স্বভাবে ও নম্র আচরণে মহিলারা রীতিমত মুগ্ধ। জিঙ্গলের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকলে অনুভব করলেন মি. টাপম্যান, তাঁর উপস্থিতি ক্রমে ক্রমে বিস্মৃত হচ্ছে নারীসমাজ।

পরদিন নাস্তার সময়ও সেই একই ঘটনা। মি. জিঙ্গল ও মি. টাপম্যানই শুধু হাজির থাকতে পারলেন পুরুষদের মধ্যে থেকে। আগন্তুক এমনই মাতিয়ে দিল মহিলাদের যে মি. ওয়ার্ডলের বৃদ্ধা মা-ও বলতে বাধ্য হলেন, 'খুব মজার ছেলে তো।'

প্রতিদিন সকালে আর্বারে বসার অভ্যেস বৃদ্ধার, মোটা ছেলেটি ওখানে নিয়ে যায় তাঁকে। আজ সকালে তাঁকে বসানোর পরও মোটকুটাকে চলে যেতে না দেখে তাজ্জব বনে গেলেন তিনি। তার বদলে, ছেলেটি চারদিকে চোরা চাহনি হেনে রহস্যময় ভঙ্গিতে ফিরে এল তাঁরর কাছে। কাঠ হয়ে গেলেন বৃদ্ধা—অন্যান্য বয়স্কা মহিলাদের মতন তাঁরও মনে হলো ছোঁড়া এই বুঝি হামলা করে বসবে!

'মিসাস,' কানের কাছে গর্জাল ছেলেটি।

এখন হয়েছে কি, মি. জিঙ্গল তখন কাছেই কোথাও হাঁটাহাঁটি করছিল। সে ছেলেটির চিৎকার শুনে একটা ঝোপের আড়ালে কান পেতে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

'মিসাস,' ফের চেঁচাল মোটকা, 'আপনি শুনলে ভয় পেয়ে যাবেন।'

কথাগুলো বৃদ্ধার কানে খুনীর প্রলাপ মনে হলো, আরও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন তিনি।

'কাল রাতে আর্বারে কি দেখেছি জানেন?' শুধাল ছেলেটি।

'খোদা বাঁচিয়েছে। কি?' চেঁচালেন বৃদ্ধা।

'ওই নতুন লোকটা—মানে ওই যে লোকটা গুলি খেয়েছে—জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছিল—'

'কাকে, জো? চাকরানীদের কাউকে নয় তো?'

'তারচেয়েও খারাপ,' কানের কাছে গর্জে উঠল হোঁদল কুতকুত।

'আমার কোন নাতনী-টাতনী?'

'তারচেয়েও খারাপ।'

'তারচেয়েও খারাপ!' চেঁচিয়ে উঠলেন বৃদ্ধা, মানুষের শয়তানি সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁচেছে বলে মনে হলো তাঁর। 'ভণিতা না করে বলে ফেলো তো কে ছিল সে? আমি এক্ষুণি জানতে চাই।'

চারধারে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে বুড়ীর কানে বোমা ফাটাল হোঁতকা। 'মিস র‍্যাচেল!'

'আমার মেয়ে!' আর্তনাদ করে উঠলেন বৃদ্ধা। 'ও বাধা দেয়নি?'

সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল ছেলেটার। 'ওনাকেও তো চুমু খেতে দেখলাম!'

গুপ্তস্থান থেকে মি. জিঙ্গল এমনি ধরনের ক্রুদ্ধ বিস্ময়সূচক চিৎকার শুনতে পেল, 'আমার অনুমতি না নিয়ে!'—'এই বয়সে'—'আমি মরলে তারপর না হয়...' আরও অনেক কিছু। এবার মোটা ছেলেটিকে সে বাড়িতে ফিরতে শুনল।

The Pickwick
Papers
- Charles Dickens

সাত

দৈব ঘটনা হলেও একথা সত্যি, ম্যানর ফার্মে ঢোকার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মি. জিঙ্গল সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে কুমারী ফুফুর মন জয় করবে। তার স্বভাব-ব্যবহার পছন্দ করেছে ফুফু বুঝতে বেগ পেতে হয়নি, এবং মহিলার নিজস্ব মাল-পানি আছে এতেও কোন সন্দেহ নেই। প্রতিদ্বন্দ্বীকে ত্বরিত অপসারণ করা জরুরী উপলব্ধি করে সে কাজে নেমে পড়ল তৎক্ষণাৎ।

বাসায় ফিরে ফুফুকে পার্লারে একা পেল ও। গলা খাঁকরাল জিঙ্গল। মুখ তুলে চেয়ে স্মিত হাসলেন ফুফু। জিঙ্গলের চরিত্রে কোন ইতস্তত ভাব নেই। সে ভেতরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল।

'মিস ওয়ার্ডল,' বলল আকুল স্বরে। 'মাফ করবেন—সামান্য পরিচয়—আনুষ্ঠানিকতার সময় নেই—সব জানাজানি হয়ে গেছে!'

'স্যার!' বললেন ফুফু, মি. জিঙ্গল পাগল কিনা বুঝতে চাইছেন।

'আস্তে!' ফিসফিস করে বলল জিঙ্গল। 'মোটা ছোঁড়া—গোল মুখো—অপোগণ্ড!' সে মাথা ঝাঁকাতে শিউরে উঠলেন ফুফু।

'জোসেফের কথা বলছেন?' শান্ত হতে চেষ্টা করে বললেন মহিলা।

'হ্যাঁ, ম্যাম—ছোঁড়া বদের হাড্ডি! বিশ্বাসঘাতক—আপনার নাকে সব বলে দিয়েছে—ভদ্রমহিলা রেগে আগুন—হিংস্র—উন্মাদিনী—আর্বার—টাপম্যান—জড়াজড়ি—চুমোচুমি—জানাজানি।'

'মি. জিঙ্গল,' বললেন ফুফু, 'আপনি এখানে আমাকে অপমান করতে এসেছেন?'

'ছি ছি—কি বলেন—সবই শুনলাম—আপনাকে সাবধান করতে এলাম—সাহায্য করতে—ঝামেলা থেকে বাঁচাতে...'

'কি করব আমি?' ফুফু বেচারী বললেন, ভেঙে পড়লেন কান্নায়। 'আমার ভাই জানলে আমাকে আস্ত রাখবে না!'

'তা তো ঠিকই,' বলল জিঙ্গল। 'বলে দেবেন ছোঁড়া স্বপ্ন দেখেছে। এটা বলাই সবচেয়ে সোজা—বদমাশ ছোঁড়া—অপূর্ব মহিলা—মোটা ছোঁড়ার পিঠে বেত—আপনার কথায় সবার বিশ্বাস—সব ঝামেলা খতম—সব ঠিকঠাক।'

সম্ভাব্য বিপদ এড়ানোর মওকা পেয়ে বেশি খুশি হয়ে উঠলেন মহিলা—নাকি জিঙ্গলের মুখে 'অপূর্ব মহিলা' শুনে ঠিক জানা নেই আমাদের। লাজরাঙা মুখখানি তুলে কৃতজ্ঞচিত্তে জিঙ্গলের দিকে চাইলেন তিনি। দীর্ঘশ্বাস পড়ল জিঙ্গলের, ফুফুর মুখে দু'মুহূর্ত দৃষ্টিনিবদ্ধ রেখে হঠাৎ চোখ সরিয়ে নিল।

'আপনাকে অসুখী মনে হচ্ছে, মি. জিঙ্গল,' বললেন ফুফু। 'কারণটা জানতে পারি?'

'হা!' বলে উঠল জিঙ্গল। 'কারণ? যাকে আপনি মন দিলেন সে-ই কিনা এখন আপনার আপন ভাতিজির পেছনে লেগেছে—কিন্তু না! ও আমার বন্ধু। ওর কেলেঙ্কারির কথা বলা উচিত না আমার। মিস ওয়ার্ডল—আসি!' চোখে রুমাল চাপা দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়ান জিঙ্গল।

'দাঁড়ান, মি. জিঙ্গল!' পিছু ডাকলেন ফুফু। 'আপনি মি. টাপম্যানকে ইঙ্গিত করলেন! কি বলতে চান খুলে বলুন, প্লীজ!'

'না, তা হয় না!' নাটুকে ভঙ্গিতে বলে উঠল জিঙ্গল। 'কক্ষনো না!' আর কোন প্রশ্ন করা হোক চায় না বুঝাতে একটা চেয়ার টেনে ফুফুর কাছ ঘেঁষে বসল।

'মি. জিঙ্গল,' বললেন ফুফু, 'আমি মিনতি করছি—অনুরোধ করছি! মি. টাপম্যান সম্পর্কে কিছু জানা থাকলে আমাকে বলুন, প্লীজ!'

'আমি দেখতে পাচ্ছি,' ফুফুর মুখে চোখ রেখে বলল জিঙ্গল, 'আমি দেখতে পাচ্ছি—সুন্দরী নারী—লোভের কাছে—আত্মদান করছে।' ক'মুহূর্ত লাগল তার আবেগ চাপা দিতে, তারপর অনুচ্চ, ভারী স্বরে বলল, 'টাপম্যান—শুধু আপনার—টাকাকে ভালবাসে।'

'ইতর!' ঘৃণায় কুঁচকে গেল ফুফুর মুখ।

'আরও আছে,' বলল জিঙ্গল, 'সে আরেকজনকে ভালবাসে—আপনার ভাতিজি এমিলিকে।'

সাময়িক বিরতি। কুমারী ফুফুটির কাছে সে মুহূর্তে পৃথিবীর ঘৃণ্যতম মানুষটি হচ্ছে তাঁরই আপন ভাতিজি এমিলি। রাগে লাল হয়ে মাথা ঝটকা মারলেন মহিলা।

'মিথ্যে কথা। আমি বিশ্বাস করি না!'

'ওদের ওপর চোখ রাখুন,' বলল জিঙ্গল।

'রাখব।'

'টেবিলে দেখবেন ও এমিলির পাশে বসবে।'

'বসুক।'

'ওকে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবে।'

'বলুক।'

'আপনার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করবে।'

'করুক।' বলে ফেলে পরক্ষণে আর্তনাদ ছাড়লেন ফুফু। 'দুর্ব্যবহার? আমার সঙ্গে?' রাগে, হতাশায় কাঁপতে লাগলেন।

'আপনি ভেঙে পড়বেন না তো?' থমথমে গলায় প্রশ্ন করল জিঙ্গল।

'না।'

'ওকে বিয়ে করবেন?'

'কক্ষনো না!'

'আর কাউকে গ্রহণ করবেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'করবেন?' মি. জিঙ্গল ধপ করে নতজানু হলো, পাঁচটা মিনিট রইল তেমনিভাবে, উঠে যখন দাঁড়াল তখন সে মিস ওয়ার্ডলের বরণ করা প্রেমিক—এই শর্তে যে, টাপম্যানের বিশ্বাসঘাতকতা প্রমাণিত হতে হবে।

মি. আলফ্রেড জিঙ্গল সেদিনই ডিনারের টেবিলে প্রমাণ উপস্থাপন করল। ফুফু নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না। মি. ট্রেসি টাপম্যান এমিলির পাশে বসে সত্যিই গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করছেন আর কেবল থেকে থেকে হাসি উপহার দিচ্ছেন। কাল রাত অবধি যে মহিলা তাঁর মনের মণিকোঠায় ছিলেন তাঁর সঙ্গে না একটা কথা না একবার চাহনি বিনিময়।

'হতচ্ছাড়া ছোঁড়া,' ভাবলেন মি. ওয়ার্ডল, মার কাছ থেকে কাহিনীটা জেনেছেন তিনি। 'ও নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখেছে!'

'বিশ্বাসঘাতক, বেঈমান!' ভাবলেন মিস ওয়ার্ডল। 'ভালমানুষ মি. জিঙ্গল আমাকে মিথ্যে বলেননি। ওফ! মানুষ এত নীচ, এত ছোটলোক

হতে পারে!'

নিচের আলোচনাটুকু পাঠ করলে, পাঠকরা মি. টাপম্যানের রাতারাতি এহেন অদ্ভুত আচরণের একটা ব্যাখ্যা খুঁজে পেলেও পেতে পারেন।

সেদিন সন্ধেয় বাগানে হাঁটতে গেলেন মি. টাপম্যান ও মি. জিঙ্গল।

'কেমন করলাম?' শুধালেন মি. টাপম্যান।

'ওহ, দারুণ—আমি নিজেও অত ভাল অভিনয় করতে পারতাম না—কালও চালাবেন—প্রত্যেক সন্ধ্যায়।'

'র‍্যাচেল এখনও চাইছে?'

'নিশ্চয়ই—পছন্দ করে না—কিন্তু করতেই হবে—ভাইয়ের ভয়ে অস্থির—আর তো মাত্র কটা দিন—তারপর আর কোন চিন্তা নেই।'

'ও কোন খবর পাঠিয়েছে?'

'ভালবাসা—অন্তরের গভীরতম ভালবাসা—চিরন্তন প্রেম—'

'বন্ধু আমার,' বললেন সরলমনা মি. টাপম্যান, 'ওকেও আমার বুকচেরা ভালবাসা পৌঁছে দেবেন—কতটা কষ্ট হচ্ছে আমার বুঝিয়ে বলবেন—কিন্তু এ-ও বলবেন আজ সকালে ওর যে প্ল্যানটা আপনি আমাকে জানিয়েছেন সেটা যে কতখানি জরুরী তাও বুঝতে পারছি। বলবেন, ওকে একান্ত আপনার করে পাওয়ার জন্যে অধীর হয়ে অপেক্ষা করে চলেছি।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আর কিছু বলতে হবে?'

'ওহ, বন্ধু আমার,' সঙ্গীর হাত চেপে ধরে বললেন বেচারা মি. টাপম্যান, 'আপনার সহযোগিতার জন্যে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। কোনদিন কি শোধ করতে পারব এই ঋণ, বন্ধু আমার?'

'আমাকে লজ্জা দেবেন না,' বলল মি. জিঙ্গল। থেমে পড়ল ও, যেন হঠাৎ একটা কিছু মনে পড়ে গেছে। 'আচ্ছা, ইয়ে···মানে দশটা পাউন্ড ধার দিতে পারেন? খুব জরুরী প্রয়োজন—তিন দিনের মধ্যে ফেরত দেব।'

'মনে হয় পারব,' কৃতজ্ঞ মি. টাপম্যান বললেন। 'তিন দিন বললেন তো?'

'মাত্র তিন দিন—ঝামেলা চুকে যাবে—অসুবিধে থাকবে না।'

পকেটস্থ করল টাকাটা জিঙ্গল। বাড়ির দিকে ফেরার সময় ফিসফিসিয়ে বলল ও, 'সাবধান থাকবেন। ভাতিজির দিকে যেন নজর থাকে খেয়াল রাখবেন—ফুফুটাকে পাত্তাই দেবেন না—এ ছাড়া ওঁর ভাই আর মার চোখকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয়।'

'সে আর বলে দিতে হবে না, বন্ধু,' জোরাল স্বরে বললেন মি. টাপম্যান।

'বুঝবে মজাটা,' মনে মনে বলল জিঙ্গল।

সেদিন সন্ধেবেলা সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটল—এবং তার পরের তিন দিনও। মি. ওয়ার্ডলের খুশির অন্ত রইল না, কারণ তিনি স্থিরনিশ্চিত মি. টাপম্যানের বিরুদ্ধে মোটা ছেলেটির অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বাকবাকুম করছেন মি. টাপম্যানও, জিঙ্গল তাঁকে আশ্বাস দিয়েছে শীঘ্রিই একটা হিল্লে হবে তাঁর প্রেমের। জিঙ্গল আর মিস ওয়ার্ডলও মহাখুশি, তার কারণ বর্ণিত হবে পরবর্তী অধ্যায়ে।

আট

সাপার তৈরি, টেবিলে বসার আয়োজন করছে সবাই।

'র‍্যাচেল কোথায়?' জানতে চাইলেন মি. ওয়ার্ডল।

'হ্যাঁ, আর জিঙ্গল?' মি. পিকউইকের প্রশ্ন।

কোথাও দেখা গেল না তাদের। রাত হয়ে যাচ্ছে দেখে খেতে বসে পড়ল সবাই।

মি. পিকউইক খাবারে ছুরি ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতেই চেঁচামেচির শব্দ উঠল বাইরে। দড়াম করে দরজা খুলে যেতে, সব ক'জন চাকর-বাকরকে নেতৃত্ব দিয়ে ধেয়ে এল এক লোক, দস্তুরমত হাঁপাচ্ছে।

'এসবের মানে কি?' গর্জে উঠলেন মনিব।

'ওরা চলে গেছেন, হুজুর—চলে গেছেন।'

'কারা চলে গেছে?' ক্রুদ্ধ মি. ওয়ার্ডল প্রশ্ন ছুঁড়লেন।

'মি. জিঙ্গল আর মিস র‍্যাচেল, মাগলটনের কোচে। আমি ছিলাম ওখানে। ওঁদের অনেক চেষ্টা করেও ঠেকাতে পারিনি, তাই দৌড়তে দৌড়তে এসেছি আপনাদের জানাতে।'

'ওর ভাড়া আমি দিয়েছি!' বলে পাগলের মতন লাফিয়ে উঠলেন মি. টাপম্যান। 'আমার দশ পাউন্ড নিয়ে গেছে রে!—ঠেকাও ওকে!—ব্যাটা আমাকে ঠকিয়েছে!—সহ্য করব না! —ন্যায্য বিচার চাই আমি, পিকউইক!—কিছুতেই সহ্য করব না!' ক্ষুব্ধ ভদ্রলোক টাকার শোকে রীতিমত ছোটাছুটি শুরু করলেন ঘরময়। খাওয়া মাথায় উঠল সবার।

'ও পাগল হয়ে গেছে দেখছি!' চেঁচিয়ে উঠলেন মি. পিকউইক, 'এখন কি করা?'

'আর কি!' গর্জে উঠলেন বৃদ্ধ নিমন্ত্রণকর্তা। 'ফলো করতে হবে এই মুহূর্তে!' উত্তেজনাকর মুহূর্তগুলোর মধ্যে প্রস্তুত হয়ে গেল ক্যারিজ, মি. ওয়ার্ডল ও মি. পিকউইক কোট-স্কার্ফ পরে, গ্রাম্য সরু রাস্তা ধরে শত্রুর উদ্দেশে ছুটলেন।

উন্মাদের মত ক্যারিজ চালানো হলো সারা রাত, থামা হলো শুধু ঘোড়া পাল্টানোর জন্যে ও টোল আদায়ের গেটে স্টেজ কোচটির খোঁজ নিতে। চাঁদ প্রথমটায় ঝকঝকে আলো বিতরণ করলেও পরে মুখ লুকাল কালো মেঘের আড়ালে। ধুম বৃষ্টি নামল। সংকীর্ণ রাস্তাগুলোয় ঝেঁটিয়ে যাচ্ছে বাতাস। মি. পিকউইক অনেকবারই যাত্রাবিরতি করতে চাইলেন। কিন্তু মি. ওয়ার্ডল নাছোড়বান্দা। সর্বোচ্চ গতিতে রাতভর ঝাঁকুনি হজম করে অনুসরণ পর্ব চলল। শেষমেষ ভোর নাগাদ, সামনে

দেখা পাওয়া গেল ছোট্ট ক্যারিজটির।

সে কি উত্তেজনা! তীরের মত পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে মাঠ-গাছ-ঝোপ-ঝাড়। শক্র ক্যারিজটির প্রায় পাশাপাশি এসে গেছেন ওঁরা। ড্রাইভারকে তাড়া লাগাচ্ছে জিঙ্গল তার ভাঙা ভাঙা বাক্য আওড়ে। 'ছোটাও—জলদি—ধরে ফেলল—পালাও!' উত্তেজনা ও রাগে হিংস্র হয়ে উঠেছেন মি. ওয়ার্ডল। গর্জন ছাড়লেন তিনি, 'বদমাশ। শয়তান!' মুঠো ঝাঁকালেন ঘৃণার পাত্রটির উদ্দেশে। কিন্তু মি. জিঙ্গল কেবল মুচকি হাসল এবং তার ঘোড়াগুলো প্রতিপক্ষকে পেছনে ছিটকে ফেলে এক ঝটকায় এগিয়ে যেতে জয়ধ্বনি করে উঠল।

ঠিক সে মুহূর্তে মি. পিকউইক সহসা একটা বাড়ি খেলেন—সশব্দ সংঘর্ষ—গড়িয়ে চলে গেল একটা চাকা, উল্টে গেল ক্যারিজ। ধ্বংসস্তূপ থেকে তাঁকে টেনে বের করা হলে ভদ্রলোক দেখতে পেলেন শক্র ক্যারিজটি দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছে। পিছের দিকে পরম সন্তুষ্টিতে চেয়ে রয়েছে জিঙ্গল।

'ছোটলোক কোথাকার!' বাঘা গলায় চেঁচালেন মি. ওয়ার্ডল।

'হা! হা!' পাল্টা হাসল জিঙ্গল, তারপর ক্যারিজের ভেতর আঙুল দেখাল। 'ও বহাল তবিয়তে আছে—আপনাদের বলছে আর ঝুট-ঝামেলা না পাকাতে—টাপম্যানকে আমার ভালবাসা পৌঁছে দেবেন—কি, আরও তাড়া করবার শখ আছে নাকি?—তাহলে জোরসে ছোটেন! হা! হা! হা!'

টগবগিয়ে ছুটল ওর ক্যারিজ, জানালা দিয়ে একটা সাদা রুমাল ওড়াচ্ছে জিঙ্গল।

'লোকটার সঙ্গে আবার যদি দেখা হয়...' আরম্ভ করলেন মি. পিকউইক।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' কথা কেড়ে নিলেন মি. ওয়ার্ডল। 'কিন্তু আমরা যতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকব ততক্ষণে বিয়ের লাইসেন্স হাতে পেয়ে যাবে ওরা, লন্ডনে বিয়েটা সেরেও ফেলবে।'

কাজেই অগত্যা মি. পিকউইক তাঁর গোঁসসা তখনকার মত

বোতলবন্দী করে রাখলেন। এবার ঝুম বৃষ্টির মধ্যে দুই বুড়ো হাঁটা শুরু করলেন, ছ'মাইল দূরের পরবর্তী সরাইটার উদ্দেশে।

পরদিন সকালে, লন্ডনের অন্যতম প্রাচীন সরাইখানা, দ্য ওয়াইট হার্টের উঠনে বসে, এক লোককে এক জোড়া বুটের ধুলো-কাদা পরিষ্কারে ব্যস্ত দেখা গেল। ডোরাকাটা ওয়েস্ট কোট, কালো ক্যালিকো স্লীভস, বাদামী চোগা, লেগিং আর প্রাচীন একটা সাদা হ্যাট তার পরনে। দু'সারি জুতো সামনে তার—পরিষ্কার ও নোংরা। পরিষ্কার সারিতে এক পাটী করে জুতো রাখছে, আর কাজে বিরতি নিয়ে মুগ্ধ নয়নে প্রতিবার নিজের দক্ষতা বিচার করছে। ভাবখানা যেন, কি করে পারলাম!

একটি বেডরুমের বেল জোরাল শব্দে বেজে উঠল এবং তার পরপরই ব্যানিস্টারের ওপর থেকে এক মেইড চেঁচিয়ে বলল, 'স্যাম! বাইশ নম্বর তার জুতো চাইছে!'

'এই যে, অন্য জুতোগুলো দেখো—এগারো জোড়া; একটা হচ্ছে ছয় নম্বরের, কেঠো পা যার। বারো নম্বর এমন কে যে সবার আগে তারটা দিতে হবে? না, না। সবাই একে একে, ফাঁসির দড়িতে যেভাবে লটকায়।' পূর্ণোদ্যমে কাজে লেগে পড়ল সাদা হ্যাট।

আরেকটি উচ্চকিত ঘণ্টাধ্বনি এবং সরাইখানার সদাব্যস্ত বৃদ্ধা ল্যান্ডলেডি একজোড়া লেডিস শূ নিয়ে এলেন। 'এগুলো এক্ষুণি সাফ করো, স্যাম, তারপর প্রাইভেট সিটিংরুমে, পাঁচ নম্বরে পৌঁছে দেবে।'

রেলিঙের ওপর তখনও ঝুঁকে রয়েছে মেইডটি। 'পাঁচ নম্বর আজ ভোরে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ক্যারিজে চড়ে এসেছে। সেই লোকই বাইশ নম্বরের জুতোওয়ালা। তারটাও সেরে দিয়ো।'

'আগে বলতে কি হয়েছিল?' বুট জোড়া তখুনি তুলে নিয়ে বলল স্যাম। 'প্রাইভেট রুম, আবার সঙ্গে মহিলাও। ভদ্দরলোকের ছেলে হলে একটা শিলিং অন্তত না দিয়ে পারবে না।' ক'মিনিট পরই পাঁচ নম্বরের

দরজায় পৌঁছে গেল দু'জোড়া জুতো।

'ভেতরে এসো,' স্যামের টোকার জবাবে এক লোক বলল। স্যাম ঢোকার পর তার শ্রেষ্ঠ বাউটা উপহার দিল। নাস্তায় বসেছে এক লোক ও এক মহিলা। যার যার জুতো তার পাশে রেখে পিছিয়ে যেতে শুরু করল ও।

'এই ছেলে,' বলল লোকটি, এই শর্মাই যে মি. জিঙ্গল তা আর বলে দেয়ার প্রয়োজন আছে কি? 'জানো নাকি—নামটা কি?—ডক্টরস কমনস?' জিজ্ঞেস করল সে।

'জ্বী, স্যার। পনস চার্চ ইয়ার্ড, স্যার। আর্চওয়ের নিচে। একদিকে বুকসেলার; আরেকদিকে হোটেল আর মাঝখানে লাইসেন্সের দুই দালাল।'

'কি করেটা কি তারা?' জিঙ্গলের প্রশ্ন।

'কি করে না, স্যার? লাইসেন্স বিক্রি করে—সব ধরনের। বুড়োমানুষদের মগজে এমন সব বুদ্ধি সেঁধিয়ে দেয় যেগুলোর কথা তারা জন্মেও ভাবেনি! আমার বাবা, স্যার, কোচোয়ান। তার বউ মারা যাওয়ার সময় তার জন্যে চারশো পাউন্ড রেখে গেছে। তাই সে ডক্টরস কমনসে উকিলের কাছে যায় টাকাটা হাতে পাওয়ার জন্যে। আর্চওয়ে দিয়ে ঢুকলেই একটা দালাল তাকে ক্যাঁক করে ধরে। 'লাইসেন্স, স্যার, লাইসেন্স?' জানতে চায়। 'কিসের লাইসেন্স?' বাবা জিজ্ঞেস করে। 'বিয়ের লাইসেন্স,' বলে দালাল। 'আপনার লাগবে মনে হচ্ছে, স্যার।' আমার বাবা থেমে একটু ভাবে। 'না,' বলে সে, 'আমার বয়স হয়ে গেছে বেশি, চেহারাও দশাসই।' 'মোটেই না, মোটেই না, স্যার,' বলে দালালটা। 'গত সোমবার আপনার দ্বিগুণ সাইজের এক লোকের বিয়ে দিলাম।' আর কি, আমার বাবা ওর পেছন পেছন একটা ছোট্ট অফিসে গিয়ে ঢোকে, ওখানে এক লোকে বসে বসে কাজের ভান করে। 'নাম?' জানতে চায় উকিল। 'টনি ওয়েলার,' বলে আমার বাবা। 'মহিলার নামটা কি?' বলে উকিল। বাবা কি বলবে ভেবে পায় না। 'জানলে তো কথাই

ছিল না,' বলে, 'পরে বসিয়ে দিলে চলে না?' 'অসম্ভব,' বলে উকিল। 'বেশ,' একটুখানি ভেবে বলে বাবা, 'লিখুন স্যান ক্লার্ক, মারকুয়েস অভ গ্র্যানবি ইন, ডর্কিং। আমি বললে রাজি হবে আশা করি। এখনও কিছু বলিনি তবে আপত্তি করবে না ও যদ্দূর জানি।' লাইসেন্স হয়ে গেল এবং বাবাকে গ্রহণ করে নিল মহিলা; আর ওই চারশো পাউন্ডের এক আনাও আমার কপালে জুটল না, হায় রে পোড়া কপাল!'

স্যাম তার দুঃখের পাঁচালি গেয়ে তবে ঘর ত্যাগ করল।

'সাড়ে নটা—একদম পাকা—চার্চে নোটিস দেব—কাল তোমাকে নিজের করে পাব,' মিস ওয়ার্ডলের হাতে চাপ দিয়ে বলল জিঙ্গল।

'বেশি দেরি কোরো না কিন্তু,' আবেগরুদ্ধ সুরে বললেন কুফু।

'তোমাকে ছেড়ে বেশিক্ষণ দূরে থাকা যায়? যা বলো না তুমি!' মি. জিঙ্গল নাচের পায়ে কুমারী ফুফুটির কাছে এসে তাঁকে চুম্বন করে বেরিয়ে গেল।

মধুমাখা চোখে ওর চলে যাওয়া দেখলেন মহিলা।

'মিষ্টি ধাড়ি মেয়ে,' বারান্দা ধরে হাঁটার সময় মনে মনে আওড়াল জিঙ্গল।

সেদিন সকালে দু'জন মোটা ও একজন রোগা ধরনের ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন সরাইখানার উঠনে, স্যাম ওয়েলার তখন আবার জুতো পরিষ্কারে ব্যস্ত। মি. ওয়ার্ডল, মি. পিকউইক ও মি. ওয়ার্ডলের উকিল, লিকলিকে মি. পার্কার এসেছেন কিছু তল্লাশী চালাতে।

সামান্য জেরা ও একটি স্বর্ণমুদ্রা খয়রাতের পর স্যামের জবান ফুটল। এবার পাঁচ নম্বর রুমের দিকে তাঁদের নিয়ে চলল স্যাম।

মি. ওয়ার্ডল দরজা খুলতে তিনজন প্রবেশ করলেন ভেতরে। মি. জিঙ্গল, ওঁরা আসার একটু আগে ফিরেছে, মিস র্যাচেলকে উপহার দিল বিয়ের দলিল।

ভদ্রমহিলা ভাই ও তাঁর বন্ধুদের দেখে তীক্ষ্ণ চিৎকার ছেড়ে চেয়ারে ধপাস করে পড়লেন, মুখ ঢেকেছেন দু'হাতে। জিঙ্গল লাইসেন্সটা রেখে

দিল পকেটে।

'অ্যাই—অ্যাই শয়তান।' চেঁচিয়ে উঠলেন মি. ওয়ার্ডল, রাগে শ্বাসরুদ্ধ প্রায়। 'আমার বোনকে আমারই বাড়ি থেকে ভাগিয়ে আনার সাহস পাও কোথায়?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' বললেন মি. পার্কার। 'সাহস পান কোথায়?'

'কে আপনি?' মি. জিঙ্গল চোখ পাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠতে খর্বাকৃতি উকিল বেচারা দু'কদম পিছু হটলেন।

'উনি আমার উকিল, বদমাশ কোথাকার।' হস্তক্ষেপ করলেন মি. ওয়ার্ডল। 'এই লোককে আমি জেলের ভাত খাইয়ে ছাড়ব। আমি—আমি ওকে ধুলোয় মিশিয়ে দেব। আর র‍্যাচেল, তুমিও! এই বয়সে একটা ফকিরের হাত ধরে পালালে, বংশের মুখে চুনকালি মাখিয়ে··· শিগ্‌গির বনেট পরে চলে এসো···একটা কোচ ডাকো তো, এই তুমি, আর এই মহিলার বিল নিয়ে এসো। কানে যাচ্ছে?'

'জ্বী, স্যার,' বলল স্যাম, মি. ওয়ার্ডলের ডাকে সাড়া দিয়ে বিজলির মতন আবির্ভূত হয়েছে—এতক্ষণ আরকি চাবির ফুটোয় চোখ রেখে আধ ভেজানো দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে ছিল।

'কই, তৈরি হও,' তাড়া লাগিয়ে বললেন মি. ওয়ার্ডল।

'ওঁর কথা কানে তুলো না।' বলল জিঙ্গল। 'ঘর ছাড়ুন, স্যার। ভদ্রমহিলা নিজের ইচ্ছায় যা খুশি করতে পারেন—একুশ বছরের বেশি হয়ে গেছে—সাবালিকা।'

'একুশ বছরের বেশি!' অবজ্ঞায় গর্জে উঠলেন মি. ওয়ার্ডল। 'আরে, বলো একচল্লিশের বেশি।'

'কক্ষনো না,' কাঁদো কাঁদো স্বরে প্রতিবাদ জানালেন ফুফু।

'ইহ্, বললেই হলো,' মি. ওয়ার্ডল ধমক মারলেন। 'তোমার আসল বয়স তো পঞ্চাশ পেরিয়েছে।'

একথা শুনে তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার করে মূর্ছা গেলেন ফুফু আম্মা।

'মাথায় এক গ্লাস পানি ঢেলে দিন,' দয়ালু মি. পিকউইক বললেন।

এক গ্লাস।' ক্রুদ্ধ মি. ওয়ার্ডলের হুঙ্কার। 'বলুন এক বালতি! তবে যদি একটু হুঁশ জ্ঞান হয়।'

'কোচ তৈরি, স্যার,' বলল স্যাম, দোরগোড়ায় হাজির।

'এসো।' ডাকলেন মি. ওয়ার্ডল। 'ওকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে।'

হস্তক্ষেপ করল জিঙ্গল। 'একটা পুলিস ডাকো তো,' স্যামকে বলল। 'দেখি কোন্ বাপের ব্যাটা ওকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়—ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে।'

'আমি যাব না,' বিড়বিড়িয়ে বললেন ফুস্কু। 'আমি তোমার কাছে থাকব।'

'আপনারা একটু শুনুন, স্যার,' অনুচ্চ স্বরে মি. ওয়ার্ডল ও মি. পিকউইককে একপাশে ডেকে নিয়ে গেলেন উকিল সাহেব। 'বড্ড বেকায়দা অবস্থায় পড়ে গেছি আমরা, স্যার। মিস র‍্যাচেলকে নিয়ে যাওয়ার অধিকার আমাদের নেই। আগেই বলেছিলাম সমঝোতার চেষ্টা করতে হবে। মি. ওয়ার্ডলকে কিছু টাকা-পয়সা গচ্চা দিতে হবে।'

'টাকার জন্যে চিন্তা করবেন না,' বললেন ভদ্রলোক।

'তাহলে সামলে নিতে পারব,' বললেন উকিল। 'মি. জিঙ্গল, পাশের ঘরে একটু আসবেন এক সেকেন্ডের জন্যে?'

জিঙ্গল সায় জানাতে চারজনে পাশের একটি খালি ঘরে গেলেন। 'এখন কথা হচ্ছে,' জিঙ্গলকে একপাশে সরিয়ে এনে শুরু করলেন উকিল, 'ব্যাপারটার ফয়সালা কিভাবে করা যায়? আমরা, স্যার, ভাল করেই জানি টাকার জন্যেই মহিলাকে ফুসলে এনেছেন আপনি। ভ্রূ কুঁচকাবেন না, স্যার, ভ্রূ কুঁচকাবেন না। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে মার মৃত্যুর আগে উনি কিছুই পাচ্ছেন না। আপনার কি মনে হয়—মানে, স্যার, বলছিলাম কি—পঞ্চাশ পাউন্ড আর স্বাধীনতা নিশ্চয়ই মিস ওয়ার্ডলের চাইতে অনেক বেশি লোভনীয় আপনার কাছে?'

'হবে না—অর্ধেকও বলেননি,' চেয়ার ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করল জিঙ্গল।

'কি বলছেন, স্যার,' প্রতিবাদ করলেন উকিল। 'টাকার অঙ্কটা রীতিমত সম্মানজনক; পঞ্চাশ পাউন্ডে অনেক কিছু করা সম্ভব, স্যার।'

'আরও বেশি সম্ভব দেড়শো পেলে,' ঠাণ্ডা সুরে জবাব দিল জিঙ্গল।

'তর্কাতর্কি করতে চাইছি না, স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে, সত্তর পাউন্ড।'

'হবে না। খরুচে ঝামেলা—কোচের ভাড়া, নয় পাউন্ড—লাইসেন্স, তিন পাউন্ড—ক্ষতিপূরণ, একশো—সম্মানহানি—প্রেমিকা খোয়ানো…'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' মৃদু হেসে বললেন খাটোকায় উকিল, 'শেষের আইটেম দুটোর কথা বাদ দিন। তাহলে হচ্ছে একশো বারো—মানে, ওই একশোই আরকি।'

'একশো বিশ,' বলল জিঙ্গল।

'আসুন, আসুন, চেক লিখে দিচ্ছি,' বলে চেক লেখার জন্যে বসলেন উকিল। পরে মি. ওয়ার্ডলের কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে নেবেন। মি. জিঙ্গল ত্বরিত পকেটে পুরল ওটা।

'এক্ষুণি এই বাড়ি ছেড়ে দূর হও!' তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে বললেন মি. ওয়ার্ডল।

'এখুনি যাচ্ছি,' বলল নির্লজ্জ বেহায়া জিঙ্গল, 'এই, পিকউইক, চলি। এই নাও!' বিয়ের দলিলটা ছুঁড়ে দিল। 'নামটা পাল্টে নিয়ো—মহিলাকে বাড়ি নিয়ে যাও—এটা টাপম্যানের কাজে লাগবে!'

'তবে রে…' রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল মি. পিকউইকের, একটা দোয়াত জিঙ্গলের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে নিজেও ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু সে লোক ততক্ষণে পগার পার। বিমর্ষটিতে দুই বন্ধু, ভগ্নহৃদয়া মহিলাটিকে নিয়ে ধীরে ধীরে ডিংলি ডেলে ফিরে এলেন। মি. টাপম্যান ইতোমধ্যে মনোবেদনায় আতিথ্যত্যাগ করেছেন। মি. পিকউইক, মি. স্নডগ্রাস ও মি. উইঙ্কলও উপলব্ধি করলেন এবার বিদায়ের পালা। প্রাণঢালা সম্বর্ধনা নিয়ে, শীঘ্রিই আবার আসবেন প্রতিশ্রুতি দিয়ে, রওনা দিলেন তিন বন্ধু।

নয়

গসওয়েল স্ট্রীটে মি. পিকউইকের ঘরগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, আরাম-দায়ক এবং অবশ্যই তাঁর মত মহান ব্যক্তিত্বের জন্যে মানানসই। তাঁর ল্যাণ্ডলেডি, মিসেস বারডেল, জনৈক কাস্টমস অফিসারের বিধবা স্ত্রী—সুন্দরী মহিলা, কর্মঠ, অমায়িক ও সর্বোপরি অসাধারণ রাঁধুনি। বাড়ির অন্যান্য বাসিন্দা বলতে একটি ভাড়াটে পরিবার ও মিসেস বারডেলের শিশুপুত্র।

ডিংলি ডেল থেকে ফেরার ক'দিন বাদে, মি. পিকউইককে একদিন তাঁর সিটিংরুমে, স্বভাববিরুদ্ধ অস্থিরতায় পায়চারি করতে দেখা গেল। প্রতি তিন মিনিট অন্তর ভদ্রলোক ঘড়ি দেখছেন এবং জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে দিচ্ছেন বাইরে।

'মিসেস বারডেল,' শেষমেষ বললেন ভদ্রলোক, মহিলা তখন তাঁর ঘরের ধুলো ঝাড়ছে। 'আপনার ছেলে এত দেরি করছে কেন?'

'ওয়াইট হার্ট কম দূর তো নয়,' বলল মিসেস বারডেল।

'তা তো সত্যি কথাই,' চুপ মেরে গেলেন মি. পিকউইক আবার। 'মিসেস বারডেল,' ক্ষণিক বিরতির পর বললেন, 'আপনার কি ধারণা, একজনের জায়গায় দু'জনের সংসার হলে খরচ অনেক বেশি বেড়ে যায়?'

'ওহ, মি. পিকউইক,' গাল লাল হয়ে উঠল মহিলার, 'কী দারুণ একটা কথা জিজ্ঞেস করলেন!'

'কি মনে করেন আপনি?'

'সেটা নির্ভর করে মানুষটার ওপর,' বলল মহিলা, 'সে যদি সঞ্চয়ী হয়, সংসারী হয় তবে বেশি বাড়তে দেবে কেন?'

'খাঁটি সত্যি কথা,' বললেন মি. পিকউইক, 'আর আমি যার কথা ভাবছি তার মধ্যে এসব গুণ আছে; তার ওপর দুনিয়াদারি সম্পর্কে জ্ঞানগম্যিও আছে। আমার খুবই কাজে আসবে সেটা।'

'ওহ, মি. পিকউইক,' মিসেস বারডেল যেন লাজুকলতাটি।

'সত্যি বলতে কি, মিসেস বারডেল,' বললেন মি. পিকউইক, 'আমি মনস্থির করে ফেলেছি।'

'সত্যি বলছেন!' চাপা চিৎকার মিসেস বারডেলের তরফ থেকে।

'আপনার কাছে হয়তো অদ্ভুত লাগতে পারে,' সরলমনা মি. পিকউইক বললেন, 'আমি কোনদিন এ ব্যাপারে কিছু বলিনি কেন—আর আপনার ছেলেটাকে বাইরে পাঠানোর পরই বা কেন বললাম, তাই না?'

চোখের ভাষায় জবাব দিল মহিলা। দূর থেকে পূজা করে এসেছে সে এতদিন মি. পিকউইককে; আর এখন কিনা সহসা আকাশের চাঁদ নিজেই ধরা দিল তার হাতে। মি. পিকউইক তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে যাচ্ছেন—সেজন্যেই ছেলেটাকে বাইরে পাঠিয়েছেন কথাটা পাড়ার জন্যে—কী বিবেচনাবোধ—কত বুদ্ধি!

'কেমন মনে করেন,' বললেন মি. পিকউইক, 'আপনার ঝামেলা অনেক কমে যাবে।'

'আপনার সুখের জন্যে কোন ঝামেলাই আমার কাছে ঝামেলা না. মি. পিকউইক,' বলল মিসেস বারডেল। 'আপনি আমার একাকীত্বের কথা ভেবেছেন, আমি কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব—'

'একখানে থাকি, কেন ভাবব না,' বললেন মি. পিকউইক। 'আমি শহরে গেলে একজন তো কাছে থাকবে আপনার!'

'আমি বোধহয় খুব সুখী হব,' গদগদ কণ্ঠে বলল মহিলা।

'আপনার বাচ্চাটারও একটা সঙ্গী হবে,' বললেন মি. পিকউইক।

'ওগো আমার প্রাণপ্রিয়!' বলে উঠল মিসেস বারডেল। আর লাফিয়ে

উঠলেন মি. পিকউইক। 'তুমি এত ভাল!' ভদ্রলোকের গলা জড়িয়ে ধরল মিসেস বারডেল।

'হায় খোদা!' হতভম্ব মি. পিকউইকের বিস্মিত উচ্চারণ। 'মিসেস বারডেল—একি—কি করছেন কি, মিসেস বারডেল, ছেড়ে দিন আমাকে—কে না কে এসে পড়ে!'

'আসুকগে!' বুনো কণ্ঠে বলল মহিলা। 'আর কোনদিন তোমাকে ছাড়ছি না—কোনদিন না!' আরও শক্ত করে ঝুলে পড়ল সে—তারপর আচমকা আবেগে জ্ঞান হারাল—ঠিক এসময় তার ছেলে মি. টাপম্যান, মি. স্নড্গ্রাস ও মি. উইঙ্কলকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল।

আজব এই দৃশ্য দেখে পিকউইক ক্লাবের সভ্যরা এমনই হতবিহ্বল—এবং মি. পিকউইকের ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা—যে চিরকাল হয়তো তাঁরা তেমনই দাঁড়িয়ে থাকতেন, যদি না বারডেলের ছেলেটা এক লাফে আগে বেড়ে, মি. পিকউইকের পায়ে ও নিতম্বে হিংস্র আক্রোশে লাথি মারতে শুরু করত।

'এই খুদে শয়তানটাকে শিগ্‌গির সরাও,' বেদনার্ত মি. পিকউইক আকুল আবেদন জানালেন। 'ওর মাথায় ভূত চেপেছে।'

'ব্যাপারটা কি?' তিন বন্ধু থই পাচ্ছেন না।

'জানি না,' কাতর কণ্ঠে বললেন মি. পিকউইক। 'আগে ছোঁড়াটাকে সরাও। আর একটু হাত লাগাও, মহিলাকে নিচে নিয়ে যেতে হবে।'

'না, না ঠিক আছে,' আবছা স্বরে বলল মিসেস বারডেল। কিন্তু তাকে নিচে নিয়ে গেলেন নারীপ্রেমিক মি. টাপম্যান। মহিলার ছেলেও গেল সঙ্গে।

'কিছুই মাথায় আসছে না আমার,' বললেন মি. পিকউইক, 'মহিলার হঠাৎ করে হলোটা কি। একটা ফুটম্যান রাখব বলেছি কি বলিনি ঢলে পড়ল আমার গায়ে। তাজ্জব কাণ্ড।'

'ভীষণ,' তিন বন্ধু সমস্বরে বললেন।

'বারান্দায় এক লোককে দেখলাম,' বললেন মি. টাপম্যান।

'এর কথাই তোমাদের বলেছি,' বললেন মি. পিকউইক, 'ওকে একটু ডেকে আনো না, স্নডগ্রাস।'

মি. স্যামুয়েল ওয়েলার একটু পরেই ঘরে এসে একটা চেয়ার দখল করল। বলাবাহুল্য, ইনিই সেই দ্য ওয়াইট হার্টের জুতো পরিষ্কারকারক। একে মি. পিকউইকের মনে ধরায় দেখা করতে বলেছিলেন।

'আগে বলো,' কথা পাড়লেন মি. পিকউইক, 'যে কাজ এখন করছ তাতে তুমি অখুশি কিনা।'

'তার আগে,' বলল স্যাম, 'আমি জানতে চাই আপনারা আমাকে আরও ভাল সুযোগ দিচ্ছেন কিনা।'

'আমি তোমাকে আমার সহকারী হিসেবে বহাল করব ঠিক করেছি,' বললেন মি. পিকউইক।

'সত্যি?'

মাথা ঝাঁকালেন মি. পিকউইক।

'বেতন?'

'বছরে বারো পাউন্ড,' বললেন মি. পিকউইক।

'কাপড়-চোপড়?'

'দুটো করে স্যুট।'

'কাজ?'

'আমার দেখাশোনা করা আর আমাদের চার বন্ধুর সঙ্গে এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করা।'

'আমি রাজি,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল স্যাম। 'মনিব যেহেতু অবিবাহিত কাজেই শর্তগুলো পছন্দ হয়েছে আমার।'

সেদিন সন্ধেতেই চুক্তি হয়ে গেল এবং স্যাম ওয়েলারকে রুপোর বোতামওয়ালা ধূসর কোট, পালক লাগানো কালো হ্যাট, গোলাপী একটা ডুরে ওয়েস্ট কোট, চোগা, লেগিং ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করা হলো।

মি. পিকউইক ও তাঁর বন্ধুদের, পরদিন সকালে [illegible] আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাঁদের খর্বাকৃতি উকিল বন্ধু, মি. [illegible] যাত্রাকালে স্যাম ওয়েলার কোচের বাইরের দিকে, [illegible] অলঙ্কৃত করল তাঁদের সঙ্গে।

'ভাল,' চড়ে বসে বলল ও। 'বুঝতে পারছি সব [illegible] করতে হবে আমাকে। কোই পরোয়া নেহী। দেখার কাজই [illegible] কাজ কম—এইই তো চাই। কাজেই, জয় পিকউইকবাহিনি!'

দশ

মি. পিকউইক ইটানসউইল ভ্রমণের জন্যে মোক্ষম সময় [illegible] নিয়েছেন। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ইটানসউইলের বাসিন্দারা, এই উপলক্ষে অন্যান্য মফস্বল শহরবাসীর মতই, নিজেদের খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ মনে করছে। প্রতিটি মানুষ নিজের জীবন জড়িয়ে [illegible] দুটি মহান রাজনৈতিক দলের সঙ্গে—দ্য ব্লুজ এবং দ্য বাফস। দুটি দল পরস্পরের চরম শত্রু। দু'দলের সমর্থকদের যেখানেই দেখা হয় লেগে যায় তুমুল তর্ক, চড়তে থাকে মেজাজ। একপক্ষ যদি বলে, 'জয় ব্লুজ,' তো অপরপক্ষ, 'বাফস জিন্দাবাদ।' মেম্বার অভ পার্লামেন্টের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কাল। মহামান্য স্যামুয়েল স্লামকি অভ স্লামকি হল হলেন ব্লু দলের প্রার্থী। হোরেশিও ফিটজকিন, এস্কোয়ার, অভ ফিটজকিন লজ দাঁড়িয়েছেন বাফের পক্ষ থেকে।

মি. পিকউইক ও তাঁর সঙ্গীদের ইটানসউইলে পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধে গড়িয়ে গেল। টাউন আর্মস ইন থেকে পতপত করে উড়ছে [illegible]

নীলরঙা প্রকাণ্ড সব পতাকা, প্রতিটি জানালায় পোস্টার সাঁটানো হয়েছে—এর অর্থ মহামান্য স্যামুয়েল স্লামকির কমিটি ওখানে বসে আছে। এক দল আলসে, ব্যালকনিতে দাঁড়ানো লালমুখো এক লোকের জবানীতে, মি. স্লামকির অতিমানবীয় গুণাবলীর বিবরণ শুনছে। কিন্তু তার অবিরাম সুবাক্যবর্ষণ ব্যাহত হচ্ছে ফিটজকিনের কমিটি রাস্তার ওই কোণে চার চারটে মস্ত বিরাট ড্রাম ইস্তামাল করায়।

পিকউইকবাহিনী কোচ থেকে নেমে এলে জনতা তাঁদের ঘিরে ধরল। 'জয় স্লামকি!' গর্জে উঠল জনতা।

'জয় স্লামকি!' হ্যাট খুলে প্রতিধ্বনি করলেন মি. পিকউইক।

'স্লামকি কে?' ফিসফিস করে শুধালেন মি. টাপম্যান।

'জানি না,' বললেন মি. পিকউইক। 'চুপ! বেশি প্রশ্ন কোরো না। খেপা জনতার সঙ্গে শুধু তাল মিলিয়ে যাও।''

'কিন্তু খেপা জনতা যদি দুই দল হয়?' লাগসই প্রশ্ন মি. স্নডগ্রাসের। 'যদি বলে ফিটজকিন জিন্দাবাদ?'

'তখন যারা দলে ভারী তাদের সঙ্গে গলা মেলাবে,' বাতলে দিলেন মহান নেতা।

সরাইখানায় প্রবেশ করতে, তাঁদের বন্ধু মি. পার্কারকে বিশাল একটা টেবিল আগলে বসে থাকতে দেখা গেল। 'আহ, এসেছেন, স্যার?' বললেন বেঁটে মানুষটি, 'খুব খুশি হলাম। বসুন, প্লীজ। তো শেষ পর্যন্ত ইলেকশন দেখতে চলে এলেন?'

মহা উৎসাহে সায় দিলেন মি. পিকউইক। 'আমি দু'তরফেরই খাঁটি দেশভক্তি দেখতে পাব আশা করছি। তা, রেজাল্ট কি হতে পারে মনে করেন?'

'বলা যায় না, স্যার, কিছুই বলা যায় না,' বললেন মি. পার্কার, তিনি হচ্ছেন মহামান্য স্যামুয়েল স্লামকির এজেন্ট। 'আমরা অবশ্য খুবই আশাবাদী। কাল রাতে একটা ছোটখাট টি-পার্টি দিয়েছিলাম—পঁয়তাল্লিশ জন মহিলা, স্যার—এবং প্রত্যেককে একটা করে ছাতা

উপহার দেয়া হয়েছে। সাত শিলিং ছয় পেন্স করে একেকটা। জানেনই তো, স্যার, মহিলারা চটকদার জিনিস ভালবাসে। ছাতাগুলো অসাধারণ ফল বয়ে এনেছে, স্যার। প্রত্যেকের স্বামী এবং প্রায় অর্ধেকের ভাই আমাদের বাক্সে ভোট দেবে। রাস্তা দিয়ে ছয় গজও যেতে পারবেন না, স্যার, ছয়টা সবুজ ছাতা চোখে পড়বে...'

পরদিন সকালে ভোটগ্রহণ। টাউন আর্মস ইনের উঠনে ইটানসউইল ব্রুজের শক্তিমত্তা ও ঐতিহ্যের স্ফুরণ দেখা গেল। নীল পতাকা নিয়ে কুচকাওয়াজ হচ্ছে, ড্রামাররা তাদের বাদ্যযন্ত্রগুলোকে কি বেধড়ক মারপিটটাই না করছে। পুলিসবাহিনীর সদস্যদের হাতে নীল লাঠি, কমিটির সভ্যরা পরেছেন নীল স্কার্ফ, এবং সমবেত ভোটারদের হ্যাটে শোভা পাচ্ছে নীল পালক। মহামান্য স্যামুয়েল স্নামকির জন্যে একটা উন্মুক্ত ক্যারিজ এবং তাঁর অনুসারী ও বন্ধুদের জন্যে চারটি ছোট আকারের ক্যারিজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। উড়ছে পতাকা, বাজছে ব্যান্ড, গালিগালাজ করছে পুলিস, তর্কাতর্কি করছেন কমিটির বিশজন সদস্য, চেঁচামেচি করছে জনতা, লাথি মারছে ঘোড়ার দল।

'সব রেডি তো?' মহামান্য স্নামকি প্রশ্ন করলেন মি. পার্কারকে।

'স-অ-ব, স্যার,' বললেন মি. পার্কার। 'দরজার কাছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বিশজন লোক দাঁড়িয়ে থাকবে, স্যার। তাদের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে আপনাকে, স্যার। ছটা বাচ্চাও থাকবে, স্যার। ওদের মাথা চাপড়ে নাম জানতে চাইবেন, স্যার, বাচ্চাদের ব্যাপারটায় ভুল করবেন না, স্যার, মানুষ খুব প্রভাবিত হয়।'

'মনে থাকবে,' বললেন মি. স্নামকি।

'আর যদি, স্যার, কোন একটাকে একটু চুমু খেতে পারেন তবে তো কথাই নেই।'

'কাজটা আপনি করলে হয় না?' মহামান্য মি. স্নামকি জিজ্ঞেস করলেন।

'জ্বী না, স্যার,' বললেন উকিল সাহেব। 'একটু কষ্ট করে চুমুটা

খেতে পারলে দেখবেন, স্যার, দারুণ সুফল পাবেন।'

'ঠিক আছে,' বললেন মহামান্য মি. স্লামকি। 'তাই হবে।'

জনতার হর্ষধ্বনির মধ্যে ব্লুজের শোভাযাত্রা শুরু হলো। গাদাগাদি করে লোক দাঁড়িয়েছে প্রতিটি ক্যারিজে। মি. পার্কারের ক্যারিজে পিকউইকবাহিনী ও কমিটির জনা ছয়েক সভ্য উঠেছেন।

ব্লুজের সঙ্গে বাফের শোভাযাত্রা কিভাবে একাকার হয়ে গেল এবং কিভাবে মুক্তি পেল ব্লুজ বিভ্রান্তি থেকে জানা নেই কারও—বাফের একটা পতাকার আঘাতে মি. পিকউইকের হ্যাট যেহেতু নেমে এসেছিল চোখের ওপর। তাঁর লিখিত রেকর্ডে ঘটনাটিকে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে: "চারপাশে ঘিরে ধরল অগণিত ক্রুদ্ধ মুখ, ঝড় উঠল ধুলোর, জনতা যে যার মত হাত-পা ছুঁড়ছে।" শেষ পর্যন্ত তাঁকে ক্যারিজ থেকে নেমে, কটা ধাপ বেয়ে একটা প্ল্যাটফর্মে উঠতে হলো। প্ল্যাটফর্মের একপ্রান্তে ব্লুজ দল অপর প্রান্তে বাফ দল এবং মধ্যখানে ইটানসউইলের মেয়র ও তাঁর অফিসাররা। মি. হোরেশিও ফিটজকিন ও মহামান্য মি. স্যামুয়েল মাটিতে প্রায় নুয়ে পড়ে অভিবাদন জানাচ্ছেন জনসমুদ্রের প্রতি। চারদিকে হৈ-হল্লা, গোঙানি, গর্জন।

প্রার্থীদের পক্ষ থেকে ভাষণ দেয়া হলো। কিন্তু শোরগোল এত বেশি যে বক্তারা চাই কি প্যারোডিও গাইতে পারতেন, কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পেত না।

ইটানসউইলের ইলেক্টরদের গুণকীর্তন করলেন এরপর প্রার্থীরা। দু'জনেই প্রতিশ্রুতি দিলেন, ইটানসউইলের ব্যবসা, শিল্প, বাণিজ্যের উন্নতিই হবে তাঁদের জীবনের পরম আরাধ্য। দু'জনেই পরম আত্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে ঘোষণা করলেন, তিনিই হবেন মেম্বার অভ পার্লামেন্ট।

এবার ভোটগ্রহণের পালা। শোভাযাত্রা পুনর্গঠিত হলো এবং গণসমুদ্রের মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলল মন্থর গতিতে। ভোটগ্রহণের পুরোটা সময় গোটা শহর আবেগ-উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপল। মদের দাম নেমে এল সর্বনিম্ন পর্যায়ে।

ইলেক্টরদের একটা ছোট্ট দল শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁদের ভোট দেননি। কোন পক্ষই তখন অবধি প্রভাবিত করতে পারেনি সুবিবেচক, সতর্ক ভদ্রলোকদের। নির্বাচন শেষ হওয়ার ঘণ্টা খানেক আগে, মি. পার্কার এসব সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সামান্য সময়ের জন্যে একান্ত আলাপের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁরাও আপত্তি করলেন না। আলোচনাটা হলো খুবই সংক্ষিপ্ত ও ফলপ্রসূ। তাঁরা একত্রে গেলেন ভোটকেন্দ্রে, এবং যখন ফিরে এলেন মহামান্য মি. স্যামুয়েল স্লামকিকে তখন নির্বাচিত মেম্বার অভ পার্লামেন্ট হিসেবে তাঁদের সঙ্গে আসতে দেখা গেল। এভাবেই অনুষ্ঠিত হলো একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও কারচুপিবিহীন (!) মহান নির্বাচন।

এগারো

তিন দিন পরের কথা। মি. পিকউইক হাঁটতে বেরোবেন এমনিসময় স্যাম ওয়েলার একটা কার্ড নিয়ে এল। ওতে লেখা:

মিসেস লিও হান্টার, দ্য ডেন, ইটানসউইল।

'একজন অপেক্ষা করছেন,' বলল স্যাম।

নিচে ড্রইংরুমে গেলেন মি. পিকউইক। তাঁকে দেখে গোমড়ামুখো এক লোক লাফিয়ে উঠে গভীর শ্রদ্ধায় বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই মি. পিকউইক?'

'হ্যাঁ।'

'একটু হ্যান্ডশেকের সুযোগ দিলে বাধিত হতাম, স্যার।'

'নিশ্চয়ই,' বললেন মি. পিকউইক।

করমর্দন করে আগন্তুক বলে চললেন, 'আমরা আপনার নাম অনেক শুনেছি; স্যার। আপনার খ্যাতির কথা মিসেস লিও হান্টার—মানে আমার স্ত্রীর কানেও পৌঁচেছে, স্যার। উনি বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে গর্ববোধ করেন। আপনি অনুমতি দিলে পিকউইক ক্লাবের মহান সদস্যদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিতাম।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' জবাব দিলেন মি. পিকউইক।

'কাল সকালে আমরা বিখ্যাত ব্যক্তিদের উদ্দেশে একটা পাবলিক ব্রেকফাস্টের আয়োজন করেছি, স্যার। দ্য ডেনে আপনারা যদি, স্যার, নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেন—'

'খুশি মনে,' বাধা দিয়ে বললেন মি. পিকউইক।

'মিসেস লিও হান্টার অনেকবারই এমনি ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করেছেন, স্যার। উনি আবার কবিতার খুব ভক্ত। তাঁর লেখা "মুমূর্ষু ব্যাঙের কাব্য" শুনেছেন আশা করি, স্যার?'

'ঠিক মনে পড়ছে না।'

'বলেন কি, স্যার!' তাজ্জব বনে গেলেন ভদ্রলোক। 'সাড়া পড়ে গেছিল চারদিকে। শুরুটা হলো,

'তোমাকে দেখেছি আমি চিৎপটাং ব্যাঙ,
হাঁফাচ্ছ আকাশে তুলে দিয়ে ঠ্যাং;
মুমূর্ষু দশা দেখে দিল ফেটে যায়,
ওগো, ব্যাঙ, তুমি যে গো মরণাপন্ন প্রায়।'

'অপূর্ব!' মন্তব্য করলেন মি. পিকউইক।

'হ্যাঁ, তুলনা হয় না,' বললেন মি. লিও হান্টার। 'কিন্তু মিসেস লিও হান্টারের কণ্ঠে অনেক বেশি ভাল শোনায়। শুনে নেবেন, স্যার, কাল সকালে উনি স্বরচিত কবিতাটি আবৃত্তি করবেন। মনে হবে বুঝি গ্রীক দেবী মিনার্ভা পড়ছে।'

'বাহ্!'

'ওহো, একটা কথা তো ভুলেই গেছি—এটা ফ্যান্সি-ড্রেস ব্রেকফাস্ট,

স্যার।'

'রক্ষে করো,' বলে উঠলেন মি. পিকউইক, নিজের দেহটি এক ঝলক দেখে নিলেন। 'কিন্তু আমার তো মনে হয় না…'

গোমড়ামুখো এক মুহূর্ত কি যেন ভেবে তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, স্যার, আপনার মত বিখ্যাত মানুষ স্বাভাবিক পোশাকে আসলেই বোধ করি সবাই খুশি হবেন।'

'তবে তো কথাই নেই,' বললেন মি. পিকউইক, 'আসছি আমরা।'

পরদিন সকালে মি. টাপম্যানকে ডাকাতের সাজে হাজির হতে দেখা গেল। মি. স্নডগ্রাসও কম গেলেন না। তিনি পরেছেন মধ্যযুগীয় সঙ্গীতজ্ঞের রোমান্টিক পোশাক। ওঁরা রাস্তায় নেমে এলে পথচলির দল হৈ হৈ করে স্বাগত জানাল। মি. উইঙ্কল সরাইখানা থেকে স্পোর্টসম্যানের উজ্জ্বল লাল কোট পরে বেরোতে চিৎকারে কান পাতা দায় হলো। বলতে নেই, ভদ্রলোককে আসলে ডাকপিওনের মতন দেখাচ্ছিল। সবার শেষে দেখা দিলেন মি. পিকউইক, উল্লাসে কেঁপে উঠল আকাশ-বাতাস। অন্ধকার যুগের প্রাচীন স্যুট তাঁর পরনে।

দ্য ডেনে আয়োজনের ব্যবস্থা তুলনারহিত। মাঠগুলো লোকে লোকারণ্য। ইটানসউইলে এহেন সৌন্দর্য, ফ্যাশন ও খ্যাতিমান ব্যক্তির সমাহার আগে কখনও দেখা যায়নি। সর্বোপরি মিসেস লিও হান্টার তো রয়েছেনই, মেহমানদের সাদরে বরণ করছেন এবং গর্বে বুকের ছাতি ফুলে উঠছে তাঁর।

'মি. পিকউইক,' জনৈক ভৃত্য ঘোষণা করতে, ভদ্রলোক ডাকাত ও সঙ্গীতজ্ঞের দু'বাহু ধরে গ্রীক দেবীটির উদ্দেশে অগ্রসর হলেন।

'কি? কোথায়?' আনন্দে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন দেবী।

'এই যে,' বললেন মি. পিকউইক।

'আমি কি স্বপ্ন দেখছি!' সে কি উচ্ছ্বাস ভদ্রমহিলার।

'জ্বী না, ম্যাডাম,' বললেন মি. পিকউইক, যতটা সম্ভব নিচু হয়ে বাউ করলেন।

'মি. পিকউইক,' বললেন মিসেস লিও হান্টার, 'কথা দিতে হবে সারাদিন আমার পাশ থেকে নড়বেন না। কয়েকশো লোককে আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। আগে আমার ছোট্ট মেয়ে দুটোর সঙ্গে পরিচিত হোন। ওদের কথা ভুলেই গেছিলাম প্রায়,' বললেন দেবী, দায়সারা ভঙ্গিতে ইঙ্গিত করলেন দু'জন যুবতীর প্রতি। একজনের বয়স বিশের কোঠায়, আরেকজন বছর কয়েকের বড়, খুকীর সাজে সেজে রয়েছে তারা।

পরিচয় পর্ব, গান-বাজনা ও মিসেস হান্টারের 'মুমূর্ষু ব্যাঙের কাব্য' থেকে বার দুয়েক আবৃত্তির পর অবশেষে খুলে দেয়া হলো ব্রেকফাস্ট রুম। দুদ্দাড় করে সম্মানিত অভ্যাগতরা ওখানে ঢোকার লড়াইয়ে নামিল হলেন।

মি. লিও হান্টার, এসব অনুষ্ঠানে যাঁর দায়িত্ব দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের স্বাগত জানানো, হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন। 'ডিয়ার, মি. চার্লস ফিটজ-মার্শাল এসেছেন।'

'যাক বাবা, এলেন শেষ পর্যন্ত!' বললেন মিসেস লিও হান্টার, 'সেই কখন থেকে অপেক্ষা করছি। ওঁকে এখানে আসতে বলো ডিয়ার, কিছু বকুনি পাওনা হয়েছে তাঁর।'

'আসছি, আসছি,' বলে উঠল একটি কণ্ঠ, 'যত শিগ্‌গির পারা যায়—মানুষের ঢল—ঘর ভর্তি—কঠিন কাজ—ভীষণ।'

ছুরি-কাঁটাচামচ পড়ে গেল মি. পিকউইকের হাত থেকে। কান খাড়া হয়ে উঠেছে।

'আহ!' পথ করে নিয়ে এগোনোর ফাঁকে চেঁচিয়ে বলল কণ্ঠস্বরের মালিক। 'যেন ম্যাঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি—কোটের একটা ক্রিজও বাঁচবে না—বিরক্তিকর—ভীষণ।'

ভাঙা বাক্যগুলো উচ্চারণ করতে করতে, নৌবাহিনীর অফিসারের পোশাক পরা এক যুবক টেবিলের কাছে এসে উপস্থিত হলো। বলাবাহুল্য, শ্রীমান আর কেউ নন, স্বয়ং মি. আলফ্রেড জিঙ্গল। মি.

পিকউইক তো হতভম্ব।

বেচারা আগন্তুক মিসেস লিও হান্টারের হাতটা ধরার সময় পেয়েছে কি পায়নি, মি. পিকউইককে ঘৃণাভরা চোখে চেয়ে থাকতে দেখল।

'আরি!' বলে উঠল জিঙ্গল। 'যাহ, একদম ভুলে গেছি— ড্রাইভার-টাকে কিছুই বলে আসিনি—এক্ষুণি আসছি।'

'কোন চাকর-বাকর বা মি. হান্টারই বলে দেবে, চিন্তা করবেন না, মি. ফিটজ-মার্শাল,' বললেন মিসেস হান্টার।

'না-না—আমিই যাচ্ছি—এই এলাম বলে,' জবাবে বলল জিঙ্গল, দ্রুত মিশে গেল ভিড়ের মধ্যে।

'আমি কি জিজ্ঞেস করতে পারি এই ভদ্রলোক কে এবং কোথায় থাকেন?' চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত মি. পিকউইক বললেন।

'উনি একজন ধনী যুবক, একটু অপেক্ষা করুন পরিচয় করিয়ে দেব,' বললেন মিসেস লিও হান্টার।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, কিন্তু উনি থাকেন কোথায়?'

'এমুহূর্তে বারি সেন্ট এডমন্ডসের অ্যাজেল ইনে আছেন। কিন্তু আপনি এত শিগ্‌গিরি চলে যাবেন নাকি?'

মি. পিকউইক ততক্ষণে হাঁটা ধরেছেন ভিড় ঠেলে; বাগানে মি. টাপম্যানের দেখা পেলেন তিনি।

'লাভ নেই,' বললেন মি. টাপম্যান। 'ও সটকে পড়েছে।'

'আমি যাব ওর পেছন পেছন।'

'কোথায়?'

ঠিকানা বললেন মি. পিকউইক। 'ওর জারিজুরি বন্ধ করা দরকার, নইলে আরও অনেকের অনেক ক্ষতি করবে।'

তর্ক করে লাভ নেই। মি. পিকউইক মনস্থির করে ফেলেছেন। মি. টাপম্যান বন্ধুদের কাছে ফিরে গেলেন, এবং একটি নাচ ও এক বোতল শ্যাম্পেন দিয়ে মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে মি. আলফ্রেড জিঙ্গল ওরফে মি. চার্লস ফিটজ-মার্শালের সমস্ত স্মৃতি ধুয়ে মুছে সাফ করে ফেললেন।

ওদিকে, মি. পিকউইক স্যামকে নিয়ে কোচে চেপে তখন ছুটে চলেছেন বারি সেন্ট এডমন্ডসের উদ্দেশে।

বারো

কোচটা ছোট্ট শহরটার ছিমছাম রাস্তা ধরে, মস্ত এক সরাইখানার সামনে এসে থামল।

'ভো,' নাম দেখে বললেন মি. পিকউইক, 'এটাই অ্যাজেল ইন। এখানে নামব আমরা, স্যাম। খুব সাবধান কিন্তু, স্যাম। আমার নাম ভুলেও উচ্চারণ করবে না। ওকে হুঁশিয়ার হওয়ার সুযোগ দেয়া চলবে না!'

'ভাববেন না, স্যার,' চোখ টিপে বলল স্যাম। শীঘ্রি একটা প্রাইভেট রুমের ব্যবস্থা করা হলো, এবং খাসা ডিনার সাঁটানোর পর বিশ্রামে গেলেন মি. পিকউইক, স্যামের ওপর দায়িত্ব পড়ল জিঙ্গল ওরফে চার্লস ফিটজ-মার্শালের পাত্তা লাগানোর।

সে রাতে বরাত খুলল না স্যামের, কিন্তু পরদিন সকালে, গাঢ় লাল পোশাক পরা জনৈক যুবক উঠনে বসে স্তবকীর্তন করছে দৃষ্টি কাড়ল তার। লোকটার মুখটা প্রকাণ্ড, কুৎসিত, চোখ কোটরাগত, গোছা গোছা কালো চুল বিশাল মুণ্ডুটা থেকে ঝুলে রয়েছে।

লোকটা একবার স্যামের ও একবার স্তব বইটার দিকে চাইছে, আলাপ করার মতলব আরকি। তো শেষ পর্যন্ত মাথা সামান্য নেড়ে বলল স্যাম, 'তুমি কি, ভাই এখানে উঠেছ?'

ফটাস করে বইটা বন্ধ করে লোকটা জানাল, 'হ্যাঁ।'

'তোমার মনিবের নাম কি?'

'ফিটজ-মার্শাল।'

'এসো, হাত মেলাও,' বলল স্যাম ওয়েলার। 'তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে ভাল লাগবে। তুমি, ভাই চেহারা পেয়েছ বটে একখান!'

'বলছেন?' সারল্য ঝরে পড়ল লোকটার কণ্ঠে। 'আপনাকে দেখেই আমার এত ভাল লেগেছে যে আলাপ করতে মন চাইছিল।'

'কি নাম তোমার?'

'জব ট্রটার। আপনার?'

মনিবের হুঁশিয়ারি মনে পড়তে বলল স্যাম, 'ওয়াকার। মনিবের নাম মি. উইলকিন্স।' জব ট্রটারকে ড্রিঙ্কের প্রস্তাব দিল ও এবং শীঘ্রই জমিয়ে তুলল আলাপ। 'কি ধরনের কাজ তোমার?'

'খারাপ,' বীয়ারে চুমুক দিয়ে বলল জব। 'খুব খারাপ।'

'সে কেমন? তুমি বাড়িয়ে বলছ।'

'একটুও না। যা বলছি অবস্থা তার চাইতেও গুরুচরণ। আমার মনিব বিয়ে করবে ঠিক করেছে। বোর্ডিং স্কুলের এক বড়লোকের মেয়েকে ভাগিয়ে নিয়ে যাবে।'

'শয়তানের হাড়!' চেঁচিয়ে উঠে সঙ্গীর গ্লাস পূর্ণ করে দিল স্যাম। 'শহরের স্কুল বুঝি?'

'না, না,' বলল জব, 'ওটা বলা যাবে না, মি. ওয়াকার—খুব গোপন কথা।'

'কিন্তু তুমি জেনেশুনে তাকে একাজ করতে দেবে কেন?' আপত্তি জানাল স্যাম।

'সবই বুঝি, ভাই,' বলল জব, বেদনাদগ্ধ চোখে সঙ্গীকে এক ঝলক দেখে নিয়ে মৃদু গোঙানির শব্দ করল ও। 'আর সেজন্যেই তো এত চিন্তা। কিন্তু কি করব বলুন? আমার কথা বিশ্বাস করবে কে? ওই মেয়েও স্বীকার করবে না, আমার মনিবও না। চাকরিটা তো হারাবই মিথ্যে বলার দায়ে হয়রানিও হব। আমি কিছু করতে গেলে শেষে এ-ই

হবে।'

'কথা ঠিকই,' নায় জানাল স্যাম।

'কোন সম্মানী ভদ্রলোকের হাতে যদি এটার ফয়সালার ভার তুলে দিতে পারতাম,' বলে চলল জব, 'তাহলে হয়তো মেয়ে ফুসলানোটা বন্ধ করা যেত। কিন্তু এখানে কাউকেই তো চিনি না—আর কাউকে চিনতামও যদি তিনি হয়তো আমার কথা বিশ্বাসই করতেন না।'

'এসো আমার সাথে,' বলে লাফিয়ে উঠল স্যাম, জবের বাহু ধরে টানল। 'আমার মনিবের কাছে তোমাকে নিয়ে যাই।' মি. পিকউইকের রুমে নিয়ে চলল সে নতুন বন্ধুকে।

'মনিবের সঙ্গে বেঈমানী করতে জানটা ফেটে যাচ্ছে,' বলল জব, গোলাপী একটা রুমাল দিয়ে মুছে নিল চোখ।

'দায়িত্ব পালন করতে গেলে একটু কঠোর হতেই হয়,' সান্ত্বনা দিলেন মি. পিকউইক।

'সে আমি জানি, স্যার,' কান্নাভেজা কণ্ঠে বলল জব, 'আমি সাধ্যমত দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে যাব, স্যার।'

'তুমি খুব ভাল ছেলে,' আবেগদীপ্ত গলায় বললেন মি. পিকউইক। 'সৎ ছেলে। এখন বলো দেখি বোর্ডিং স্কুলটা কোথায়? আর মেয়েটাকে নিয়ে ও পালাবে ঠিক কোন্ সময়টায়?'

'শহরের ঠিক বাইরেই দেখবেন একটা বিরাট বড় লাল ইটের দালান, স্যার। আর দুর্ঘটনাটা ঘটবে, স্যার, আজ রাতেই। সেজন্যেই দুশ্চিন্তায় ঘুম হয়নি রাতে।'

'শিগ্‌গিরি ব্যবস্থা নিতে হবে,' বললেন মি. পিকউইক। 'স্কুলের হেডমিসট্রেসের সঙ্গে এখুনি দেখা করতে যাব।'

'মাফ করবেন, স্যার,' বলল জব, 'তাতে কোন লাভ হবে না। আমার মনিব খুব চালাক মানুষ, স্যার, বুড়ী মহিলার মন জয় করে নিয়েছেন। আপনার কথা বিশ্বাসই করবেন না তিনি—বিশেষ করে প্রমাণ যখন একজন চাকরের বক্তব্য।'

হবে।'

'কথা ঠিকই,' সায় জানাল স্যাম।

'কোন সম্মানী ভদ্রলোকের হাতে যদি এটার ফয়সালার ভার তুলে দিতে পারতাম,' বলে চলল জব, 'তাহলে হয়তো মেয়ে ফুসলানোটা বন্ধ করা যেত। কিন্তু এখানে কাউকেই তো চিনি না—আর কাউকে চিনতামও যদি তিনি হয়তো আমার কথা বিশ্বাসই করতেন না।'

'এসো আমার সাথে,' বলে লাফিয়ে উঠল স্যাম, জবের বাহু ধরে টানল। 'আমার মনিবের কাছে তোমাকে নিয়ে যাই।' মি. পিকউইকের রুমে নিয়ে চলল সে নতুন বন্ধুকে।

'মনিবের সঙ্গে বেঈমানী করতে জানটা ফেটে যাচ্ছে,' বলল জব, গোলাপী একটা রুমাল দিয়ে মুছে নিল চোখ।

'দায়িত্ব পালন করতে গেলে একটু কঠোর হতেই হয়,' সান্ত্বনা দিলেন মি. পিকউইক।

'সে আমি জানি, স্যার,' কান্নাভেজা কণ্ঠে বলল জব, 'আমি সাধ্যমত দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে যাব, স্যার।'

'তুমি খুব ভাল ছেলে,' আবেগদীপ্ত গলায় বললেন মি. পিকউইক। 'সৎ ছেলে। এখন বলো দেখি বোর্ডিং স্কুলটা কোথায়? আর মেয়েটাকে নিয়ে ও পালাবে ঠিক কোন্ সময়টায়?'

'শহরের ঠিক বাইরেই দেখবেন একটা বিরাট বড় লাল ইঁটের দালান, স্যার। আর দুর্ঘটনাটা ঘটবে, স্যার, আজ রাতেই। সেজন্যেই দুশ্চিন্তায় ঘুম হয়নি রাতে।'

'শিগ্‌গিরি ব্যবস্থা নিতে হবে,' বললেন মি. পিকউইক। 'স্কুলের হেডমিসট্রেসের সঙ্গে এখুনি দেখা করতে যাব।'

'মাফ করবেন, স্যার,' বলল জব, 'তাতে কোন লাভ হবে না। আমার মনিব খুব চালাক মানুষ, স্যার, বুড়ী মহিলার মন জয় করে নিয়েছেন। আপনার কথা বিশ্বাসই করবেন না তিনি—বিশেষ করে প্রমাণ যখন একজন চাকরের বক্তব্য।'

'তাহলে কি করব আমি?' জিজ্ঞেস করলেন মি. পিকউইক।

'পালানোর সময় একদম হাতেনাতে ধরবেন ওঁকে, স্যার। তাতে করে ভদ্রমহিলার বিশ্বাস হবে।'

'কিন্তু সে তো খুব কঠিন কাজ মনে হচ্ছে,' বললেন মি. পিকউইক।

'আমার ধারণা খুব সহজ, স্যার,' ক'মুহূর্ত ভেবে নিয়ে জানাল জব। 'আমার মনিব আর আমি ভান করব আজ রাতে বারি সেন্ট এডমন্ড ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কিন্তু আসলে স্কুলের রান্নাঘরে লুকিয়ে বসে থাকব রাত দশটার দিকে। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আমরা রান্নাঘর থেকে আর মনিবের প্রেমিকা বেডরুম থেকে বেরিয়ে আসবেন। ক্যারিজ তৈরি থাকবে, রওনা হয়ে যাব আমরা।'

'তো?' শুধালেন মি. পিকউইক।

'তো, স্যার, আপনি যদি বাগানে অপেক্ষা করেন, আর সাড়ে এগারোটার দিকে আমি গেট খুলে দিই তবে প্ল্যানটা বানচাল করা সম্ভব।'

'বুদ্ধিটা পছন্দ হচ্ছে না আমার,' বললেন মি. পিকউইক, 'ওই মেয়েটার বান্ধবীদের জানালে অসুবিধেটা কিসের? আর বাগানে ঢুকবই বা কিভাবে?'

'ওঁর বান্ধবীরা অনেক দূরে থাকে,' বলল জব, 'আর, স্যার, বাগানের দেয়াল খুব নিচু। স্যাম ভায়া আপনাকে খুব সহজেই তুলে দিতে পারবে।'

'বাড়িটার নাম কি?'

'ওয়েস্টগেট হাউজ, স্যার, মেইন রোডের ধারে।'

'আচ্ছা,' বললেন মি. পিকউইক, 'তুমি আমার ওপর ভরসা রাখতে পারো।'

জব ট্রটার যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতে, মি. পিকউইক ওকে ডেকে একটা স্বর্ণমুদ্রা গুঁজে দিলেন হাতে। 'তোমাকে আমার ভাল লেগেছে,' বললেন, 'তোমার মনটা পরিষ্কার। ভুলো না—ঠিক সাড়ে এগারোটা।'

সে রাতে, পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী, মি. জিঙ্গল ও তার চাকরকে

লটবহর সহ একটা ক্যারিজে চেপে সরাইখানা ত্যাগ করতে দেখা গেল। সাড়ে দশটা নাগাদ মি. পিকউইক বেরিয়ে পড়লেন স্যামকে নিয়ে। চমৎকার শুষ্ক একটা রাত, যদিও অস্বাভাবিক রকমের অন্ধকার। বাতাস গুমোট, উত্তপ্ত। বাড়িটা খুঁজে পেয়ে মি. পিকউইক স্যামকে আদেশ দিলেন, 'আমাকে ওপারে পাঠিয়ে সরাইতে ফিরে যাবে, স্যাম। আমি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কোরো।'

'নিশ্চয়ই, স্যার।'

'এখন আমার পা-টা ধরো, যখন বলব "তোলো" তখন আস্তে করে তুলে দেবে।'

মি. পিকউইক দেয়ালের ওপরটা আঁকড়ে ধরে 'তোলো' উচ্চারণ করলেন। কিন্তু মি. পিকউইকের সঙ্গে স্যামের আস্তে তুলে দেয়ার ধারণার মিল হলো না। ওর সাহায্যের কল্যাণে, অমর মহামানবটি দেয়ালের ওপর দিয়ে গিয়ে ফুল বাগিচায় চিৎপাত হয়ে পড়লেন।

'ব্যথা পাননি তো, স্যার?' ওপার থেকে শুধাল স্যাম।

'দিলে আর কি করা,' কোনমতে বলতে পারলেন ভূতলশায়ী মহান ব্যক্তিটি।

ওপারে জিভ কেটে ক্ষমা প্রার্থনা করল স্যাম।

'হয়েছে, হয়েছে,' উঠে পড়ে বললেন মি. পিকউইক। 'সামান্য কটা আঁচড়। ঠিক আছে, চলে যাও, নইলে কেউ শুনে ফেলবে।'

পা টিপে টিপে কেটে পড়ল স্যাম। আলো দেখে বোঝা গেল বাড়ির সবাই শোবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত দেয়াল ঘেঁষে অপেক্ষা করলেন মি. পিকউইক। তারপর সন্তর্পণে দরজার কাছে গিয়ে মৃদু টোকা দিলেন। দু'তিন মিনিট পরও কোন জবাব নেই দেখে, এবার একটু জোরে টোকা দিলেন—এবং তারপর আরও জোরে।

অবশেষে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল এবং কি-হোল দিয়ে মোমবাতির ম্লান আলো চোখে পড়ল। দরজাটা খুলে গেল ধীরে ধীরে—এবং থ বনে গেলেন মি. পিকউইক। সামনে জব ট্রটার নয় একজন কাজের মেয়ে

দাঁড়িয়ে। আঁধারে পিছু হটলেন ভদ্রলোক।

'বিড়ালটা বোধহয়, সারা,' পেছনের কারও উদ্দেশে বলল মেয়েটি। 'কি রে, পুসি! এই, পুসি!'

কিন্তু কোন জানোয়ার এল না দেখে মেয়েটি আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিল দরজা।

আজব কাণ্ড, ভাবলেন মি. পিকউইক। এরা এত রাত পর্যন্ত জেগে কেন! আরও পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করলেন তিনি। আচমকা চমকে উঠল বিজলী তারপর বাজের প্রচণ্ড শব্দ। দ্বিতীয়বার বজ্রপাতের পর নেমে নামল বৃষ্টি।

বাড়িটার দিকে চাইলেন মি. পিকউইক। গোটা বাড়ি অন্ধকার। সবাই নিশ্চয়ই শুয়ে পড়েছে। সঙ্কেতটা আবার বরং দিয়ে দেখা যাক। দরজায় করাঘাত করলেন তিনি। সাড়া নেই; অদ্ভুত ব্যাপার। ফের টোকা। কান পাতলেন। ভেতরে অনুচ্চ ফিসফিসানির পর একটি কণ্ঠস্বর চেঁচিয়ে উঠল, 'কে ওখানে?'

'এ তো জব নয়,' ভেবে, ত্বরিত দেয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়ালেন গিয়ে মি. পিকউইক। 'এটা তো মেয়েদের গলা।'

দরজাটা একটু একটু করে ফাঁক হলো। পায়ে পায়ে পিছু সরলেন মি. পিকউইক।

'এই, কে?' সিঁড়ির কাছ থেকে কোরাসে বলে উঠল একদল নারীকণ্ঠ। স্কুলের হেডমিসট্রেস, তিনজন শিক্ষিকা, পাঁচজন কাজের মেয়ে এবং ত্রিশটি ছাত্রী আলুথালু বেশে সিঁড়ির গোড়ায় এসে ভিড় জমিয়েছে।

'কুক,' গম্ভীর স্বরে বললেন হেডমিসট্রেস, দলের সবার পেছনে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছেন তিনি। 'কুক, তুমি বাগানে একটু উঁকি মেরে দেখো না কেন?'

'মাফ করবেন, ম্যাম, আর কাউকে পাঠান,' জবাব দিল রাঁধুনি।

'কুকটা কোন কাজের না!' ত্রিশ ছাত্রী মন্তামত দিল।

'কুক,' ভারিক্কি চালে বললেন হেডমিসট্রেস, 'মুখে মুখে জবাব দেবে না! যা বলা হচ্ছে করো!'

হতভাগী রাঁধুনিটি দু-এক কদম এগিয়েই জানিয়ে দিল কিন্তু সেটা এবং এটা বাতাসের কারসাজি। দরজাটা বন্ধ করা হচ্ছে এমনসময় তরাসমাখা কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল একটি মেয়ে, কব্জার ভেতর দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছিল সে।

'মিস স্মিথার্সের আবার কি হলো?' হেডমিসট্রেসের প্রশ্ন।

'ওহ, একটা লোক—একটা লোক—দরজার পেছনে!' আর্তচিৎকার ফুঁড়ে বেরোল মেয়েটির গলা থেকে।

হেডমিসট্রেস এই বীভৎস আর্তনাদ শুনে ছুটতে ছুটতে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন, এবং দরজা লাগিয়ে দিয়ে আরামে মূর্ছা গেলেন। মেয়েরা, শিক্ষিকারা ও কাজের মহিলারা সিঁড়িতে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ল। সে এক মহা বিশৃঙ্খলা! আর এই গণ্ডগোলের মধ্যে মি. পিকউইক আড়াল থেকে বেরিয়ে তাদের মাঝে সশরীরে উপস্থিত হলেন।

'মহিলারা—প্রিয় বোনেরা,' বললেন মি. পিকউইক, 'আমি চোর-ডাকাত নই। আমি হেডমিসট্রেসের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'ওরে বাপ রে, কী ভয়ঙ্কর দৈত্য রে বাপ,' একজন শিক্ষিকার আতঙ্কিত আহাজারি। 'মিস টমকিনসকে খুঁজছে।'

'এই, দোহাই তোমাদের কেউ অ্যালার্ম বেলটা বাজাও!' এক ডজন কণ্ঠে আবেদন ঝরে পড়ল।

'না, না!' চেঁচিয়ে উঠলেন মি. পিকউইক। 'আমাকে ভাল করে দেখুন। আমাকে দেখে ডাকাত মনে হয়? বোনেরা আমার—আমার কথাটা একটু শোনার চেষ্টা করুন! শুনুন, প্লীজ! হেডমিসট্রেসকে ডাকুন, সব কথা তাঁকে বলছি।'

মি. পিকউইকের আচার-আচরণে কারও কারও বোধোদয় হলো। মি. পিকউইকের আন্তরিকতা প্রমাণের জন্যে প্রস্তাব উঠল, মিস টমকিনসের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে তাঁকে একটা কাবার্ডে আটক

থাকতে হবে; মেয়েরা সাধারণত ওখানে তাদের হ্যাট ও স্যান্ডউইচ ব্যাগ রাখে। তক্ষুণি রাজি হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। স্নেহা কারাবরণ করে নিলেন। এবার সাহস ফিরে পেল অন্যরা, মিস টমকিনসকে নিচে নিয়ে আসা হলো আলোচনার জন্যে।

'আপনি আমার বাগানে কি করছিলেন?' কাবার্ডের দরজার বাইরে থেকে প্রথম প্রশ্ন ছুঁড়লেন ভদ্রমহিলা।

'আপনাকে বলতে এসেছিলাম, আপনার এক ছাত্রী আজ রাতে পালানোর পাঁয়তারা করছে,' ভেতর থেকে বললেন মি. পিকউইক।

'পালানোর পাঁয়তারা!' চিল চিৎকার ছাড়লেন ভদ্রমহিলা। 'কার সাথে?'

'আপনার বন্ধু মি. চার্লস ফিটজ-মার্শালের সাথে।'

'আমার বন্ধু! কোনদিন নামও তো শুনিনি, বাপু!'

'ও, তবে মি. জিঙ্গল।'

'এ নামটাও কোনদিন শুনেছি মনে পড়ে না।'

'তাহলে আমাকে ঠকানো হয়েছে,' বললেন অসহায়, পরোপকারী মি. পিকউইক। 'অ্যাঞ্জেলে কাউকে পাঠান, ম্যাডাম, আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয়। দোহাই আপনার, মি. পিকউইকের কাজের লোককে আসতে বলুন!'

'লোকটা ফালতু কেউ না; কাজের লোক রাখে,' বললেন মিস টমকিনস।

তো, স্কুলের দুজন লোক পাঠানো হলো স্যাম ওয়েলারকে নিয়ে আসতে; এবং মি. পিকউইক মেয়েদের হ্যাটের মেলায় ধৈর্যের প্রতিমূর্তি সেজে বসে রইলেন।

ঘণ্টা দেড়েক বাদে পরিচিত গলার স্বর কানে গেল তাঁর। এরপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। তালা খুলে দেয়া হলে মুক্ত পৃথিবীতে পা রাখলেন মহাপুরুষটি। স্যাম ওয়েলার, মি. ওয়ার্ডল ও তাঁর হবু জামাই মি. ট্রাডল এসেছেন তাঁকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে।

'প্রিয় বন্ধু আমার,' বলে দৌড়ে গিয়ে মি. ওয়ার্ডলের হাত চেপে ধরলেন মি. পিকউইক, 'আপনি এই ভদ্রমহিলাকে দয়া করে একটু বুঝিয়ে বলুন, আমি চোর-ডাকাত কিংবা পাগল-ছাগল নই।'

'সে আমি বলেছি, বন্ধু, আগেই বলেছি।'

শীঘ্রি স্কুল ত্যাগ করলেন ওঁরা, কিন্তু মি. পিকউইক মুখে যেন কুলুপ এঁটেছেন। ঘটনার আকস্মিকতায় তাঁকে হতচকিত ও বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে। একবার শুধু মি. ওয়ার্ডলের কাছে জানতে চাইলেন, 'আপনি ওখানে গেলেন কিভাবে?'

ট্রাডল আর আমি শিকারে বেরিয়েছিলাম। আপনি এখানে আছেন শুনে ডিংলি ডেলে বড়দিনের দাওয়াত দিতে এসেছিলাম—বিয়েরও! দুর্দান্ত জমবে পার্টি, কি বলেন, বুড়ো খোকা?'

কিন্তু মি. পিকউইক নিরুত্তর রইলেন।

তেরো

পরদিন সকাল হলে পর, বড়দিনের আনন্দের কথা ভেবে পুলক অনুভব করতে পারলেন মি. পিকউইক—মি. ওয়ার্ডল, মি. টাপম্যান, মি. উইঙ্কল ও মি. স্নডগ্রাসকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাতেও কুণ্ঠিত হলেন না। নাস্তার টেবিলে অভিযানের বয়ান দিলেন ভদ্রলোক, বললেন বদমাশ জিঙ্গলটা তাঁকে ও স্যামকে বোকা বানিয়ে কী মজাটাই না পেয়েছে।

একটা চিঠি হাতে স্যাম এল এসময়ে। 'এ কার চিঠি,' খাম খুলে বললেন মি. পিকউইক। 'হায় খোদা। একি? এ কেমন তরো তামাশা! এ—এ হতেই পারে না!'

'কি ব্যাপার?' সমস্বরে বন্ধুদের প্রশ্ন।

জবাব না দিয়ে চিঠিটা মি. টাপম্যানের দিকে ঠেলে দিলেন ভদ্রলোক, তারপর হতভম্ব মুখ নিয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। কাঁপা কাঁপা স্বরে চিঠিটা পাঠ করলেন মি. টাপম্যান :—

ফ্রীম্যানস কোর্ট, কর্নহিল, ২৮ আগস্ট, ১৮২৭।

বারডেল বনাম পিকউইক

স্যার,

আপনাকে এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে, মিসেস মার্থা বারডেল আপনার বিরুদ্ধে বিয়ের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দায়ে অভিযোগ এনেছেন। বাদিনী ক্ষতিপূরণ বাবদ পনেরোশো পাউন্ড দাবি করেছেন। কোর্ট অভ কমন প্লীজে আপনার নামে রিট ইস্যু করা হয়েছে। ডাক মারফত লন্ডনে আপনার আইন উপদেষ্টার নাম জানাতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আপনার বিশ্বস্ত,

ডডসন ও ফগ।

মি. স্যামুয়েল পিকউইক।

পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে অবশেষে মি. পিকউইকের ওপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করলেন বন্ধুরা। কথা বলতে যেন ভয় পাচ্ছেন সবাই। শেষ পর্যন্ত নিস্তব্ধতা ভাঙতে হলো আসামীকেই।

'ষড়যন্ত্র,' বললেন তিনি, 'লোভী উকিল দুটো। কারসাজি! মিসেস বারডেল কখনও এমন করতে পারেন না—তিনি এমন মানুষই নন! এটা পয়সা বের করার একটা জঘন্য ফন্দি।'

'তাই যেন হয়,' গলা খাঁকরে বললেন মি. ওয়ার্ডল।

'কেউ কোনদিন ওই মহিলার প্রতি আমাকে দুর্বলতা প্রকাশ করতে দেখেছে?' বলে চলেছেন মি. পিকউইক নিদারুণ উদ্দীপনার সঙ্গে। 'তার সঙ্গে প্রয়োজন ছাড়া কখনও কোন কথা বলতে শুনেছে? বলুক না আমার বন্ধুরা...তারা কেউ আমাকে ওই মহিলার সঙ্গে কখনও

দেখেছে?'

'শুধু একবার,' বললেন মি. টাপম্যান।

মুখের রং বদলে গেছে মি. পিকউইকের।

'সন্দেহজনক তেমন কোন ব্যাপার নয়, আশা করি?' বললেন মি. ওয়ার্ডল।

নেতার দিকে নিরীহ চোখে তাকালেন মি. টাপম্যান। 'না, তেমন কিছু না। কিন্তু—কিভাবে ঘটল জানি না, মহিলাকে ওর বাহুডোরে দেখেছি।'

'রক্ষে করো!' চেঁচিয়ে উঠলেন মি. পিকউইক, স্মৃতিটা মনে পড়ে যেতে। 'ওহ, কী বিশ্রী ব্যাপার! কিন্তু তোমার দোষ নেই। যে কারও অবশ্য তাইই মনে হবে!'

'আমাদের বন্ধু মহিলাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন,' বললেন মি. উইঙ্কল।

'হ্যাঁ,' স্বীকার করলেন মি. পিকউইক। 'তাই করছিলাম।'

'ঘটনাটা সন্দেহজনক না হলেও,' বললেন মি. ওয়ার্ডল, 'দৃশ্যটা কেমন যেন অদ্ভুত, তাই না, পিকউইক?'

'আমি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলব,' বললেন মি. পিকউইক। 'ওই ডডসন আর ফগের সঙ্গে দেখা করব। কাল লন্ডনে যাচ্ছি আমি।'

ফ্রিম্যানস কোর্ট, কর্নহিলের একটা ছোট্ট বাড়ির একতলায় মেসার্স ডডসন অ্যান্ড ফগের চার কেরানী বসে আছে। ওমোট ধরনের নোংরা ঘরটায় আসবাব বলতে কটা কাঠের চেয়ার, আর কিছু বই-পত্র, কানের পোকা বের করা একটা দেয়াল ঘড়ি, একটা ছাতা রাখার স্ট্যান্ড ও কটা তাকে কিছু ময়লা কাগজের বান্ডিল।

কামরার কাঁচের দরজায় মি. পিকউইক ও স্যাম ওয়েলার টোকা দিলেন।

'কি, ভেতরে আসা যায় না?' খেঁকিয়ে উঠল কোঁকড়া চুলো, ভোঁতামুখো এক কেরানী। কুতকুতে একজোড়া চোখ লোকটার, শার্টের

কলারটা জীবনে কোনদিন মনে হয় সাবানের নাম শোনেনি।

'মি. ডডসন আর মি. ফগ কি আছেন নাকি, স্যার?' মি. পিকউইকের প্রশ্ন।

'মি. ডডসন নেই আর মি. ফগ কাজে ব্যস্ত,' বলল কেরানী।

'মি. ডডসন কখন ফিরবেন?'

'জানি না।'

'মি. ফগের কাজ সারতে কি অনেক দেরি হবে?'

'বলতে পারি না।'

লোকটা গভীর মনোযোগে কি একটা লিখতে শুরু করতে আরেকজন কেরানী হেসে উঠল।

'আমি বরং অপেক্ষা করি,' বলে বসে পড়লেন মি. পিকউইক।

এসময় হঠাৎ বেল বেজে উঠতে একজন কেরানীর যেতে হলো মি. ফগের অফিসে। সে ফিরে এসে জানাল মি. ফগ সময় দিতে রাজি হয়েছেন।

ওপরে গেলেন মি. পিকউইক। 'বসুন, স্যার,' বললেন মি. ফগ। 'আমার পার্টনার এখুনি এসে পড়বেন, তারপর আলাপটা সেরে নেয়া যাবে।'

ক'মিনিট নীরবতার পর মি. ডডসন এসে পৌঁছলেন এবং আলোচনা হলো শুরু!

'আহ, আপনি তাহলে বিবাদী, স্যার, বারডেল বনাম পিকউইকের কেসে?' বললেন ডডসন।

'ঠিক ধরেছেন, স্যার, এবং আমি এসেছি আপনাদের চিঠি পেয়ে কিরকম অবাক হয়েছি জানাতে আর আমার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আপনাদের জানাতে,' গড়গড় করে বলে গেলেন ভদ্রলোক।

'অভিযোগের কথা জানতে নিজের বিবেককে প্রশ্ন করুন, স্যার। আমরা, স্যার, আমাদের মক্কেলের কথায় পুরোপুরি পরিচালিত হয়েছি। ওঁর স্টেটমেন্ট সত্যিও হতে পারে, মিথ্যেও হতে পারে। কিন্তু একথা

বলতে পারি, স্যার, আপনার বিরুদ্ধে চিঠি পাঠানোর জোরাল যুক্তি আছে আমাদের। আপনি, স্যার, দুর্ভাগ্যের শিকার হতে পারেন কিংবা হয়তো অতি চালাক; কিন্তু জুরিম্যান হিসেবে ডাকা হলে আমি যে কোন একটা রায় দিতাম।'

'তা হলে বলি,, স্যার,' বললেন মি. পিকউইক, 'আপনি নিঃসন্দেহ থাকতে পারেন এক্ষেত্রে আমি একজন হতভাগ্য, নির্দোষ মানুষ।'

'খুব ভাল কথা,' বললেন ডডসন। 'কিন্তু এই যে, এটা হচ্ছে রিট। এই যে এন্ট্রি, "মার্থা বারডেল, বিধবা মহিলা, বনাম স্যামুয়েল পিকউইক। ক্ষতিপূরণ ১৫০০ পাউন্ড। বাদীর পক্ষে ডডসন অ্যান্ড ফগ, আগস্ট ২৮, ১৮২৭।"'

'আপনারা কি কেস চালিয়ে যাবেন ঠিক করেছেন?' প্রশ্ন করলেন মি. পিকউইক।

'অবশ্যই,' জানালেন ডডসন।

'আর ক্ষতিপূরণও পনেরোশো পাউন্ড?'

'আমাদের মক্কেলকে রাজি করাতে পারলে এর তিনগুণ হত অবশ্য,' বললেন ডডসন। 'আপনি যেহেতু কোন সমঝোতায় আসতে চাইছেন না রিটের একটা কপি নিয়ে যান।'

'বেশ, তাই সই,' চ্যালেঞ্জের সুর মি. পিকউইকের কণ্ঠে। উঠে পড়েছেন তিনি। 'শিগগিরই আমার উকিলের জবাব পাবেন। এবং যাওয়ার আগে বলে যেতে চাই,' ক্ষুব্ধ শোনাল তাঁর গলা, 'একটা জঘন্য ব্যাপার নিয়ে গোঁট পাকিয়েছেন আপনারা...'

'দাঁড়ান, স্যার, দাঁড়ান!' পরম বিনয়ে বললেন ডডসন। 'মি. জ্যাকসন, মি. উইকস!'

'স্যার,' দুই কেরানী দরজায় উপস্থিত।

'এই ভদ্রলোক কি বলেন শুধু শুনে গেলেই হবে। বলে যান, স্যার। আপনি বলছিলেন একটা জঘন্য ব্যাপার নিয়ে নাকি ঘোঁট পাকিয়েছি আমরা, তাই না?'

'আমি বলছিলাম,' চরম ক্রোধে বললেন মি. পিকউইক, 'এহেন কুৎসিত অভিযোগের কথা আমি আমার এত বছরের জীবনে শুনিনি। আবার বলছি কথাটা।'

'আমাদের জোচ্চোর বলতে চান?' কথা যুগিয়ে দিলেন ডডসন।

'নিশ্চয়ই,' বললেন মি. পিকউইক, 'আপনারা তো জোচ্চোরই!'

'ভেরি গুড,' বললেন ডডসন। 'আপনারা শুনলেন তো? চালিয়ে যান, স্যার, চালিয়ে যান। মন চাইলে আমাদের চোর বলুন; চাই কি মারধরও করতে পারেন।'

মি. পিকউইকের মুঠোর সামনে লোভ দেখানোর ভঙ্গিতে মুখটা এগিয়ে আনলেন ডডসন। বলাবাহুল্য, স্যাম উচ্চকণ্ঠের বাদানুবাদ শুনে উঠে না এলে একটা লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়ে ফেলতেন মি. পিকউইক। মনিবের বাহু চেপে ধরল ও।

'চলে আসুন, স্যার,' বলল স্যাম। 'আমরা ঝগড়া-মারামারি করার অবস্থায় নেই, স্যার। হাতি কাদায় পড়লে মশাও লাথি মারে জানেনই তো, স্যার।'

টানতে টানতে মনিবকে নিয়ে রাস্তায় নেমে এল স্যাম।

চোদ্দ

'স্যাম, আমি এক্ষুণি মি. পার্কারের অফিসে যাব,' বললেন মি. পিকউইক।

'সবার আগে ওখানেই যাওয়া উচিত ছিল, স্যার,' বলল স্যাম।

'যাব,' বললেন মি. পিকউইক। 'কিন্তু তার আগে এক গ্লাস ব্র্যান্ডি

আর গরম পানির দরকার।'

কোথায় যেতে হবে জানা আছে স্যামের। মনিবকে নিয়ে একটা পানশালায় প্রবেশ করল ও। শীঘ্রিই ব্র্যান্ডি ও গরম পানি এসে গেল টেবিলে।

স্টেজ কোচোয়ানদের সংখ্যাধিক্য এখানে, মদ ও ধূম পান করছে তারা। এদের মাঝে একজন শক্তপোক্ত, লালমুখো লোককে পাইপে কষে ফুঁক দিতে দেখা গেল। প্রথমে স্যাম ওয়েলার ও পরে মি. পিকউইকের দিকে চাইল সে। শেষমেষ, পাইপ থেকে ধোঁয়ার বল তৈরি করার পর, লোকটার মাথা ঢাকা প্রকাণ্ড শালটার নিচ থেকে একটি রুক্ষ কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'আরে, স্যামি না?'

'লোকটা কে, স্যাম?' জিজ্ঞেস করলেন মি. পিকউইক।

'বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে, স্যার,' চোখ ছানাবড়া করে বলল স্যাম। 'এ লোক বুড়ো হাবড়া!'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি,' বললেন মি. পিকউইক। 'কিন্তু বুড়ো হাবড়াটা কে?'

'আমার বাবা, স্যার,' জবাব দিল স্যাম ওয়েলার, 'কেমন আছ, আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ো?'

'ওরে, স্যামি রে,' বলল বাপজান, 'প্রায় দু'বছর পর দেখা।'

'হ্যাঁ, তা সব্বা ভাল আছে তো?'

'আর বলিস না, বাপ। তোর সৎমার মত ভাল বিধবা আর দুটি চোখে পড়েনি আমার—কী মিষ্টি ব্যবহারই না ছিল,' বলল বুড়ো ওয়েলার। 'কিন্তু এখন? ওরেব্বাপ, একদম বদলে গেছে। বিধবা হিসেবেই ভাল ছিল সে।'

'তাই?' স্যাম প্রশ্ন করল।

মাথা ঝাঁকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল বুড়ো। 'তবে আর বলছি কি? শোন্ বাপ, আমার দুরবস্থা তো দেখলি, সারাজীবন বিধবাদের একশো হাত দূরে থাকবি।'

স্যাম এবার মি. পিকউইকের পরিচয় দিল বাপের কাছে। 'মাফ করবেন, স্যার,' বলে হ্যাট খুলল মি. ওয়েলার। 'স্যামি ঠিকমত কাজ-কাম করছে তো?'

'চমৎকার,' বললেন মি. পিকউইক।

'শুনে খুব খুশি হলাম, স্যার,' বলল বুড়ো। 'পড়াশোনা নিয়ে খুব জ্বালিয়েছে আমাকে, স্যার; তাই ছেলেবেলাতেই খুঁটে খাওয়ার জন্যে ছেড়ে দিয়েছিলাম। এছাড়া বুদ্ধি খোলেওনা ছেলেপিলেদের।'

'বেশ কঠিন সিদ্ধান্ত বলতে হয়,' মৃদু হেসে বললেন মি. পিকউইক।

'তেমনি ঝুঁকিপূর্ণ,' আরও বলল স্যাম। 'প্রায়ই ঠক খেতে হয়েছে আমাকে।' জব ট্রটার কিরকম ভেল্কি দেখিয়েছে ওকে সংক্ষেপে বাবাকে জানাল।

'খুব দুঃখ লাগল মনে,' সব শুনে বলল বাপ। 'হ্যা হ্যা, আমার ছেলে হয়ে কিনা ওই লোকের কাছে তুই ঘোল খেলি? ওয়েলার পরিবার বোকা বলতে পারে কখনও ভাবতেই পারিনি, কখনও না।' আবেগে রুদ্ধ হয়ে এল বাপের কণ্ঠস্বর।

'চালটা ধরতে পারিনি!' কাচুমাচু মুখে বলল স্যাম।

'চালটা ধরতে পারিনি!' ভেংচে উঠল বাপ, দুম করে এক কিল মেরে বসল টেবিলে। 'এমন ছেলেদেরও চিনি যারা তোর অর্ধেক কেন সিকিভাগও লেখাপড়া শেখেনি—এমনকি ছয় মাসও রাস্তায় ঘুমায়নি—তারাও লজ্জা পাবে তোর গাধামি দেখে!'

'এখন আর ওসব বলে লাভ কি,' মুখ গোঁজ করে বলল স্যাম, 'যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। এবার আমার পালা, বুড়া মিঞা, একবার খালি বাগে পেয়ে নিই ওই ট্রটার ব্যাটাকে, কত ধানে কত চাল বুঝিয়ে ছাড়ব।'

'দেখিস আবার ভুল করিস না যেন,' জবাবে বলল বাপ, 'বংশের মুখে যে চুনকালি মাখিয়েছিস যত তাড়াতাড়ি পারিস মোছার ব্যবস্থা কর। যাই, কোচে মাল তোলা হলো কিনা দেখি।'

মি. পিকউইকের কাছ থেকে সবিনয়ে বিদায় নিল ওয়েলার। একটু পরে উকিল মি. পার্কারের কাছে গেলেন মি. পিকউইক। ঠিক হলো, তিনি ডিংলি ডেলে বড়দিন উদ্‌যাপন করতে গেলে, তাঁর কেস দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করবেন মি. পার্কার।

ডিংলি ডেলে রওনা হওয়ার আগে আরেকটি কাজ সমাধা করতে হবে। মি. পিকউইক মিসেস বারডেলের বাসা থেকে নিজের জিনিসপত্র সরিয়ে নিতে মনস্থ করেছেন। স্যামকে তিনি এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে বললেন, এর ফলে বকেয়া ভাড়া মিটানোও হবে আবার তাঁর প্রতি ভদ্রমহিলার সত্যিকার অনুভূতিও যাচাই করা যাবে।

নটা বাজে প্রায় একসময় গসওয়েল স্ট্রীটে পৌঁছল স্যাম। গোটা দুয়েক মোমবাতি জ্বলছে সামনের পার্লারে এবং জানালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে একজোড়া লেডিস ক্যাপ। মিসেস বারডেল তারমানে একা নন। স্যামের টোকার জবাব দিল মহিলার ছেলে। সে মাকে গিয়ে জানাল মি. পিকউইক লোক পাঠিয়েছে।

মিসেস বারডেল তার দুই ঘনিষ্ঠ বান্ধবী, মিসেস ক্লাপিন্স ও মিসেস স্যাডার্সের সঙ্গে তখন একান্ত ঘরোয়া সাপারের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। মিসেস ক্লাপিন্স বেঁটে খাটো, সদাব্যস্ত গোছের মানুষ, এবং মিসেস স্যাডার্স হচ্ছেন স্থূলকায়া, ভারী মুখের অধিকারিণী। তিন মহিলাই হকচকিয়ে গেল, বুঝে উঠতে পারছে না মি. পিকউইকের লোকের সঙ্গে কথা বলবে কিনা। স্পষ্টতই খবরটা আনার জন্যে তাদের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল বুধো অর্থাৎ ছেলেটার ওপর, এত লোক থাকতে দরজা খুলে কেন স্যামকেই দেখতে পেল ও? তো, মায়ের হাতে ধোলাই খেয়ে ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাঁদতে লাগল ছেলেটা।

'এই, চেঁচাবি না, শয়তান কোথাকার,' শাসাল মিসেস বারডেল।

'হ্যাঁ, তোমার মাকে আর জ্বালিয়ো না,' বললেন মিসেস স্যাডার্স।

'জানোই তো, টমি, এমনিতেই তোমার মায়ের মন কত খারাপ,' বললেন মিসেস ক্লাপিনস।

'এখন কি করব?' শুধাল মিসেস বারডেল।

'আমি বলি কি দেখা করো,' বললেন মিসেস ক্লাপিনস। 'কিন্তু অন্তত একজন সাক্ষী রেখো।'

'আমার মনে হয় দুজন সাক্ষী হলে আরও আইনসঙ্গত হয়,' বললেন মিসেস স্যাণ্ডার্স, তিনিও কৌতূহলে ফেটে পড়ছেন।

স্যামকে ডাকা হলে সে তার আগমনের হেতু জানাল। ভাড়ার টাকা মেটানো হলে, মিসেস বারডেল কাঁদতে কাঁদতে পাশের ঘরে গেল, রশিদ লেখার জন্যে।

স্যাম ভাল করে জানে, চুপ করে থাকাই শ্রেয়, যা বলার মহিলারাই বলবেন। তাই নীরবে বসে রইল ও।

'আহা বেচারী!' বললেন মিসেস ক্লাপিনস।

'ওর দুঃখ দেখে বুকটা ভেঙে যায়!' মিসেস স্যাণ্ডার্স।

'সারাক্ষণ বেজার মুখে বসে থাকে—শুধু বান্ধবীরা সান্ত্বনা দিতে এলে মনটা একটু হালকা হয়,' চুলোর দিকে এক ঝলক দেখে নিলেন মিসেস ক্লাপিনস। মজাদার সাপার রান্না হচ্ছে। 'খুব দুঃখজনক!'

'লোচ্চা!' বললেন মিসেস স্যাণ্ডার্স।

'এই যে তুমি! কি কাজটা করল তোমার মনিব? তার তো টাকার অভাব নেই, বিয়েটা করলে কি এমন ক্ষতি হয়ে যেত শুনি! লোকটা কেন বিয়ে করছে না ওকে?' ঢেউয়ের পর ঢেউ আছড়ে পড়ল অসহায় স্যামের ওপর।

'প্রশ্নটা তো সেখানেই,' বলল স্যাম।

'কিন্তু জবাব কই,' টেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস ক্লাপিনস। 'তবে বাছাধন ছ'মাসের মধ্যেই টের পাবে অসহায় মহিলাদের জন্যেও দেশে আইন আছে, আদালত আছে।'

'ঝামেলা শুরু হয়ে গেছে; কোন সন্দেহ নেই।' ভাবল স্যাম। মিসেস বারডেল এসময় রশিদ নিয়ে ফিরল।

ওয়াইন ঢেলে স্যামকে আপ্যায়ন করল সে এবং অনিবার্যভাবে সেই

অপ্রিয় প্রসঙ্গটি উঠল।

'এভাবে সবার সামনে নিজেকে হাজির করা একটা লজ্জার ব্যাপার, মি. ওয়েলার,' বলল মিসেস বারডেল। 'কিন্তু এছাড়া কোন উপায়ও তো দেখছি না। মি. ডডসন আর মি. ফগ বলেছেন আমার হাতে যে সব প্রমাণাদি আছে তাতে সাফল্য নিশ্চিত।'

'বহু লোক যাবে কোর্টে, তাই না?' বললেন মিসেস ক্লাপিনস।

'সে আর বলতে!' বললেন মিসেস স্যান্ডার্স।

'আর কেসে জিততে না পারলে মি. ডডসন আর মি. ফগ বোধহয় পাগলই হয়ে যাবেন,' যোগ করলেন মিসেস ক্লাপিনস, 'ফটকা খেলার মতন নিয়েছেন যেহেতু ব্যাপারটাকে।' (ডডসন ও ফগ মিসেস বারডেলকে কেসটা ঠুকে দিতে প্ররোচিত করেছে, যাতে তারা মি. পিকউইকের কাছ থেকে আদায়কৃত ক্ষতিপূরণের একটা অংশ হাত করতে পারে।)

'তা তো বটেই!' বললেন মিসেস স্যান্ডার্স।

'আচ্ছা,' বলল স্যাম, গ্লাস নামিয়ে রেখে উঠে পড়ল। 'চলি তাহলে। আপনি যাতে ন্যায্য বিচার পান সেই কামনাই করি।'

'ধন্যবাদ, মি. ওয়েলার,' কৃতজ্ঞচিত্তে বলল মিসেস বারডেল।

মহিলাদের কাছ থেকে বিদায় নিল স্যাম। জর্জ অ্যান্ড ভালচার ইনে ফিরে এল ও। মি. পিকউইক ওখানে উঠেছেন, তাঁকে খুলে জানাল ডডসন ও ফগের ষড়যন্ত্রের কথা।

পরদিন মি. পার্কারের সঙ্গে আলোচনায় সত্যতা নিশ্চিত হলো স্যামের বক্তব্যের। তো, মি. পিকউইক বড়দিন উদ্‌যাপনের জন্যে রওনা দেয়ার আগে জেনে গেলেন, বিয়ের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দায়ে, কোর্ট অভ কমন প্লীজে, দু'তিন মাসের মধ্যে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হচ্ছে তাঁকে।

পনেরো

পিকউইকবাহিনী বাইশে ডিসেম্বর, মাগলটনের ব্লু লায়ন সরাইখানার উঠনে জড় হলেন ডিংলি ডেল অভিযানের জন্যে।

মি. পিকউইকের কোটে হঠাৎ আলতো টান পড়ল। এদিক সেদিক চাইতে সেই মোটা ছেলেটিকে আবিষ্কার করলেন।

'আহা!' বললেন ভদ্রলোক ওর দিকে চেয়ে। 'তোমার মুখটা তো, বাছা বেড়ে দেখাচ্ছে, একেবারে গোলাপরাঙা!'

'আগুনের সামনে ঘুমোচ্ছিলাম কিনা,' জবাবে বলল হোঁতকা। 'আমার মালিক কার্ট দিয়ে পাঠিয়েছেন আপনাদের মালপত্তর নিয়ে যাওয়ার জন্যে। কয়েকটা ঘোড়াও পাঠাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পরে ভাবলেন যা ঠাণ্ডা আপনারা হাঁটতেই বেশি পছন্দ করবেন!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ!' বলে উঠলেন মি. পিকউইক, ডিংলি ডেলে ঘোড়ায় চেপে যাওয়ার পূর্বেকার সুখকর (!) স্মৃতি মনে পড়তে। 'হ্যাঁ, আমরা বরং হেঁটেই যাব! এই, স্যাম! মালগুলো ওকে নিয়ে কার্টে তুলে ফেলো তো। তোমরা রওনা হয়ে যেয়ো, আমরা গেলাম।'

মি. পিকউইক ও তাঁর বন্ধুরা পা বাড়ালেন, পরস্পর অপরিচিত স্যাম ও মোটা ছেলেটিকে পেছনে রেখে। ছেলেটিকে পরম বিস্ময়ে অবলোকন করে দ্রুত লটবহর কার্টে তুলতে লেগে গেল স্যাম। ওদিকে ছেলেটি ঠায় দাঁড়িয়ে কেবল দেখে যাচ্ছে।

'কি হে, তিন মণ,' কাজ সেরে বলল স্যাম, 'কোন্ গুদামের চাল খাও, ভাই?' ছেলেটিকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ফের বলল,

'তবে চীজ বটে, ভাই তুমি একখান!'

'ধন্যবাদ,' বলল কুমড়োপটাশ।

'তোমার কোন ব্যাপারেই কোন মাথাব্যথা নেই মনে হচ্ছে?'

'নাহ্।'

'শুনে খুশি হলাম। তা, পানি-টানি কিছু খাও?'

'চিবোতে বেশি ভাল লাগে আমার,' বলল ছেলেটি।

'ওহ,' বলল স্যাম, 'আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার। মানে বলছিলাম কি গা গরম করতে কিছু পান-টান করবে? অবশ্য তোমার তো কখনোই ঠাণ্ডা লাগার কথা না, যেভাবে নিজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছ।'

'মাঝেসাঝে দু'এক ফোঁটা অবশ্য মন্দ লাগে না,' বলল ছেলেটি।

তো দু'জনে সামান্য ড্রিঙ্ক করে কার্টে চেপে বসল।

'চালাতে পারেন?' মোটুর প্রশ্ন।

'পারি বলেই তো মনে হয়,' বলল স্যাম।

'ধরুন তবে,' বলল হোঁতকা, ওর হাতে লাগাম ধরিয়ে দিয়ে একটা রাস্তার দিকে আঙুল দেখাল। 'একদম নাক বরাবর চলে যান; ভুল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।'

কথাগুলো বলেই ঘুমে তলিয়ে গেল কুমড়োপটাশ।

কাজেই স্যাম ওয়েলার কার্ট চালনার দায়িত্ব গ্রহণ করল।

ওদিকে, পিকউইকবাহিনী খোশমেজাজে গল্পগুজব করতে করতে চলেছেন। একটা গলিতে প্রবেশ করতে অনেকগুলো কণ্ঠস্বর কানে বাজল এবং অভ্যর্থনা কমিটির সদস্যদের দেখতে পাওয়া গেল। সে কি আন্তরিক আতিথেয়তা! মি. ওয়ার্ডল ওখানে রয়েছেন, কী খুশিই না দেখাচ্ছে তাঁকে, রয়েছে বেলা ও তার বিশ্বস্ত প্রেমিক ট্রাডলও, কাল তাদের বিয়ে; আরও রয়েছে এমিলি, তার প্রিয় বান্ধবী মিস অ্যারাবেলা অ্যালেন ও তাদের সমবয়সী জনা দশেক প্রাণোচ্ছল তরুণী।

দু'মিনিটের মধ্যে তরুণীদের সঙ্গে খোশ আলাপ জমিয়ে ফেললেন

মি. পিকউইক, তাঁদের হাসি-তামাশায় মনে হলো যেন কত বছরের পরিচয়! সে রাতে আগুন ঘিরে বসে নানা ধরনের খেলা খেললেন সবাই মিলে। বিছানায় গেলে মি. স্নডগ্রাসের স্বপ্ন জুড়ে রইল শুধু এমিলি ওয়ার্ডল, ওদিকে মি. উইঙ্কল সারারাত গিন্স অ্যারাবেলা অ্যালেনের কাজল কালো চোখজোড়ার স্বপ্ন দেখলেন।

পরদিন হৈচৈ ও ধুপধাপ পদশব্দ শুনে ভোর নাগাদ ঘুম ভেঙে গেল মি. পিকউইকের; মোটা ছেলেটির পক্ষেও এরপর আর ঘুমানো সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বিবেচনা করে বাছাই করা পোশাক পরে নিচে ব্রেকফাস্ট রুমে নেমে এলেন তিনি।

বাড়ির সমস্ত চাকর-বাকর, নয়া পোশাক পরে সর্বত্র ছোটাছুটি করছে মহা ব্যস্ততায়। কনের দাদী ব্রোকেড গাউন পরেছেন, যেটি বিশ বছর অন্তত আলোর মুখ দেখেনি। মি. ট্রাডলের উদ্দীপনার শেষ নেই, যদিও স্বভাবতই কিছুটা নার্ভাসও দেখাচ্ছে। মি. ওয়ার্ডল খুশিয়াল ও নিরুদ্বিগ্ন ভাব দেখাতে চেষ্টা করে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হচ্ছেন। সাদা মসলিন পরিহিতা তরুণীদের চোখে জল।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করলেন ডিংলি ডেল গির্জার বৃদ্ধ যাজক। মি. পিকউইক কনেকে সর্বপ্রথম স্বাগত জানালেন, তার গলায় বহুমূল্য একটি চেনঅলা সোনার ঘড়ি পরিয়ে। এরপর প্রাচীন গির্জাটির ঘণ্টা যতখানি সম্ভব হর্ষধ্বনি করলে নাস্তা করতে ফিরে এল সবাই। কনের দাদী গর্বিত ভঙ্গিতে বসে রইলেন টেবিলে। তাঁর সদ্য বিবাহিতা পৌত্রী একপাশে ও মি. পিকউইক অন্যপাশে বসলেন। বৃদ্ধা পুরো এক গ্লাসভর্তি ওয়াইন পান করলেন মি. পিকউইকের সঙ্গে, অতিথির দীর্ঘজীবন ও সমৃদ্ধি কামনা করলেন। এবার কাটা হলো কেক। তরুণীরা কেকের টুকরো বাঁচাল বালিশের তলায় রাখার জন্যে; এর ফলে রাতে হবু স্বামীদের স্বপ্নে দেখবে তারা। এ ব্যাপারে মজা করতে লজ্জায় সে কি অবস্থা মেয়েগুলোর!

ডিনারে সবাই একত্রিত হলো আবার। মি. ওয়ার্ডলের পরামর্শে ইতোমধ্যে পুরুষদের অবশ্য পঁচিশ মাইল রাস্তা হাঁটাহাঁটি করে আসতে

হয়েছে। নাস্তার টেবিলে পান করা ওয়াইনের প্রভাব কাটাতে নাকি খুব উপকার দেবে পরিশ্রমটুকু। ভূরিভোজের পর বেল বাজল।

ম্যানর ফার্মের সেরা বৈঠকখানাটি যেমনি প্রকাণ্ড তেমনি আরামদায়ক; মস্ত একটা ফায়ারপ্লেস রয়েছে ঘরটিতে। এক প্রান্তে দু'জন বেহালাবাদক ও এক বীণাবাদক সুরলহরীর জমজমাট আসর বসিয়েছে।

সুর মূর্ছনায় সবাই মুগ্ধ এমনিসময় বেরসিকের মত কে চিৎকার করে উঠল: 'থামুন, থামুন। অ্যারাবেলা অ্যালেন কোথায়?'

'আর উইঙ্কল?' মি. টাপম্যান যোগ করলেন। 'এই যে এখানে,' সুন্দরী সঙ্গিনীকে নিয়ে কোণের দিক থেকে এগিয়ে এলেন মি. উইঙ্কল। কার মুখে লালিমা বেশি ছড়িয়েছে বলা মুশকিল—তাঁর নাকি রূপসী তরুণীটির? বেহালা, বীণা বেজে উঠল ফের। মি. পিকউইক মি. ওয়ার্ডলের মাকে নিয়ে ঘরময় নেচে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর দেখাদেখি জোড়া বেঁধে অন্যরাও। এরপর সাপারের পর্ব।

পরদিন। চব্বিশে ডিসেম্বর। কাল বড়দিন। ডিংলি ডেলের প্রথা অনুসারে এদিন কিচেনে খেলাধুলোর আয়োজন করা হলো। কিচেনের ছাদ থেকে নিজ হাতে মিসলটো গাছের একটা ডাল ঝুলিয়ে দিলেন মি. ওয়ার্ডল। নিয়ম হলো সবাইকে চুম্বন বিনিময় করতে হবে ওটার নিচে। মি. পিকউইক বন্ধুর বৃদ্ধা মাকে আন্তরিকতার সঙ্গে চুমো খেলেন। বৃদ্ধা মহিলাটিও অনুষ্ঠানের ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চুম্বন গ্রহণ করলেন। কিন্তু তরুণীদের কথা আলাদা। তাদের দেখা গেল ছোটাছুটি করে বেড়াতে, কিছুতেই চুমো খেতে দেবে না; আবার ঘর ছেড়েও নড়বে না। তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলল তারা। কিন্তু ক'জন পুরুষ হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলে, তরুণীরা বেগতিক দেখে নিজেরাই যেচে পড়ে চুম্বন গ্রহণ করল। মি. উইঙ্কল চুমো খেলেন অ্যারাবেলাকে, মি. স্নডগ্রাস এমিলিকে ও মি. স্যাম ওয়েলার সবকটা কাজের মেয়েকে। ধনী আত্মীয়, গরীব স্বজন, কাজের লোক ভেদাভেদ ভুলে সবাই মিলে অনুষ্ঠান উপভোগ করল। মি. ওয়ার্ডল আগুনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে সন্তুষ্টচিত্তে

সমস্তটা অবলোকন করলেন। মোটা ছেলেটি মওকা বুঝে, কার জন্যে জানি আলাদা করে তুলে রাখা সুস্বাদু এক টুকরো পাই মেরে দিল।

তরুণীরা একে একে মি. পিকউইককে চুম্বন করল। তারপর রুমালে চোখ বেঁধে তাঁকে নিয়ে কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলার আয়োজন করল। ভদ্রলোক টলমল পায়ে এক কোণে গিয়ে একজন খেলুড়েকে জাপটে ধরলে সে কি ফুর্তি সবার!

খেলা ফুরোলে সবাই মিলে ফায়ারপ্লেসটা ঘিরে গোল হয়ে বসল।

'এবাড়ির নিয়ম হলো বারোটা বাজলে বড়দিনকে বরণ করা,' বললেন মি. ওয়ার্ডল। 'বাবা, আগুনটা একটু উস্কে দাও তো,' জামাইকে বললেন ভদ্রলোক।

ঘড়ি নাড়ানো হলে উজ্জ্বল ফুলকি ছুটল আগুনের। ঘরটির কোণে কোণে পৌঁছে গেল আগুনের গনগনে দীপ্তি। সবার সুখের চেহারায় এখন ছড়িয়ে পড়েছে আশ্চর্য সুন্দর এক আভা।

বাইরে তুষারপাত হচ্ছে, শোঁ শোঁ বইছে দুরন্ত বাতাস, কিন্তু তাতে কি, ঘরের ভেতর মাঝরাত অবধি গান-বাজনা, গল্প-গুজব, হাস্য-কৌতুক চলল—এরপর মাত্র ক'ঘণ্টার জন্যে বিছানায় গেল সবাই।

ষোলো

সূর্যকরোজ্জ্বল অথচ ঠাণ্ডা একটি দিন হিসেবে সূচনা হলো বড়দিনের। জম্পেশ নাস্তার পর গোটা দলটা গেল গির্জায়। বিকেলে মি. ওয়ার্ডল সুপারিশ করলেন ঘণ্টা খানেক কাটিয়ে আসবেন কাছের একটি জমাটবদ্ধ হ্রদে। দল ভারী করল অ্যারাবেলা অ্যালেনের ভাই মি. বেন অ্যালেন ও

তার বন্ধু বব সয়্যার। দুজনেই ফুর্তিবাজ, মেডিকেল ছাত্র। বব সয়্যারকে অ্যারাবেলার প্রতি তাঁরই মত আগ্রহী দেখে বড্ড ক্ষুণ্ণ হলেন মি. উইঙ্কল. মনে আরও চোট পেলেন ওর ভাইটিকে এ ব্যাপারে উস্কানি দিতে দেখায়। এসব নিয়ে জট পাকাচ্ছেন মনে এসময় মি. ওয়ার্ডল তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

'আপনি স্কেট করেন নিশ্চয়ই, উইঙ্কল?' জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

'হুঁ-হ্যাঁ. ওহ নিশ্চয়ই,' জানালেন মি. উইঙ্কল। 'অ-অনেকদিন অবশ্য প্র্যা-প্র্যাকটিস নেই।'

'আপনাকে কিন্তু স্কেট করতে হবে!' আবদারের সুরে বলল কাজলচক্ষু অ্যারাবেলা। 'আমার ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে।'

ওর কথায় সমর্থন যোগাল আরও জনা তিনেক বান্ধবী।

'স্কেটিং করতে তো আমারও ভাল লাগে,' বললেন মি. উইঙ্কল. 'কিন্তু কি করব, স্কেট আনিনি যে।'

মুহূর্তে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। মি. ট্রাডল দু'জোড়া স্কেট এনেছেন। কাজেই মি. উইঙ্কলকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে হলো. যদিও মুখটা তাঁর বেজার দেখা গেল।

মি. ওয়ার্ডল নেতৃত্ব দিয়ে একটি বরফ-হ্রদের কাছে নিয়ে এলেন সঙ্গীদের। অ্যারাবেলার ভাই ও তার বন্ধু বব তখুনি পায়ে গলাল স্কেট। প্রথমে বাঁ পায়ে তারপর ডান পায়ের ওপর চক্কর কাটতে লাগল তারা। বরফে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে চমৎকার সব নকশা কাটল দু'জনে. বাহবা কুড়াল দর্শকদের। তরুণীরা তো রীতিমত মুগ্ধ, মি. পিকউইকও উৎসাহ যোগাচ্ছেন।

শেষ অবধি, স্যামের সহায়তায় মি. উইঙ্কলের পায়ে আঁটা হলো স্কেট এবং শূন্যে উত্তোলিত হলেন তিনি।

'যান, স্যার,' উৎসাহে টগবগ করছে স্যাম, 'দেখিয়ে দিন খেলা কাকে বলে!'

'দাঁড়াও, স্যাম, দাঁড়াও!' কাঁপতে কাঁপতে বললেন মি. উইক্কল, ডুবন্ত মানুষের মত আঁকড়ে ধরেছেন স্যামের বাহু। 'এত পেছল কেন, স্যাম!'

'বরফ তো, স্যার, পিছলা হবেই,' বলল স্যাম। 'নিন, এবার দাঁড়ান!'

'এই স্কেটগুলো এত বিটকেল কেন, স্যাম?' টাল সামলাতে চেষ্টা করে বললেন মি. উইক্কল।

'কি বলব, স্যার, একজন আনাড়ি খেলোয়াড় যে পরেছেন ওগুলো,' জবাব দিল স্যাম।

'কই, উইক্কল,' হাঁক ছাড়লেন মি. পিকউইক। 'চলে এসো! মেয়েরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' বীভৎস দেখাল ভদ্রলোকের হাসিটা। 'এই তো, আসছি। একটু ধরবে আমাকে, স্যাম? হ্যাঁ, ঠিক আছে। বেশি জোরে না, স্যাম, আস্তে!'

স্যামের সাহায্য নিয়ে বিদঘুটে ভঙ্গিতে ভাঁজ খেয়ে রয়েছে মি. উইক্কলের দেহ, এমনিসময় তীর থেকে মি. পিকউইকের চিৎকার ভেসে এল। 'স্যাম! এদিকে একটু এসো তো!'

'ছাড়ুন, স্যার,' বলল স্যাম মি. উইক্কলকে। 'যেতে দিন!' একরকম জবরদস্তি করেই, অসহায় মানুষটির হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাঁকে ঠেলা দিল স্যাম। হতভাগ্য ভদ্রলোকটি বরফের ওপর দিয়ে হড়কে গেলেন, অসাধারণ ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শনরত বব সয়্যারের উদ্দেশে। প্রচণ্ড সংঘর্ষের ফলে দু'জনেই মুখ থুবড়ে পড়লেন বরফে। বুদ্ধিমান মি. উইক্কল অবশ্য আর ওঠার চেষ্টা করলেন না।

চারধার থেকে উদ্বিগ্ন প্রশ্ন আসছে—শুধু মি. পিকউইক নীরব। খেপে বোম হয়ে গেছেন ভদ্রলোক। স্যামকে কঠোর কণ্ঠে নির্দেশ দিলেন, 'ওর স্কেট খুলে নাও।'

মি. উইক্কল টুঁ শব্দটি না করে স্যামকে কাজটা সারতে দিলেন।

'তোলো ওকে,' বললেন মহান নেতা। আদেশ পালিত হলো।

বন্ধুকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলেন মি. পিকউইক এবং অনুচ্চ,

পরিষ্কার কণ্ঠে এই কথাগুলো বললেন, 'তুমি একটা আস্ত আহাম্মক!' তারপর ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরে গেলেন অন্যদের কাছে।

ওদিকে স্যাম ও মি. ওয়ার্ডলের কুলড়োপটাশটা বরফে নানা ভেল্কি দেখাতে লেগেছে। দাঁড়িয়ে থেকে ঠাণ্ডা মেরে গেছেন মি. পিকউইক, স্লাইডারদের রীতিমত হিংসে হচ্ছে তাঁর। 'গা গরম করার দারুণ খেলা, কি বলো,' মি. ওয়ার্ডলকে বললেন।

সায় জানালেন ভদ্রলোক। 'তুমিও খেলো না কেন।'

'প্লীজ, মি. পিকউইক,' কলকণ্ঠে বলে উঠল তরুণীরা।

'তোমাদের আনন্দ দিতে পারলে খুব ভাল লাগত,' বললেন মি. পিকউইক, 'কিন্তু গত তিরিশ বছরে স্লাইডিং করিনি যে।'

'তাতে কি,' বলে স্কেট খুলে ফেললেন মি. ওয়ার্ডল। 'এসো, আমার সঙ্গে এসো।' খোশমেজাজী ভদ্রলোক প্রায় স্যামের সমান গতি তুলে ছুটে গেলেন। মি. পিকউইক থমকে দাঁড়ালেন, কি যেন ভাবলেন, তারপর দস্তানা খুলে হ্যাটে গুঁজলেন; দু'তিনবার ছোট দৌড় দিয়ে শেষ পর্যন্ত আরেকবার দৌড়ে নিয়ে ধীর, মসৃণ গতিতে স্লাইড করে চললেন। তাঁর খেলা দেখে চারদিক থেকে ভেসে এল হর্ষোৎফুল্ল দর্শকদের চিৎকার।

একে একে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন মি. স্নডগ্রাস, স্যাম, মোটা ছেলেটি ও অন্যান্য যুবকরা।

খেলা যখন তুঙ্গে, স্লাইডিং যখন দ্রুততম, হাসাহাসির শব্দ জোরালতম, এসময় হঠাৎ ফাটল ধরার একটা তীক্ষ্ণ শব্দ শোনা গেল। তীরের দিকে দ্রুত ধাবমান সবাই, আর্তচিৎকার জুড়েছে মহিলারা। বরফের মস্ত একটা চাঁই গায়েব হয়ে গিয়ে পানির বুদ্বুদ ছাপিয়ে উঠেছে।

সার্ফেসে ভাসছে মি. পিকউইকের হ্যাট, দস্তানা ও রুমাল, কিন্তু এছাড়া তাঁর আর কোন চিহ্ন নেই।

মুহূর্তে হতাশা ও বিষাদ গ্রাস করল সবাইকে। মহিলাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়েছে। মি. স্নডগ্রাস ও মি. উইঙ্কল

পরস্পরের হাত চেপে ধরে তাঁদের মহান নেতার অন্তর্ধান স্থানটির দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রয়েছেন। মি. টাপম্যান, তাৎক্ষণিক সাহায্য প্রদানের জন্যে, মাঠ-ময়দানের ওপর দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে তারস্বরে চেঁচাতে লাগলেন, 'আগুন! আগুন!'

মি. ওয়ার্ডল ও স্যাম ওয়েলার গহ্বরটার দিকে তখন সাবধানী পায়ে এগোচ্ছেন, একটি মুখ, মাথা ও একজোড়া কাঁধ পানির নিচ থেকে বেরিয়ে আসতে দেখতে পেলেন। মুখমণ্ডল ও চশমা জোড়া মহান নেতা মি. পিকউইকের বলে চেনা গেল।

'এক মুহূর্তের জন্যে একটু ওঠো—মাত্র এক মুহূর্তের জন্যে,' অনুনয় করলেন মি. স্নডগ্রাস।

'হ্যাঁ, মিনতি করছি আমি—আমার খাতিরে একটু উঠুন,' চিৎকার করে বললেন মি. উইঙ্কল। এই মিনতির কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ আর কারও খাতিরে উঠতে অস্বীকৃতি জানালেও নিজের খাতিরে ঠিকই উঠতে চাইতেন মি. পিকউইক।

'তুমি কি থই পাচ্ছ?' প্রশ্ন করলেন মি. ওয়ার্ডল।

'হ্যাঁ,' শ্বাস নিতে হাঁসফাঁস করছেন ভদ্রলোক। 'চিত হয়ে পড়েছিলাম। প্রথমটায় উঠতে পারছিলাম না।'

হোতকা ছেলেটির সহসা মনে পড়ে গেল এখানে পানি মাত্র পাঁচ ফিট গভীর, এবং পরক্ষণে বিপুল বিক্রমে মি. পিকউইককে উদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু হলো। সে কি সাহস সবার! রাজ্যের পানি ছিটিয়ে, রীতিমত যুদ্ধ করে ডাঙায় তোলা হলো ভদ্রলোককে।

'ইস, বেচারা ঠাণ্ডায় জমে মরবে,' বলল অ্যারাবেলা।

নিমেষে ডজন খানেক শাল এগিয়ে এল। চাদর মুড়ি দিলেন মি. পিকউইক এবং মি. ওয়ার্ডলের পরামর্শে, বাড়ি পর্যন্ত পুরোটা রাস্তা একবারও না থেমে দৌড়ে এসে, বিছানায় কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়লেন। স্যাম ঘরে আগুন উস্কে দিয়ে তাঁর ডিনার নিয়ে এল। পরে পানশ আনা হলো এবং তাঁর ফাঁড়া কাটার খুশিতে বড়সড় এক পার্টির আয়োজন করা

হলো। বন্ধুবর ওয়ার্ডল তাঁকে বিছানা থেকে নড়তে দেবেন না বলে সবাই এসে চারপাশে জড় হলো। বিছানায় জবুথবু হয়ে বসে রইলেন ভদ্রলোক, আরও দু'বার পানশ গলাধঃকরণ করলেন। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে আগের মত ঝরঝরে বোধ করলেন তিনি, প্রমাণ হলো ঠাণ্ডার মহৌষধ হচ্ছে গরম পানশ—অবশ্য মাথেষ্ট পরিমাণে সেবন করলে তবেই।

সতেরো

চোদ্দই ফেব্রুয়ারির সকাল।

'নটা দশ,' বললেন মি. পার্কার। 'এখন যাওয়া দরকার।'

মি. পিকউইক কোচের জন্যে ঘণ্টি বাজালেন। একটু পরে চার বন্ধু ও মি. পার্কার রওনা হলেন গিল্ডহলের* উদ্দেশে। স্যাম ও মি. পার্কারের কেরানী র‍্যাবে চড়ে অনুসরণ করল। আদালতে পৌঁছে, মি. পার্কার মি. পিকউইককে সিনিয়র ব্যারিস্টারের ডেস্কের নিচে, একটা নিচু ডেস্কের দিকে নিয়ে গেলেন।

মি. পিকউইক তিরিশে মেজাজে ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে আদালতের ওপর কঠোর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। দর্শকদের সারিতে লোকের অভাব নেই, পরচুলা পরে ব্যারিস্টারদের আসনও দখল করে রেখেছে বড়সড় একটা দল। মি. পিকউইক তাজ্জব হয়ে দেখলেন তাঁরা দায়সারা ভঙ্গিতে আজকের সকালের খবরগুলো নিয়ে আলোচনা করছেন—একটা

---

* গিল্ডহল: লন্ডনের টাউন হল—সে সময় আদালত হিসেবে ব্যবহৃত হত।

বিচার যে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সেদিকে যেন কোন খেয়ালই নেই।

মি. সার্জেন্ট স্নাবিন, মি. পিকউইকের সিনিয়র ব্যারিস্টার উপস্থিত হলেন। আরও জনা তিনেক সার্জেন্ট প্রবেশ করলেন, এঁদের মধ্যে একজন বেজায় মোটা লালমুখোও আছেন। ভদ্রলোক মি. স্নাবিনের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে কুশল জানতে চাইলেন।

'ইনি কে?' জিজ্ঞেস করলেন মি. পিকউইক।

'মি. সার্জেন্ট বাজফাজ,' বললেন পার্কার। 'আমাদের বিরোধী পক্ষের। উনিই ও তরফে নেতৃত্ব দেবেন।'

মি. পিকউইক লোকটির ঠাণ্ডা মাথার পরিচয় লক্ষ করে খেপে উঠলেন; কতবড় সাহস ব্যাটার বিপক্ষের মি. স্নাবিনকে আবার জিজ্ঞেস করে কেমন আছেন! কিন্তু তিনি মুখ খুলতে পারার আগেই সব ক'জন ব্যারিস্টার উঠে দাঁড়ালেন, এবং উচ্চকিত কণ্ঠে 'সাইলেন্স!' শব্দটি উচ্চারিত হলো। মুখ ফেরাতে দেখতে পেলেন মি. পিকউইক বিচারক প্রবেশ করেছেন।

মি. জাস্টিস স্টেয়ারলেই অসম্ভব বেঁটে ও মোটা একজন ভদ্রলোক; তাঁকে দেখে মনে হয় মুখ আর ওয়েস্টকোট সর্বস্ব। গুটগুট করে টেবিলে গিয়ে বসলেন তিনি। পা দুটো টেবিলের নিচে চালান করে ছোট্ট হ্যাটটা রাখলেন টেবিলের ওপরে। পরচুলা পরা, কুতকুতে চোখবিশিষ্ট বিচারপতিকে কিম্ভূত ভাঁড়ের মত দেখাল মি. পিকউইকের চোখে।

ভদ্রলোক আসন গ্রহণ করলে চারদিক থেকে বাজখাঁই কণ্ঠে 'সাইলেন্স!' রব উঠল।

চেঁচামেচির মধ্যে সামান্য চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল একটি দৃশ্য। মিসেস ক্লাপিনস মিসেস বারডেলকে ধরে ধরে মি. পিকউইকের উল্টোদিকের একটি আসনে বসালেন। এরপর উদয় হলেন মিসেস স্যাডার্স, মাস্টার বারডেলকে নিয়ে। ছেলেকে দেখে উন্মাদিনীর মত চুমো খেতে লাগল মিসেস বারডেল। তারপর মহিলা সহসা হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত হয়ে উঠল, কোথায় আছে বুঝতে পারছে না। তার দশা দেখে বান্ধবীরা মুখ

ফিরিয়ে ফোঁপাতে লাগলেন। ডডসন ও ফগ অতিকষ্টে বুঝিয়ে শুনিয়ে শান্ত করল ভদ্রমহিলাকে। সার্জেন্ট বাজফাজ রুমালে চোখ রগড়ে আর্তমানবের দৃষ্টিতে জুরিদের দিকে চাইলেন, ওদিকে খুদে বিচারপতি এই করুণ দৃশ্য দেখে প্রায় কাঁদো কাঁদো।

'ভাল চালাকি খাটিয়েছে,' ফিসফিসিয়ে আসামীকে বললেন মি. পার্কার। 'হাড় বজ্জাত ওই ডডসন আর ফগ। সর্বক্ষণ শুধু শয়তানি বুদ্ধি খেলছে।'

মিসেস বারডেলকে খানিকটা সামলে উঠতে দেখা গেল এসময়। ইতোমধ্যে মিসেস ক্লাপিনস মাস্টার বারডেলকে মায়ের সামনে, মেঝেতে বসিয়ে দিয়েছেন, বিচারপতি ও জুরি উভয়ের সহানুভূতি কাড়া সহজ হবে এখান থেকে।

'বারডেল ও পিকউইক,' আদালতের একজন অফিসার চিৎকার ছাড়ল। মি. সার্জেন্ট বাজফাজ ও মি. সার্জেন্ট স্নাবিন যার যার মক্কেলের তরফ থেকে দাঁড়ালেন। বাদী পক্ষের কেস উপস্থাপন করলেন সার্জেন্ট বাজফাজ। ভদ্রলোক শুরু করলেন এই বলে, তাঁর এত বছরের পেশাদারী জীবনে নাকি এরচাইতে আবেগময় ও দায়িত্বপূর্ণ কেস তিনি হাতে নেননি। যদি মনে করতেন তাঁর হতভাগী মক্কেল জুরি-বক্সে বসা বারো জন সুবিবেচক ও প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সহানুভূতি আদায় করতে পারবেন না, তবে নাকি এই কেস তিনি নিতেন না।

এরপর তিনি কেসের খুঁটিনাটি তুলে ধরলেন। 'বাদিনী, ভদ্রমহোদয়গণ,' বিষণ্ণ সুর ফুটিয়ে তুললেন কণ্ঠে সার্জেন্ট বাজফাজ, 'একজন বিধবা মহিলা; হ্যাঁ, ভদ্রমহোদয়গণ, একজন অসহায় বিধবা। মরহুম মি. বারডেল, রাজকীয় কর আদায়কারী হিসেবে তাঁর দীর্ঘদিনের দায়িত্ব সম্মানের সঙ্গে পালন করে, নীরবে পা রেখেছেন এমন এক শান্তির ভুবনে কাস্টমস-হাউজ যে শান্তি তাঁকে কোনদিন দিতে পারত না।'

মি. বারডেলের মৃত্যু কাহিনী বয়ান করতে গিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠল

সার্জেন্টের গলা। পাবলিক হাউজে এক মাতাল, মাথায় বিয়ারের মগ দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে ভদ্রলোককে।

'মৃত্যুর কিছু আগে একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়ে যান তিনি। এই ছেলেটিকে বুকে আঁকড়ে ধরে গসওয়েল স্ট্রীটের বাড়িটিতে শান্তি খুঁজে নেয়ার চেষ্টা করেন তাঁর বিধবা স্ত্রী। সামনের জানালায় বেচারী একটা কার্ডে লিখে দেন: "অবিবাহিত ভদ্রলোকদের জন্যে সুসজ্জিত কামরা ভাড়া দেওয়া হইবে। অনুগ্রহপূর্বক ভিতরে যোগাযোগ করুন।"

'এটা তিন বছর আগের কথা। বেশিদিন কি ছিল কার্ডটা? না। মাত্র তিনদিনের মধ্যেই একজন তথাকথিত ভদ্রলোক, যাকে দেখে ভেতরের দানবটিকে চেনার কোন উপায় নেই, ঘর ভাড়া নিতে এল। এবং পরদিন সে প্রবেশ করল ভাড়া বাড়িতে। এই তথাকথিত ভদ্রলোক আর কেউ না—এই সেই বেরহম পিকউইক—আসামী পিকউইক!'

সার্জেন্ট বাজফাজ দম নিতে থামলেন। তাঁর নীরবতায় সজাগ হলেন বিচারপতি স্টেয়ারলেই, তৎক্ষণাৎ কালিবিহীন একটা কলম দিয়ে কি সব যেন টুকে নিলেন।

'আমি পিকউইক সম্পর্কে কিছু বলতে চাই,' ফের শুরু করলেন সার্জেন্ট বাজফাজ। 'পিকউইক যতদিন মিসেস বারডেলের বাসায় ছিল ভদ্রমহিলা ততদিন মনপ্রাণ দিয়ে তার দেখাশোনা করেছেন, রান্না করে খাইয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে পিকউইক তাঁর ছেলেটিকে এক পেনি এমনকি ছয় পেন্স পর্যন্ত দিয়েছে। আমি প্রমাণ করতে পারব একবার ছেলেটির মাথা চাপড়ে সে বলেওছে: 'একটা নতুন বাপ পেলে কেমন লাগবে তোমার, খোকা?' গ্রামাঞ্চল থেকে একবার বেড়িয়ে এসে আবছাভাবে সে বিয়ের প্রস্তাবও দিয়েছে মিসেস বারডেলকে। তার তিন ঘনিষ্ঠ বন্ধুও নিজের চোখে দেখেছে, সে বাদিনীকে জড়িয়ে ধরে আদর করছে, সান্ত্বনা দিচ্ছে।'

কেসের এ পর্যায়ে এসে জুরিরা স্পষ্টতই আন্দোলিত হলেন। বলে যাচ্ছেন মি. বাজফাজ, এবার দু'টুকরো কাগজ বের করলেন তিনি।

'এই দেখুন, ভদ্রমহোদয়গণ,' বললেন মি. বাজফাজ, 'এই চিঠি দুটো চালাচালি হয়েছে বাদিনী আর বিবাদীর মধ্যে। হাতের লেখা বিবাদীর, এবং এতে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে তার স্বভাব-চরিত্র। খুবই ছলনাপূর্ণ, গোপন, ধূর্ত চিঠি; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাতে চিঠির ভাষা উপলব্ধি করতে বেগ পেতে হয় না। শুনুন আপনারা:—

গ্যারাওয়েজ
বারোটা

প্রিয় মিসেস বি,
চপ আর টমেটো সস।

আপনার,
পিকউইক।

'ভদ্রমহোদয়গণ, এর কি মানে? চপ আর টমেটো সস! তার ওপর আবার লিখেছে আপনার, পিকউইক! চপ! হায় খোদা! আর টমেটো সস! আপনারাই বলুন, একজন সরলমনা অসহায় ভদ্রমহিলার জীবন নিয়ে এরকম ছিনিমিনি খেলা উচিত? পরের চিঠিটায় দিন-তারিখ-সময় কিছুই নেই, এটা আরও সন্দেহজনক।

প্রিয় মিসেস বি,

আগামীকাল পর্যন্ত বাসায় থাকছি না আমি। স্লো* কোচ। ওয়ার্মিং প্যান* নিয়ে ব্যস্ত হবেন না।

'ওয়ার্মিং প্যান! ভদ্রমহোদয়গণ, ওয়ার্মিং প্যান নিয়ে কোন্ ধরনের লোক মাথা ঘামায় আপনারাই বলুন? মিসেস বারডেলকে আকুলভাবে কেন অনুরোধ করা হয়েছে তিনি যাতে ওয়ার্মিং প্যান নিয়ে চিন্তিত না হন, যদি না এটা গোপন আগুনের, অর্থাৎ কোন প্রেমময় প্রতিশ্রুতি বা

---

* স্লো কোচ: বিভিন্ন শহরে যাতায়াতের জন্যে এক্সপ্রেস ও স্লো কোচের ব্যবস্থা ছিল সে যুগে। ধীর গতির কাউকে বোঝাতে ইংরেজি ভাষায় এখনও স্লো কোচ বাগ্‌ধারাটি ব্যবহৃত হয়।

* ওয়ার্মিং প্যান: —ধাতব পাত্রে জ্বলন্ত কয়লা ভর্তি করে, শোবার আগে উষ্ণ করার জন্যে এটি বিছানায় রাখা হয়।

প্রেমের ভাষা না হয়ে থাকে? আর লক্ষ করুন, বলছে স্লো কোচ। কেন? হয়তো এর দ্বারা নিজেকে বোঝাতে চেয়েছে সে, গোটা ব্যাপারটায় সে নিশ্চয়ই ধীরে চলো নীতি নিয়েছিল, কিন্তু এখন অস্বাভাবিক ক্ষিপ্র হয়ে উঠতে বাধ্য হবে শুধু যদি আপনারা একটু সাহায্য করেন, ভদ্রমহোদয়গণ!

'আমি আর বেশি কিছু বলতে চাই না। আমার মক্কেলের সব আশা-ভরসা শেষ হয়ে গেছে। কার্ডটা আর তাঁর জানালায় শোভা পায় না—এবং কোন ভাড়াটেও আর নেই। অবিবাহিত ভদ্রলোকেরা আশপাশ দিয়ে আসে-যায় কিন্তু ভেতরে খোঁজ নেয়ার জন্যে আর কোন আমন্ত্রণ নেই। পুরো বাড়িটা গাঢ় অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। এমনকি ছোট বাচ্চাটার গলাও আর শোনা যায় না। মাকে কাঁদতে দেখলে কোন্ বাচ্চার মনে শান্তি থাকে আপনারাই বলুন? কিন্তু পিকউইক, ভদ্রমহোদয়গণ, পিকউইক, সেই নির্দয় বিশ্বাসঘাতক কিন্তু বহাল তবিয়তে আছে—মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, এতটুকু লজ্জা নেই, নিজের তৈরি ভগ্ন স্তূপের দিকে তাকাচ্ছে, একবারও দীর্ঘশ্বাস ফেলার বালাই নেই। ক্ষতিপূরণ, ভদ্রমহোদয়গণ—বিপুল ক্ষতিপূরণ চাপানো দরকার তার ওপর—আমার মক্কেলের জন্যে সেটাই হতে পারে একমাত্র সান্ত্বনা। এই ক্ষতিপূরণের জন্যে তিনি আকুল ফরিয়াদ জানাচ্ছেন বিচক্ষণ, উদারহৃদয়, বিবেকবান, সহানুভূতিশীল, সহমর্মী জুরিদের কাছে।'

অসাধারণ সমাপ্তিটি টেনে বসে পড়লেন মি. বাজফাজ এবং ঘুম ভাঙল মি. স্টেয়ারলেইনোর।

'নাথানিয়েল উইঙ্কল।' ডাকলেন মি. স্কিমপিন, মি. বাজফাজের সহকারী।

'হাজির!' বলল একটি দুর্বল কণ্ঠ। সাক্ষ্য দিতে এলেন মি. উইঙ্কল। তাঁকে জেরা করলেন মি. স্কিমপিন।

'আপনার নাম বলুন, স্যার।' উৎকর্ণ হয়ে জবাবটা শুনলেন, যেন জুরিদের সতর্ক করতে চাইলেন, মি. উইঙ্কল শপথভঙ্গ করে ভুয়া নাম

বলতে পারেন।

'উইঙ্কল,' জবাব দিলেন সাক্ষী।

'খ্রীষ্টান নাম কি?'

'নাথানিয়েল।'

'ড্যানিয়েল—অন্য কোন নাম?'

'নাথানিয়েল, স্যার—থুড়ি, মাই লর্ড।'

'নাথানিয়েল ড্যানিয়েল নাকি ড্যানিয়েল নাথানিয়েল?'

'শুধু নাথানিয়েল, ড্যানিয়েল নয়।'

'তাহলে তখন ড্যানিয়েল বললেন কেন আমাকে?'

'ড্যানিয়েল বলিনি, মাই লর্ড।'

'আলবত বলেছেন, স্যার,' কটমট করে তাকিয়ে বললেন বিচারপতি। 'তা নাহলে আমি ড্যানিয়েল লিখলাম কেন?'

তর্ক করা বৃথা।

'মি. উইঙ্কলের স্মৃতিশক্তি তেমন ধারাল নয়, মাই লর্ড,' বাধা দিলেন মি. স্কিমপিন, জুরির দিকে এক ঝলক চাইলেন। 'তবে জেরা শেষ হওয়ার আগেই এক্ষেত্রে তাঁর প্রভূত উন্নতি ঘটবে বলে আশা করা যায়।'

'আপনি সাবধান হয়ে যান, স্যার,' কঠোর চোখে উইঙ্কলকে মেপে বললেন খুদে বিচারপতি।

বেচারা মি. উইঙ্কল মাথা নুইয়ে সহজ হবার চেষ্টা করলেন, এতে করে তাঁকে হাতেনাতে ধরা পড়া চোরের মতন দেখাল।

'এখন মন দিয়ে আমার কথা শুনুন, মি. উইঙ্কল,' বললেন মি. স্কিমপিন। 'আপনি কি আসামী, মি. পিকউইকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু?'

'মি. পিকউইককে আমি চিনি প্রায়...'

'এড়িয়ে যাবেন না, প্লীজ। আপনি কি মি. পিকউইকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, নাকি না?'

'আমি বলতে চাইছিলাম...'

'জবাব দেবেন কি না?'

'হ্যাঁ, ঘনিষ্ঠ বন্ধু।'

'এ কথাটা বলতে এতক্ষণ লাগল কেন? বাদিনীকেও চেনেন নিশ্চয়ই?'

'চিনি না, তবে দেখেছি।'

'ও, চেনেন না কিন্তু দেখেছেন। দয়া করে জুরিদের বলবেন কি এর দ্বারা কি বোঝাতে চাইছেন?'

'মানে আমি ওঁকে ভাল করে চিনি না, কিন্তু গসওয়েল স্ট্রীটে মি. পিকউইকের বাসায় যখনই গেছি ওঁকে দেখেছি।'

'ক'বার দেখেছেন?'

মি. উইঙ্কল জানালেন এটা বলা অসম্ভব।

'বিশবারের বেশি?' যুগিয়ে দিলেন স্কিমপিন।

'আরও অনেক বেশি হবে,' এবার জবাব দিলেন মি. উইঙ্কল।

'গত জুলাইয়ের কোন এক সকালে আসামীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন আপনি, মনে করতে পারেন?'

'পারি।'

'সঙ্গে কি টাপম্যান ও স্নডগ্রাস নামে আরও দু'জন বন্ধু ছিল?'

'ছিল।'

'তারা কি উপস্থিত আছে এখানে?'

'আছে,' বললেন মি. উইঙ্কল, কঠোর চোখে বন্ধুরা যেখানে বসে আছে সেদিকে চাইলেন।

'দয়া করে বন্ধুদের চিন্তা বাদ দিয়ে আমার কথা মন দিয়ে শুনুন,' বললেন মি. স্কিমপিন। 'জুরিদের এবার বলুন দেখি, সেদিন সকালে ঘরে ঢুকে আসামীকে কি অবস্থায় দেখেছিলেন। বলে ফেলুন ঝটপট। আগে হোক কিংবা পরে বলতে যখন হবেই।'

'বিবাদী বাদিনীকে জড়িয়ে ধরে ছিলেন, মহিলার কোমরে তাঁর হাত ছিল,' স্বাভাবিক দ্বিধার সঙ্গে বললেন মি. উইঙ্কল, 'এবং বাদিনী জ্ঞান হারিয়েছেন মনে হচ্ছিল।'

'বিবাদী কিছু বলেছিল কিনা মনে পড়ে?'

'মহিলাকে উনি শান্ত হতে বলছিলেন। বলছিলেন কেউ এসে পড়লে কেলেঙ্কারি হবে—এমনি ধরনের কিছু।'

'আমার আর মাত্র একটা প্রশ্ন জানার আছে, মি. উইঙ্কল। আপনি কি বলবেন, আসামী, মি. পিকউইক এ কথাগুলো বলেছিল কিনা, "মিসেস বারডেল, আপনি একজন চমৎকার মহিলা; যেটা একদিন ঘটতই সেটা নাহয় আজই ঘটল," বা এমনি ধরনের কিছু?'

'আ-আমার তেমন কিছু মনে পড়ছে না,' বললেন মি. উইঙ্কল, হতভম্ব হয়ে গেছেন উকিলের চাতুরি লক্ষ করে। 'আমি সিঁড়িতে ছিলাম ঠিকমত শুনতে পাইনি। আমার ধারণা...'

'জুরিরা আপনার ধারণার কথা শুনতে চান না,' হস্তক্ষেপ করলেন মি. স্কিমপিন। 'সিঁড়িতে ছিলেন পরিষ্কার শুনতে পাননি। কিন্তু আপনি হলফ করে বলতে পারবেন আমি যে কথাগুলো বললাম সেগুলো আপনার বন্ধু বলেননি?'

'তা পারব না,' বললেন মি. উইঙ্কল। বিজয়ীর অভিব্যক্তি নিয়ে বসে পড়লেন স্কিমপিন।

প্রশ্নে প্রশ্নে জেরবার করা হলো মি. টাপম্যান ও মি. স্নডগ্রাসকেও।

মিসেস স্যান্ডার্সের ডাক পড়ল এরপর। জানা গেল, তিনি নাকি বলে বেড়িয়েছেন এবং মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, মি. পিকউইক তাঁর বান্ধবী মিসেস বারডেলকে বিয়ে করবেন। জুলাই মাসে মিসেস বারডেল মূর্ছা যাবার পর বাগ্দান শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার ভেবেছিলেন তিনি ও পড়শীরা। তাঁর ধারণা মি. পিকউইক বিয়ের তারিখ ঠিক করতে বলায় মিসেস বারডেল জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। কারণ মি. স্যান্ডার্স তাঁকে ও কথা বলায় তিনি নিজেও মূর্ছা গেছিলেন কিনা, এবং তাঁর ধারণা প্রতিটি খাঁটি ভদ্রমহিলা একই কর্ম করবেন। তাঁর পর এলেন মিসেস ক্লাপিনস।

তিনি বিদায় নিলে সার্জেন্ট বাজফাজ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'স্যাম ওয়েলারকে ডাকা হোক।'

ডাকার প্রশ্ন অবান্তর, কারণ নামোচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষীর কাঠগড়ায় হাজির স্যাম ওয়েলার।

'কি নাম আপনার?' বিচারপতির প্রশ্ন।

'স্যাম ওয়েলার, মাই লর্ড।'

'বানানটা কি "ডব্লিউ" দিয়ে নাকি "ভি" দিয়ে লেখেন আপনি?'

'যিনি লিখছেন ব্যাপারটা তাঁর উপর নির্ভর করে, মাই লর্ড,' জানাল স্যাম। 'জীবনে এক-দু'বারের বেশি অবশ্য লিখতে হয়নি; তবে লিখেছি যখন "ভি" দিয়ে লিখেছি।'

'এখন বলুন দেখি, মি. ওয়েলার,' বললেন সার্জেন্ট বাজফাজ। 'আপনি মি. পিকউইকের সহকারী কিনা।'

'হ্যাঁ, আমি ভদ্রলোকের কাজ করছি এবং করে খুব আনন্দ পাচ্ছি।'

'যেদিন আপনাকে বহাল করা হলো সেদিনের কোন অস্বাভাবিক ঘটনার কথা কি মনে পড়ে আপনার?'

'পড়ে, স্যার।'

'জুরিদের দয়া করে বলুন তবে।'

'যেদিন সকালেই নতুন ড্রেস পেয়েছিলাম,' বলল স্যাম। 'ব্যাপারটা ভীষণ অদ্ভুত লেগেছিল আমার।'

হো হো করে হেসে উঠল দর্শকবৃন্দ। খুদে বিচারপতি রেগে কাঁই হয়ে ধমক লাগালেন, 'ব্যবহার ঠিক মতন করবেন, স্যার।'

'মি. পিকউইকও তখন ঠিক এ কথাগুলোই বলেছিলেন, মাই লর্ড,' প্রত্যুত্তর দিল স্যাম। 'স্যুটটা দামী কিনা, খুব যত্ন করে পরেছি—খুবই প্রিয় জিনিস আমার, মাই লর্ড।'

'আপনি কি বলতে চান, মি. ওয়েলার,' বললেন সার্জেন্ট বাজফাজ, 'বাদিনীর ভিরমি খাওয়ার বিষয়ে আপনি কিছুই জানেন না?'

'কিছুই জানি না, স্যার,' জানাল স্যাম। 'আমি বারান্দায় ছিলাম। ডাক যখন পড়ল তখন সব মজা খতম।'

'আচ্ছা, শুনুন, মি. ওয়েলার,' বললেন মি. বাজফাজ. 'বলছেন

বারান্দায় ছিলেন অথচ কি ঘটে গেল তার কিছুই জানেন না, কিছুই দেখেননি। আপনার চোখ আছে, না কি?'

'আছে, স্যার। আর সেটাই তো যত নষ্টের গোড়া। চোখ না হয়ে শক্তিশালী ম্যাগনিফাইং মাইক্রোস্কোপ হলে হয়তো কাঠের দরজা ভেদ করে দেখতে পেতাম। কিন্তু চামড়ার চোখ বলে দৃষ্টিশক্তি কত দুর্বল আমার।'

আদালতসুদ্ধ লোক হেসে ফেলল এ কথায়, স্মিত হাসি বিচারপতির ঠোঁটের কোণেও; বোকা বনে গেছেন সার্জেন্ট বাজফাজ। ডডসন ও ফগের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সেরে স্যামের দিকে ফিরলেন তিনি, অতিকষ্টে ক্রোধ সংবরণ করছেন।

'আরেকটা প্রশ্ন, মি. ওয়েলার। গত নভেম্বরের কোন এক রাতে মিসেস বারভেলের বাসায় গিয়েছিলেন আপনি?'

'গেছিলাম, স্যার।'

'বাহ, চমৎকার,' খুশি হয়ে উঠলেন সার্জেন্ট বাজফাজ। 'এই কেসটা সম্পর্কে কিছু কথা নিশ্চয়ই ছিল আপনার?'

'গেছিলাম আসলে ভাড়া দিতে; তবে হ্যাঁ, এ ব্যাপারে কিছু কথাও হয়েছিল বটে।'

'কি কথা হয়েছিল একটু বলবেন কি?'

'কেন বলব না, স্যার,' জানাল স্যাম। 'যে মহিলা দু'জনকে জেরা করা হলো তাঁরা মি. ডডসন ও মি. ফগের খুব প্রশংসা করছিলেন।'

'তাঁদের সম্পর্কে নিশ্চয়ই উচ্চ ধারণা পোষণ করেছিলেন তাঁরা?' শুধালেন ব্যগ্র মি. বাজফাজ।

'হ্যাঁ,' বলল স্যাম। 'ওঁরা বলেছিলেন, মহান উকিলরা নাকি কথা দিয়েছেন, মি. পিকউইকের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে না পারলে নাকি কোন সম্মানী নেবেন না।'

অভাবিত জবাবটা শুনে ফের হাসির হুল্লোড় উঠল। ডডসন ও ফগ চুপসে গেল লজ্জায়, মি. বাজফাজের উদ্দেশে ঝুঁকে পড়ে কানে কানে

কি যেন বলল তারা।

'ঠিকই বলেছেন,' চড়া গলায় বললেন সার্জেন্ট বাজফাজ। 'এই লোকের কাছ থেকে, মাই লর্ড, নতুন কিছুই জানার নেই। আমি একে প্রশ্ন করে আদালতকে আর বিরক্ত করতে চাই না।'

ডডসন ও ফগের কেস যতখানি সম্ভব কাঁচিয়ে দিয়ে বক্স ত্যাগ করল স্যাম।

আর কোন সাক্ষী নেই। এবার আসামী পক্ষের মি. স্নাবিন জুরিদের কাছে মি. পিকউইকের দীর্ঘ গুণগান করলেন। বোঝাতে চাইলেন বিবাদীর চরিত্র ফুলের মতন পবিত্র। প্রমাণ করতে চাইলেন, মি. পিকউইকের লেখা চিঠি দুটো শুধুমাত্র ডিনার ও থ্রান থেকে ট্যুর শেষে প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত।

বিচারপতি স্টেয়ারলেই জুরিদের সঙ্গে কথা বললেন; জুরিরা নিজেদের প্রাইভেট রুমে গেলেন বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে এবং বিচারপতি তাঁর প্রাইভেট রুমে চলে গেলেন মাটনচপ ও শেরি গলাধঃকরণ করতে।

উদ্বেগপূর্ণ সিকি ঘন্টা কেটে গেল। ফিরে এলেন জুরিরা। ধরে আনা হলো বিচারপতিকে।

'ভদ্রমহোদয়গণ, রায়ের ব্যাপারে আপনারা একমত?'

'একমত, স্যার,' জুরিদের ফোরম্যান জবাব দিলেন।

'বিবাদী কি দোষী নাকি নির্দোষ?'

'দোষী।'

'ক্ষতিপূরণ?'

'সাড়ে সাতশো পাউন্ড।'

মি. পিকউইক মি. পার্কারকে অনুসরণ করে বেরিয়ে এলেন আদালত কক্ষ থেকে। একটা পার্শ্বরুমে মিলিত হলেন বন্ধুদের সঙ্গে। এখানে দেখা হলো ডডসন ও ফগের সঙ্গে, খুশিতে হাত কচলাচ্ছে তারা।

'আপনারা খরচটা তুলতে পারবেন ভাবছেন, তাই না?' মি. পিকউইকের প্রশ্ন।

ফগ বলল হয়তো পারবে। ডডসন মৃদু হেসে বলল চেষ্টা করবে।

'আপনারা যত খুশি চেষ্টা করতে পারেন মেসার্স ডডসন অ্যান্ড ফগ,' কঠোর কণ্ঠে বললেন মি. পিকউইক। 'কিন্তু জেনে রাখুন, আমার পকেট থেকে একটা পেনিও খসাতে পারবেন না, প্রয়োজনে যদি জেলে যেতে হয় তাও সই।'

'হা! হা!' হেসে উঠল ডডসন। 'শিগ্‌গিরিই মত পাল্টাবেন আপনি, মি. পিকউইক।'

রাগে বাক্যহারা মি. পিকউইককে তাঁর উকিল ও বন্ধুরা দরজার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন, স্যাম ওয়েলার ইতোমধ্যে ওখানে কোচ হাজির রেখেছে।

আঠারো

'আপনি কি সত্যিই টাকাটা দেবেন না ঠিক করেছেন?' পরদিন সকালে মি. পিকউইকের কামরায় প্রশ্ন করলেন মি. পার্কার।

'হাফ পেনিও না,' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন মি. পিকউইক। 'বন্ধুরা বুঝাতে অনেক চেষ্টা করেছে, রাজি হইনি। ডডসন আর ফগ যা খুশি করতে পারে। ...যাকগে, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের করতে ওদের কতদিন লাগবে আপনার ধারণা?'

'মাস দুয়েক।'

'ভেরি গুড,' বললেন মি. পিকউইক। 'ততদিন পর্যন্ত এ নিয়ে আর

'ভাবতে চাই না আমি। এখন কথা হচ্ছে,' বলে চারদিকে খুশির মৃদু চাইলেন ভদ্রলোক, 'আমরা এবার কোথায় যাচ্ছি?'

বন্ধুরা তাঁর বীরোচিত মনোভাব দেখে লা জবাব, ফলে বৃথাই অপেক্ষা করলেন মি. পিকউইক। 'বেশ,' বললেন তিনি, 'আমার ওপর ছেড়ে দিলে আমি বলব বাথের কথা। আমরা কেউই বোধহয় আগে ওখানে যাইনি।'

সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো প্রস্তাব। স্যামকে তখুনি পাঠানো হলো ওয়াইট হর্স ইনে, পরদিন সকাল সাড়ে সাতটার কোচে পাঁচটা আসন সংরক্ষণের জন্যে।

যাত্রার জন্যে দিনটি তেমন সুখপ্রদ নয়। বৃষ্টি পড়ছে, গুমোট কাটছে না তবুও। মিনিট বিশেক আগে পৌঁছে, পিকউইকবাহিনী ট্রাভেলার্স রুমে আশ্রয় নিতে গেলেন।

ওয়াইট হর্স ইনের ট্রাভেলার্স রুমটি নানা ভাগে বিভক্ত। একটি অংশ আজ সকালে দখলে রেখেছেন কঠোর চাহনির এক শ্মশ্রুমণ্ডিত মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। মাথায় চকচকে টাক তাঁর, অল্প ক'গাছি চুল দেখা যাচ্ছে কেবল দু'পাশে ও পেছনটায়। মি. পিকউইককে ঢুকতে দেখে কড়া চোখে নাস্তার প্লেট থেকে মুখ তুলে চাইলেন তিনি। তাঁর ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে কেউ তাঁকে ঠকাবে বলে সন্দেহ করছেন।

'ওয়েটার,' বললেন দেড়েল, 'আরও কটা টোস্ট আনো দেখি।'

'জ্বী, স্যার।'

'মাখন টোস্ট,' আগুন ঝরালেন ভদ্রলোক।

'এখুনি আনছি, স্যার।'

ভদ্রলোক আগুনের কাছে গিয়ে বুটের দিকে চেয়ে চিন্তামগ্ন হলেন।

'বাথের কোথায় থামে কোচটা কে জানে,' মি. উইকলকে অনুচ্চ স্বরে বললেন মি. পিকউইক।

'হুম, কি বললেন? বাথে যাচ্ছেন নাকি আপনি?' অচেনা লোকটির প্রশ্ন।

'যাচ্ছি, স্যার,' বললেন মি. পিকউইক।

'আর ওঁরা?'

'ওঁরাও যাচ্ছেন।'

'ভেতরে না,' কঠোর কণ্ঠে বলে উঠল লোকটি। 'সবার জায়গা হবে না। আমি দুটো সীট নিয়েছি। ওরা ঠাসাঠাসি করতে চাইলে আমি অন্য কোচ তো নেবই ওদের বিরুদ্ধে মামলাও ঠুকব।'

'ভেতরে মাত্র দুটো সীট নিয়েছি আমরা,' বললেন মি. পিকউইক।

'শুনে খুশি হলাম,' বললেন ভদ্রলোক। 'এই যে আমার কার্ড। আপনাদের নাম জানতে পারি?'

পরিচয় পর্বটা বন্ধুত্বপূর্ণ হলো এবং জানা গেল ভদ্রলোকের নাম ডাউলার; বাথে বেড়াতে যাচ্ছেন; আগে আর্মিতে ছিলেন; এখন ব্যবসা করছেন; এবং কোচে দ্বিতীয় আসনটি নেয়া হয়েছে মিসেস ডাউলারের জন্যে।

ইতোমধ্যে কোচ এসে গেল। পিকউইকবাহিনী ও মি. ডাউলার সস্ত্রীক বাথের ওয়াইট হার্ট হোটেলে এসে পৌঁছলেন। বলে নেয়া দরকার, মিসেস ডাউলার একজন আধুনিকা, রূপসী মহিলা।

মি. পিকউইক দু'মাস যেহেতু বাথে অবস্থান করতে চান, তাঁর ইচ্ছে নিজেদের জন্যে প্রাইভেট লজিঙের ব্যবস্থা করবেন। রয়াল ক্রিসেন্টে একটি বাড়ির ওপর তলাটা ভাড়া নিলেন তাঁরা। তাঁদের প্রয়োজনের তুলনায় ওটা বড় বলে মি. ডাউলার প্রস্তাব করলেন, তিনি একটি বেডরুম ও একটি সিটিংরুম নেবেন। সানন্দে সায় জানালেন পিকউইকবাহিনীর সভ্যরা।

মিনারেল ওয়াটারের জন্যে বাথ বিখ্যাত। পৌঁছেই মনের সুখে পানি পান করতে লাগলেন মি. পিকউইক ও তাঁর বন্ধুরা। এভাবে কেটে গেল সেদিনটি।

একদিন পরের কথা। মি. পিকউইক একাকী জেগে রয়েছেন, নোট লিখছেন। বন্ধুরা যে যার মত বিছানা নিয়েছেন। দরজায় মৃদু টোকার

শব্দ।

'একটু বিরক্ত করতে এলাম, স্যার,' বললেন ল্যাভলেডি মিসেস ক্র্যাডক। 'কিছু লাগবে-টাগবে?'

'না, ধন্যবাদ।'

'তাহলে এবার শুতে যেতে পারি,' বললেন ভদ্রমহিলা। 'মিসেস ডাউলার মহিলাদের কোন্ একটা সভায় গেছেন। মি. ডাউলার তাঁর জন্যে অপেক্ষা করবেন। আমি যাই, স্যার।'

'বেশ,' বললেন মি. পিকউইক।

আধ ঘণ্টার মধ্যে নোট নেয়া শেষ হলো তাঁর। এবার মোম নিভিয়ে, ওপরে বিছানায় গেলেন। মি. ডাউলারের দরজায় থেমে, নক করে শুভরাত্রি জানালেন।

'আহ,' বললেন মি. ডাউলার, 'ঘুমোতে যাচ্ছেন? আমারও চোখ লেগে আসছে কিন্তু কি করব বলুন। ঝড় হবে মনে হচ্ছে, তাই না?'

সায় জানালেন মি. পিকউইক, বিদায় নিলেন।

স্ত্রীর জন্যে আগুনের পাশে বসে রইলেন অনুগত স্বামী মি. ডাউলার। অপেক্ষার প্রহর বড় যন্ত্রণাদায়ক। সভার মহিলাদের ওপর মনে মনে রেগে উঠলেন ভদ্রলোক। তাঁকে ঘুমোতে দিচ্ছে না কি রকম অমানুষ! চেয়ারে বসে ঢুলতে ঢুলতে এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিলেন বিছানায় শুয়ে শুয়ে তিনি চিন্তা-ভাবনা করবেন—না, না, ঘুমোবেন না।

'আমার তো আবার কুম্ভকর্ণের ঘুম,' শোয়ার পর মনে মনে বললেন তিনি। 'আমাকে যে করে হোক জেগে থাকতে হবে। নইলে টোকার শব্দ পাব না।' পরমুহূর্তে ঘুমে তলিয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

তিনটের ঘণ্টা পড়তে, মিসেস ডাউলারের সেডান চেয়ার* হাজির হলো, বাহকদের একজন বেঁটে, মোটা ও অন্যজন লম্বা, লিকলিকে। পালকি নামিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল তারা, বাইরের দরজায় জোরে নক করল।

---

* সেডান চেয়ার : পালকি ধরনের বাহন।

কিছুক্ষণ পেরিয়ে যাওয়ার পরও কোন সাড়া মিলল না।

পালকির ভেতর অস্থির হয়ে উঠলেন মিসেস ডাউলার। ফের কড়া দিতে বললেন। 'আরও দু'তিনবার নক করো, প্লীজ।'

বাঁটকু দুমাদুম কিল-ঘুসি চালাল। ওদিকে লম্বু, রাস্তা থেকে আলো দেখা যায় কিনা দেখতে, জানালার দিকে মুখ তুলে চাইল।

কেউ এল না। চারদিক অন্ধকার, সুনসান।

আবারও তাড়া লাগালেন মিসেস ডাউলার, খানিকটা ভয় পেয়ে গেছেন।

দরজার ওপর হামলে পড়ল পালকি বাহকরা।

শেষ পর্যন্ত ঘুম ভাঙল মি. উইঙ্কলের এবং তাঁর ধারণা হলো কেউ হয়তো দরজা ধাক্কাচ্ছে। নিশ্চিত হওয়ার জন্যে, কান পেতে আরও দশ মিনিট বিছানায় বসে রইলেন তিনি। গুণে গুণে তেত্রিশবার কিল পড়ার শব্দ শুনে, এক লাফে বিছানা ছাড়লেন ভদ্রলোক, পায়ে চটি গলিয়ে ড্রেসিং গাউন চড়ালেন গায়ে। তারপর মোমবাতি জ্বেলে তরতর করে নেমে এলেন সিঁড়ি ভেঙে।

'কে যেন আসছে, ম্যাডাম,' বলল বেঁটে। 'হুঁশ হয়েছে শেষ পর্যন্ত।'

'ওর পেছনে সুচের খোঁচা দিতে পারলে বেশ হত,' লম্বা বিড়বিড় করে আওড়াল।

'কে ওখানে?' শিকল খুলে শুধালেন মি. উইঙ্কল।

'এত কথা কিসের, গর্দভ,' লম্বু তাঁকে চাকর-বাকর ভেবে ধমক ছাড়ল। 'আগে দরজাটা খোলো।'

মি. উইঙ্কল দড়াম করে দরজাটা খুলে, বাইরে পা রাখলেন। মোমবাতি মাথার ওপর তুলে আগ্রহী চোখে চাইলেন তিনি। ঠিক সে মুহূর্তে দমকা এক চোট বাতাস ধেয়ে এল। মোমবাতি গেল নিভে এবং মি. উইঙ্কলের পেছনে দরজাটা সশব্দে হয়ে গেল বন্ধ।

'বিপদে পড়ে গেলেন আপনি,' বলল বেঁটে লোকটি।

পালকিতে এক মহিলাকে দেখতে পেলেন ভদ্রলোক। পাঁই করে

ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজায় করাঘাত করতে লাগলেন। ঠাণ্ডায় হি হি করে কাঁপছেন তিনি, দরজায় বাড়ি দিতে যতবারই হাত তোলেন বেয়াড়া ভঙ্গিতে বাতাসে উড়ে যায় তাঁর ড্রেসিং গাউন। সে এক বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা।

সুবিখ্যাত রয়্যাল ক্রিসেন্ট রাস্তাটিতে তখন ক্রমেই নিকটবর্তী হচ্ছে বেশ কিছু মহিলা। তাদের সঙ্গে পুরুষমানুষও রয়েছে।

'মহিলারা এসে পড়ল!' কাতরধ্বনি বেরোল মি. উইঙ্কলের গলা চিরে। 'শিগ্‌গির একটা কিছু দিয়ে ঢেকে দাও আমাকে! দোহাই লাগে, আমার সামনে এসে আড়াল করে দাঁড়াও!'

কিন্তু কে শোনে কার কথা। পালকি বাহকরা তাঁর দুরবস্থা দেখে হেসেই খুন। মি. উইঙ্কল মরিয়ার মতন শোবার দরজায় কিল মেরে, ছুঁড়ে ফেলে দিলেন নেভা মোমবাতিটা এবং এক লাফে গিয়ে চড়লেন মিসেস ডাউলারের সেডান চেয়ারে।

ওদিকে মিসেস ক্র্যাডক চেঁচামেচি শুনে, মিসেস ডাউলারের জন্যে নেমে এসেছেন নিচে। বৈঠকখানার জানালা খুলতে মি. উইঙ্কলকে পালকিতে লাফিয়ে উঠতে দেখলেন। এদৃশ্য দেখামাত্র আর্তচিৎকার করে মি. ডাউলারকে ডাকাডাকি করতে লাগলেন ভদ্রমহিলা, কারণ তাঁর স্ত্রী তো পরপুরুষের হাত ধরে পালকি চেপে পালাচ্ছেন!

তিড়িং করে লাফ মারলেন মি. ডাউলার বিছানা ছেড়ে, তারপর ছুট। নিচের জানালায় তখন তাঁর সঙ্গে মি. পিকউইকও যোগ দিয়েছেন। দু'জনের চোখেই সবার আগে যেটা ধরা পড়ল সেটা হচ্ছে মি. উইঙ্কল পালকিতে চড়াও হয়েছেন।

'এই কে আছ,' ক্রুদ্ধ গর্জন ছাড়লেন মি. ডাউলার। 'জাপটে ধরো ওকে—পেড়ে ফেলো—আমি আসছি—ওর গলা কাটব আমি—একটা ছুরি দিন তো—এক পোঁচে কল্লা নামিয়ে দেব, মিসেস ক্র্যাডক—সত্যি বলছি!' তারস্বরে চিৎকাররতা ল্যান্ডলেডি ও মি. পিকউইককে পেছনে ফেলে, খেপাটে স্বামীটি একটা ছোট সাপার নাইফ হোঁ মেরে তুলে

নিয়ে ধেয়ে গেলেন রাস্তায়।

কিন্তু তাঁর জন্যে অপেক্ষা করবে তো মি. উইঙ্কল। মি. ডাউলারের হুমকি কানে যেতে না যেতেই লাফ মেরে পালকি থেকে নেমে রাস্তার ওদিকে ছুট দিয়েছেন তিনি, মি. ডাউলার ধাওয়া দিলেন তাঁকে। আগে আগে পাঁই পাঁই ছুটছেন ভদ্রলোক। মোড় ঘুরে দ্বিতীয়বার ফিরে যখন এলেন বাড়ির দরজা তখন খোলা। বাতাসের মত ভেতরে ঢুকে, ডাউলারের মুখের ওপর দরজা লাগিয়ে, দুদ্দাড় নিজের ঘরে গিয়ে উঠলেন। দরজায় ছিটকিনি দিয়েও নিশ্চিন্ত হলেন না মি. উইঙ্কল, সমস্ত আসবাব দরজার গায়ে ঠেস দিয়ে রাখলেন। আর সাত সকালে চম্পট দেয়ার জন্যে তড়িঘড়ি ব্যাগ গুছিয়ে নিলেন।

ডাউলার তাঁর কি-হোল দিয়ে নানা হুমকি-ধামকি দিয়ে শেষমেষ ক্ষান্ত হলেন। শাসিয়ে গেলেন কাল মি. উইঙ্কলের গলা নামাবেন। একটু পর সবাই যে যার বিছানায় চলে গেলে শান্ত হয়ে এল পরিবেশ।

পরদিন সকালে মি. পিকউইক গত দিনের চাইতে খানিকটা আগে নিচে গিয়ে বেল বাজালেন।

'স্যাম,' সে এলে বললেন ভদ্রলোক, 'গত রাতে একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেছে। তার ফলে উইঙ্কল এখন ভয় পাচ্ছে মি. ডাউলার তাকে খুন করবেন।'

'শুনেছি, স্যার,' জানাল স্যাম।

'সেই ভয়ে,' বললেন মি. পিকউইক, 'উইঙ্কল পালিয়েছে। আমাকে কিছু জানিয়েও যায়নি।'

'তাঁর উচিত ছিল এখানে থেকে প্রয়োজনে লড়াই করা, স্যার,' অবজ্ঞা ভরে বলল স্যাম। 'ওই ডাউলার লোকটাকে কব্জা করা মোটেই কঠিন কোন কাজ নয়।'

'তোমাকে, স্যাম, উইঙ্কলকে খুঁজে আনতে হবে।'

'নিশ্চয়ই, স্যার।' স্যাম তখুনি বেরিয়ে পড়ল। দু'ঘণ্টা পর ফিরে এসে খবর জানাল, মি. উইঙ্কলের মত দেখতে এক লোককে নাকি

সেদিন সকালে ব্রিস্টলের কোচে চাপতে দেখা গেছে।

'স্যাম,' ওর একটা হাত ধরে বললেন মি. পিকউইক। 'ওকে তোমার ফলো করতে হবে। ওকে দেখামাত্র চিঠি দেবে আমাকে। পালাতে চেষ্টা করলে মাথায় বাড়ি দিয়ো কিংবা কর্দা কোরো। আমার পূর্ণ সম্মতি রইল।'

'আমি খুব সতর্ক থাকব, স্যার।'

'ওকে বলে দিয়ো, তোমার সঙ্গে না আসলে আমি নিজে গিয়ে ওকে ধরে আনব।'

'বলব, স্যার।'

মি. পিকউইক তাঁর বিশ্বস্ত কাজের লোকটির হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে, তখুনি পলাতকের সন্ধানে ব্রিস্টল রওনা হতে বললেন।

উনিশ

হতভাগ্য ভদ্রলোকটি ব্রিস্টল গেছেন, কারণ অত সকালে আর কোন কোচ ছিল না। ফলে, যেটা পেয়েছেন সেটাতেই চেপে বসেছেন। দ্য বুশে রুম ভাড়া নিয়ে সকালটা শহর বেড়িয়ে কাটালেন। ডক, শিপিং, ক্যাথেড্রাল সব দেখে-টেখে শেষ পর্যন্ত অনুসন্ধানের জন্যে একটা দোকানে গেলেন।

নয়া রং চড়ানো দোকানটা কোন ডাক্তারের হবে বলে ধারণা হলো তাঁর। তাকে থরে থরে ওষুধের শিশি সাজানো।

সবুজ চশমা পরা হাঁড়িমুখো এক যুবক, ইয়াবড় এক বই হাতে এগিয়ে এল।

'বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, স্যার,' বললেন মি. উইঙ্কল, 'আমি

একটা ঠিকানা জানতে...'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল গোমড়ামুখো যুবক। বইটা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে কায়দা করে ফের ধরে ফেলল। 'কথা শোনো!'

মি. উইঙ্কল এই অদ্ভুত আচরণে ঘাবড়ে গিয়ে দরজার দিকে সভয়ে পা বাড়ালেন। পাগল নাকি রে বাবা!

'আরে, চিনতে পারেননি আমাকে?' বলে উঠল ডাক্তার। চশমা নামাতে বেরিয়ে পড়ল রবার্ট সয়্যার। 'আসুন, আসুন,' আমন্ত্রণ জানাল গাইজ হাসপাতালের রবার্ট সয়্যার ওরফে বব সয়্যার। পেছনের ঘরে মি. উইঙ্কলকে নিয়ে এল সে। অ্যারাবেলার ভাই বেঞ্জামিন অ্যালেন বসা এখানে, ম্যান্টলপিসে ফুটো করছে একটা গনগনে পোকার দিয়ে।

'বাহ,' বললেন মি. উইঙ্কল, 'খাসা জায়গা বেছেছেন তো।'

'এই আছে একরকম,' বলল বব সয়্যার। 'পাস করার পর বন্ধুরা টাকা-পয়সা দিল, পসার জমানোর জন্যে। তো কালো স্যুট আর চশমা পরে মুড নিয়ে বসে আছি আরকি।'

'ব্যবসা তো বেশ ভালই ফেঁদেছেন,' সপ্রশংস সুরে বললেন মি. উইঙ্কল।

'কোথায় আর—'

'কেন, অত যে শিশি-বোতল দেখলাম।'

'সব ভুয়া,' বলল বব সয়্যার। 'ভিতরে খালি পানি।'

ব্যান্ডি পরিবেশন করল বেঞ্জামিন, গল্প-গুজব চলছে এসময় ধূসর ইউনিফর্ম পরা এক ছোকরা এসে হাজির।

'টম,' বলল বব, 'এসো। ওষুধ দিয়ে এসেছ তো ঠিকঠাক মত?'

'জ্বী, স্যার।'

'বড় বাড়ির বাচ্চাটার জন্যে পাউডার? আর বুড়ো ভদ্রলোকের জন্যে বড়ি?'

'জ্বী, স্যার।'

'তবে যে বললেন সব ভুয়া,' বললেন মি. উইঙ্কল, 'কিছু ওষুধ তো

ঠিকই বিক্রি হচ্ছে।'

'আরে ভাই, টম আসলে সব উল্টোপাল্টা বাড়িতে ওষুধ দিয়ে আসে,' সামনে ঝুঁকে ষড়যন্ত্রের সুরে বলল বব। 'বেল টিপে চাকরের হাতে পুরিয়া ধরিয়ে দেয়। সে গিয়ে ওটা দেয় মালিকের হাতে, ভদ্রলোক লেবেলে পড়েন: "বড়ি ও পাউডার রাতে নিতে হবে। ডাক্তার সয়্যার: প্রেসক্রিপশন সযত্নে তৈরিকৃত।" ব্যস, আর পায় কে, বাড়ির সবাই জেনে যায় আমার নাম। পরদিন আবার টম যায় ও বাসায়; "দুঃখিত ভুল হয়ে গেছে—আসলে এত জায়গায় ওষুধ পাঠাতে হয় যে মনে রাখা দায়—মি. সয়্যার ক্ষমা চেয়েছেন।" এরপর আর বিখ্যাত হওয়া ঠেকায় কে? ডাক্তারির এই হচ্ছে মোক্ষম চাল, বুঝলেন কিনা। এই করেই তো পসার জমায় লোকে...'

'বেঁড়ে আইডিয়া ফেঁদেছেন তো,' বললেন মি. উইঙ্কল।

'ওহ, বেন আর আমি এমনি আরও এক ডজন বুদ্ধি বের করে ফেলেছি,' খুশিয়াল কণ্ঠে বলল বব। 'এক লোককে হপ্তায় আঠারো পেন্স করে দিই, প্রতি রাতে দশ মিনিট করে আমার বেল বাজায়। আমার ছেলেটা গির্জায় গিয়ে সব সময় ডেকে আনে আমাকে, যখন আরকি সবাই এমনি এমনি বসে থাকে তখন। লোকে মনে করে কেউ নিশ্চয়ই গুরুতর অসুস্থ তাই ডাক পড়েছে আমার। কি, কেমন বুঝছেন?'

ওষুধের আরও কিছু রহস্য ব্যাখ্যা করে হাসাহাসি করতে লাগল দুই তরুণ ডাক্তার। বব সয়্যার এরপর কিছুক্ষণের জন্যে দোকানে গেল।

কথা প্রসঙ্গে মি. উইঙ্কলকে জানাল বেন, তার বোন অ্যারাবেলাকে সে ববের সঙ্গে বিয়ে দিতে চায়, দু'জনের বয়সের ব্যবধান পাঁচ বছর এবং দু'জনেরই জন্ম আগস্টে। 'কিন্তু কেন জানি অ্যারাবেলা খালি গাঁই গুঁই করে,' বলল বেন, 'বোধহয় আর কাউকে পছন্দ ওর।'

'কে সে কোন ধারণা আছে আপনার?' ভালমানুষের মত মুখ করে প্রশ্ন করলেন মি. উইঙ্কল।

বেন অ্যালেন পোকারটা শূন্যে দুলিয়ে, একটি কাল্পনিক মাথা লক্ষ্য

করে হিংস্র আক্রোশে আঘাত হানল। 'কে জানে কে,' বলল ও। 'বাগে পেলে ব্যাটাকে মজা টের পাইয়ে দিতাম।'

ঢোক গিললেন মি. উইক্কল, আলাপচারিতার মাধ্যমে জেনে নিলেন অ্যারাবেলা ব্রিস্টলের কাছেপিঠেই বাস করছে। কিন্তু জায়গাটা ঠিক কোথায় জানা হলো না তাঁর।

'বাবা-মা নেই যখন দায়িত্ব তো আমারই।' বলল বেন, 'এখানে এক ফুফুর কাছে রেখেছি ওকে, মাথার ভূতটা যদি নামে। তাও যদি দেখি কাজ হচ্ছে না তখন বিদেশে নিয়ে যাব, দেখব ববকে বিয়ে না করে কই যায় ও।'

বব সন্ধ্যার একটা মাংসের পাই নিয়ে এল এসময় এবং সন্ধে পেরিয়ে গেল আড্ডাবাজিতে।

দ্য বুশে ফিরে মি. উইক্কল এক দীর্ঘদেহী ভদ্রলোককে আগুনের সামনে, তাঁর দিকে পেছন ফিরে বসে থাকতে দেখলেন। ভদ্রলোক চেয়ারটা একটু সরিয়ে বসতে তাঁর মুখ দেখা গেল। কালান্তক মি. ডাউলার!

তৎক্ষণাৎ বেল বাজানোর আন্তরিক তাগিদ অনুভব করলেন মি. উইক্কল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ওটা মি. ডাউলারের মাথার কাছে। ওটার উদ্দেশে এক কদম এগিয়ে থমকে গেলেন তিনি। ওদিকে মি. ডাউলারও সেই ফাঁকে চেয়ার ছেড়ে উঠে ত্বরিত পিছু হটে গেছেন।

'মি. উইক্কল, স্যার! শান্ত হোন, প্লীজ। মাথা ঠাণ্ডা করুন! আমি রক্তারক্তি বড্ড ভয় পাই, স্যার!' বলে উঠলেন সাবেক সৈনিক মি. ডাউলার। 'বসুন, প্লীজ! আগে আমার কথা শুনুন!'

'স্যার,' বললেন মি. উইক্কল, আপাদমস্তক শিউরে উঠলেন। 'বসার আগে আপনার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাই। কাল রাতে আপনি আমাকে খুন করার হুমকি দিচ্ছিলেন, স্যার, ভয়ঙ্কর হুমকি।'

'দিচ্ছিলাম,' মুখ মি. উইক্কলের মতই ফ্যাকাসে ভদ্রলোকের। 'পরিস্থিতি তখন সন্দেহজনক ছিল। কিন্তু পরে সবই জেনেছি আমি। আপনার সাহসিকতাকে শ্রদ্ধা করি আমি। আপনার মনে কোন পাপ

নেই। আসুন, হাত মেলান, স্যার।'

ইতস্তত করতে লাগলেন মি. উইক্কল। 'সত্যি, স্যার, আমি...'

'বুঝতে পেরেছি,' বাধা দিলেন মি. ডাউলার। 'আপনি এখনও রেগে আছেন। স্বাভাবিক। আমি হলেও তাই করতাম। আমি ভুল করেছি। আমাকে ক্ষমা করে দিন, স্যার। আসুন, আজ থেকে আমরা আবার বন্ধু হয়ে যাই।' প্রায় জোর করে উইক্কলের হাত টেনে নিয়ে রাম ঝাঁকুনি দিতে লাগলেন ডাউলার, বলতে লাগলেন তাঁর মতন অসীমসাহসী পুরুষ তিনি নাকি আর দেখেননি ইত্যাদি ইত্যাদি।

'এখন বলুন দেখি,' বললেন ডাউলার। 'আরে বসুন না। সব খুলে বলুন। আমাকে খুঁজে পেলেন কিভাবে?'

'ভাগ্যক্রমে বলতে পারেন,' জানালেন মি. উইক্কল।

'সকালে ঘুম থেকে উঠে,' বললেন ডাউলার, 'গতকালের হুমকির কথা একদম ভুলে গেছি। এমন হাসি পেল মনে পড়তে। নিচে নেমে দেখি আপনি নেই, পিকউইক বেজার মুখে বসে আছেন। তিনি চান না খুনোখুনি হোক। সবই বুঝতে পারলাম। আপনি অপমানিত বোধ করেছেন, হয়তো কোন বন্ধু-বান্ধবের কাছে গেছেন। কে জানে হয়তো পিস্তল-টিস্তল নিয়ে আসবেন।'

খোলাসা হচ্ছে বিষয়টা ধীরে ধীরে। মি. উইক্কল চেহারায় গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলেন।

'আপনার জন্যে একটা চিরকুট রেখে এসেছি,' বলে যাচ্ছেন ডাউলার। 'বলেছি আমি খুবই দুঃখিত। ব্যবসার জরুরী কাজে ব্রিস্টল আসতে হলো। এখন দেখছি আপনি পিছু ধাওয়া করে এসেছেন। কিন্তু, ভাই, আমি তো মাফ চেয়েইছি আর অযথা এসব নিয়ে মন কষাকষির কি দরকার? আমার এখানকার কাজ হয়ে গেছে। কাল চলে যাব।'

ডাউলারের বক্তব্য শেষ হতে গম্ভীর থেকে গম্ভীরতর হয়ে উঠল মি. উইক্কলের অভিব্যক্তি। কথোপকথন শুরুর সময়কার রহস্যটা ভেঙে গেছে। মি. ডাউলার মুখে যতই ফটফট করুন না কেন, ভদ্রলোক তাঁর

মতই ভীরু ও কাপুরুষ।

মি. উইঙ্কল এমন কাতর অনুরোধ ফেলতে না পেরে শেষ অবধি ক্ষমা করলেন। তাঁর ঔদার্য ও মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়ে গেলেন মি. ডাউলার। দু'জনে যখন ঘুমোতে গেলেন, ততক্ষণে চিরন্তন বন্ধুত্বের অসংখ্য প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়ে গেছে দু'তরফ থেকেই।

সাড়ে বারোটা নাগাদ দরজায় সশব্দ করাঘাতে ঘুম ভেঙে গেল মি. উইঙ্কলের। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে জানতে চাইলেন, 'কে?'

'এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, স্যার,' বলল মেইড, 'খুব নাকি জরুরী।'

মি. উইঙ্কল দরজা খুলতে স্যাম ওয়েলার প্রবেশ করলে ঘরে, ভেতর থেকে দরজায় ফের তালা মেরে চাবিটা আলগোছে ছেড়ে দিল পকেটে।

'এর মানে কি?' ক্রুদ্ধ মি. উইঙ্কলের প্রশ্ন।

'এর মানে কি? হাসালেন দেখছি।' বলল স্যাম।

'তালা খুলে, এখুনি বেরিয়ে যাও বলছি আমার ঘর থেকে।'

'আপনি যখন বেরোবেন ঠিক তখনই আমিও বেরিয়ে যাব, স্যার।' বসে পড়ে বলল স্যাম। 'আপনাকে পিঠে করে নিয়ে যেতে হলে অবশ্য আপনার একটুখানি আগে ঘর ছাড়ব আমি। কিন্তু আশা করি তার দরকার হবে না। আপনি কেমন তরো বন্ধু, স্যার, আমার মনিবকে এভাবে মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে ফেলে এসেছেন? জানেনই তো, নীতির প্রশ্নে অটল আমার মহান মনিব এমনিতেই নানা ঝামেলায় জড়িয়ে আছেন, নীতির জন্যে জেলে পর্যন্ত তিনি যেতে রাজি?'

'শোনো, শোনো,' বললেন মি. উইঙ্কল, হাত বাড়িয়ে দিলেন। 'আমার বন্ধুর প্রতি তোমার আনুগত্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাঁর মনোকষ্ট বাড়ানোয়ে আমি খুবই দুঃখিত।'

'ঠিক আছে,' বলল স্যাম। 'আপনাকে এখানে পেয়ে খুব ভাল হলো! আসলে সাধ্য থাকলে কাউকে আমার মনিবের মনে কষ্ট দিতে দিতাম না; এই আরকি।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' বলে উঠলেন মি. উইঙ্কল। 'এখন শুতে যাও, স্যাম, সকালে এ ব্যাপারে কথা বলব, কেমন?'

'দুঃখিত, স্যার,' জানাল স্যাম, 'শুতে যাওয়া যাবে না।'

'কেন?' মি. উইঙ্কল জানতে চাইল।

মাথা নাড়ল স্যাম। 'এ ঘর ছেড়ে কোথাও আমার যাওয়া চলবে না।'

'কি বোকার মত কথা বলছ, স্যাম,' খেপে উঠলেন মি. উইঙ্কল। 'আমার এখানে দু'তিনদিন থাকতে হবে; বেশিও হতে পারে, তোমাকেও থাকতে হবে, একটা মেয়েকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবে তুমি—মিস অ্যালেনকে, স্যাম, মনে আছে নিশ্চয়ই—ব্রিস্টল ছাড়ার আগে ওর সঙ্গে যে করে হোক দেখা করতেই হবে আমাকে।'

প্রথমটায় প্রতিটি প্রস্তাবের বিপক্ষে মাথা নাড়ল স্যাম, মুখে বলে গেল, 'সম্ভব নয়।' কিন্তু বিস্তর যুক্তিতর্কের পর সে দুর্বল হয়ে এল। শেষমেষ দু'জনের মধ্যে একটা চুক্তি হলো, এর প্রধান শর্তগুলো হচ্ছে:-

—স্যাম মি. উইঙ্কলকে তাঁর ঘরে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করে, শুতে যাবে নিজের কামরায়, তবে এই শর্তে, স্যাম বাইরে থেকে দরজায় তালা মেরে চাবি নিয়ে যেতে পারবে।

—পরদিন সকালে মি. পিকউইককে একটি চিঠি লেখা হবে; ব্রিস্টলে স্যাম ও মি. উইঙ্কলের অবস্থানের সপক্ষে সম্মতি প্রার্থনা করে।

—মি. উইঙ্কলের প্রস্তাব মান্য করা হবে একমাত্র মি. পিকউইক যদি ব্রিস্টলে তাদের অবস্থানের পক্ষে রায় দেন; নচেৎ তল্পিতল্পা গুটিয়ে যত শীঘ্রি সম্ভব ফিরে যেতে হবে।

চুক্তি হলে পর, দরজায় তালা মেরে চলে গেল স্যাম।

বিশ

পরদিন প্রতিটি সভবপর মুহূর্ত স্যাম মি. উইক্কলকে চোখে চোখে রাখল। এক পলকের জন্যেও মি. উইক্কলকে চোখের আড়াল হতে দিল না ও। কোন সন্দেহ নেই, মি. পিকউইক ত্বরিত তাদের চিঠির জবাব না দিলে, মি. উইক্কলকে সে হাত-পা বেঁধে বাথে নিয়ে যেত। সেদিন রাত আটটার দিকে মি. পিকউইক স্বয়ং দ্য বুশের কফিরুমে প্রবেশ করলেন। মি. ডাউলার চিঠিটা পৌঁছে দিয়েছিলেন তাঁর হাতে।

'নিজে আসাই ভাল মনে করলাম,' বললেন মহান নেতা। 'এই ব্যাপারে স্যামের জড়িয়ে পড়ার আগে আমার জানা দরকার সত্যিই তুমি ওই মেয়ের ব্যাপারে সিরিয়াস কিনা?'

'সিরিয়াস মানে! আমি কতখানি সিরিয়াস আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না!' থরথর আবেগের সঙ্গে বললেন ভদ্রলোক।

বেন অ্যালেনের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের বিষয়টা খুলে বললেন নেতাকে। তাঁর এখন ইচ্ছা, মেয়েটির সঙ্গে দেখা করে ভালবাসার কথা বলবেন। তিনি স্থিরনিশ্চিত, ব্রিস্টলের কাছাকাছি কোন গ্রামে বন্দিনী অবস্থায় আছে সে।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, পরদিন সকালে স্যাম মেয়েটির খোঁজ বের করার কাজে লাগল। খুবই শক্ত একটা কাজ। রাস্তায় রাস্তায় অনেক ঘুরল স্যাম, কিন্তু মেয়েটির হদিস দিতে পারে এমন কিছু বা কাউকে পেল না।

শেষ পর্যন্ত, দুরন্ত বাতাসের প্রতিকূলে মাঠ-ময়দান ঠেঙিয়ে এক জায়গায় এসে পৌঁছল সে। ছোট ছোট বেশ কিছু ছিমছাম বাসাবাড়ি

রয়েছে এখানে। ক্লান্ত দেহটি এলিয়ে একটা পাথরে জিরিয়ে নিতে বসল ও, বাড়িগুলোর গেটের কাছে। ও বসে রয়েছে, এসময় একজন কাজের মেয়ে গেট খুলে, রাস্তায় এসে কার্পেট ঝাড়তে লাগল।

স্যাম নিজের চিন্তায় এতই মশগুল ছিল যুবতীর দিকে হয়তো দৃষ্টিক্ষেপই করত না। কিন্তু ভারী কার্পেটটা ঝাড়তে মেয়েটির কষ্ট লক্ষ করে তার পৌরুষ বোধ জেগে উঠল। পাথর ছেড়ে দ্রুত এগিয়ে গেল ও।

'আপনার অত সুন্দর কোমরটা নষ্ট হয়ে যাবে। দিন, আমার কাছে দিন,' বলল।

যুবতী ঘুরে দাঁড়াল—আগন্তুকের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেবে পত্রপাঠ। কিন্তু স্যামকে দেখে সে ক'কদম পিছে সরে তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার করে উঠল। স্যামও কম অবাক হয়নি। এই মেয়ে যে তার পূর্ব পরিচিতা!

'আরে, মেরি যে!' বলে উঠল ও।

'হায় খোদা,' বলল মেরি। 'তুমি এখানে?'

'তোমার জন্যে, তোমার খোঁজে,' জানান স্যাম, আবেগে ভেসে গেল মিথ্যেটুকু।

'কিন্তু আমি এখানে জানলে কিভাবে?'

'তাই তো, জানলাম কিভাবে?' পাল্টা রহস্য করে বলল স্যাম।

'নিশ্চয়ই রাঁধুনী বলেছে,' বলল মেরি।

'এই তো ধরে ফেলেছ,' বলে হাঁফ ছাড়ল স্যাম। 'আচ্ছা, মেরি, কাজের কথায় আসি। খুব একটা সমস্যায় পড়ে গেছি, বুঝলে? আমার মনিবের এক বন্ধু—মি. উইকল—তাঁকে মনে আছে তোমার?'

'সবুজ কোট তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'উনি প্রেমের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছেন।' এবার সবটা খুলে বলল স্যাম।

'তাই ভাবলাম, তোমাকেও একনজর দেখে যাই, আবার ওই অ্যারাবেলা অ্যালেনের খোঁজটাও নিয়ে যাই, বুঝলে না?' বলে শেষ

করল স্যাম।

'কি নাম বললে?' হতচকিত মেরি শুধাল।

'মিস অ্যারাবেলা অ্যালেন।'

'হায় খোদা!' পাশের বাসার বাগানটা আঙুলের ইশারায় দেখাল মেরি। 'উনি তো ওই বাসায় আছেন, মাস দেড়েক ধরে।'

'ভাল,' বলল স্যাম, 'কপাল আর কাকে বলে! সারাদিন ঘুরে মরছি যার খোঁজে সে আছে তোমাদের পাশের বাসায়।'

'কিন্তু বিকেল ছাড়া ওঁর সঙ্গে দেখা হবে না,' বলল মেরি। 'বিকেলে বাগানে হাঁটতে বেরোন। এছাড়া একা আর কোথাও যাওয়ার অনুমতি নেই।'

স্যাম ক'মুহূর্ত ভেবেচিন্তে একটা বুদ্ধি আঁটল। বিকেলে এখানে ফিরে আসবে ও। মেরি তার বাগানে ওকে ঢুকতে দেবে, ও নাশপাতি গাছটায় চড়ে দেয়ালের ওপারে খবর পৌঁছে দেবে অ্যারাবেলাকে; এবং বলে রাখবে মেয়েটির পক্ষে সম্ভব হলে কাল সন্ধেয় মি. উইঙ্কলকে নিয়ে এসে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করবে। মেরির সঙ্গে আলাপটুকু সেরে এবার কার্পেট ঝাড়াইয়ে হাত লাগাল স্যাম।

সেদিন বিকেলে পরিকল্পনা অনুযায়ী নাশপাতির ডালে চড়ে বসল স্যাম, অ্যারাবেলা তখন বাগানে পায়চারি করছে। মেয়েটি গাছের তলে আসতে না আসতেই বিদঘুটে শোরগোল পাকিয়ে তুলল স্যাম। ঝট করে মুখ তুলতে ওকে দেখতে পেল অ্যারাবেলা। 'কে ওখানে?' জিজ্ঞেস করল। 'কি চাই?'

'আজ্ঞে,' বলল স্যাম, 'আমি, মিস, আমি।'

'আরে, মি. স্যামের গলা না!'

'ঠিক ধরেছেন, মিস,' বলল স্যাম। 'মি. উইঙ্কল আপনার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছেন।'

'হ্যাঁ?' বলে দেয়ালের কাছে চলে এল মেয়েটি।

'হ্যাঁ, মিস,' বলল স্যাম। 'গত রাতে তো মনে হচ্ছিল বেঁধে রাখতে

হবে। মাথা কুটে মরতে বাকি শুধু। বলছেন আগামীকাল রাতের মধ্যে আপনাকে দেখতে না পেলে নাকি নদীতে ডুবে মরবেন।'

'ওহ, না, না, মি. স্যাম,' বলে উঠল অ্যারাবেলা, হাত চেপে ধরেছে ওর।

'উনি তো তাই বলছেন, মিস,' জানাল স্যাম। 'আপনি বরং শিগগিরি ওঁর সঙ্গে দেখা করুন।'

'কিন্তু কিভাবে? কোথায়?' শুধাল অ্যারাবেলা। 'আমার তো বাড়ি ছেড়ে বেরনোর উপায় নেই। আমার ভাইটা যা কড়া!'

কিছুক্ষণ ধরে দেখা করাতে ক্রমাগত অস্বীকৃতি জানিয়ে গেল অ্যারাবেলা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কার যেন পায়ের শব্দ শুনে পরদিন সন্ধের জন্যে সায় দিতে বাধ্য হলো। মিষ্টি হাসি উপহার দিয়ে তড়িঘড়ি সরে পড়ল মেয়েটি।

দেয়াল থেকে নেমে এল স্যাম, বলাবাহুল্য, মেরির সঙ্গে খানিকক্ষণ হৃদয়ের ভাব বিনিময় করতে ভুল করল না; তারপর ফিরে গেল দ্য বুশে।

'আমাদের খুব সাবধান থাকতে হবে,' স্যামের কথা শুনে বললেন মি. পিকউইক। 'আমাদের নিজেদের জন্যে নয়, ওই মেয়েটার কথা ভেবে। খুব হুঁশিয়ার থাকতে হবে আমাদের।'

'আমাদের?' মি. উইঙ্কল হতভম্ব।

'হ্যাঁ, আমি যাব তোমার সঙ্গে।'

তো, পরদিন সন্ধ্যায় মি. পিকউইক, প্রেমিকপ্রবর মি. উইঙ্কল ও স্যাম ওয়েলার কোচে চেপে অ্যালানেলেনের গলিতে এসে হাজির হলেন। বাড়ি থেকে সিকি মাইল দূরে কোচ ছেড়ে পায়ে হেঁটে পথটুকু পাড়ি দিলেন তাঁরা। অন্ধকার রাস্তায় পথ দেখাচ্ছে মি. পিকউইকের লণ্ঠন।

খোলা গেট দিয়ে পা টিপে টিপে তিনজনে প্রবেশ করলেন বাগানে।

'মিস অ্যালেন কি বাগানে এসেছে, মেরি?' উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞেস

করলেন মি. উইক্কল।

'বলতে পারব না,' জানাল মেইডটি। 'তবে আমার মনে হয়, মি. ওয়েলার আপনাকে যদি গাছে তুলে দেন আর মি. পিকউইক রাস্তায় চোখ রাখেন সেটাই সবচেয়ে ভাল হবে। আরে, ওটা কি?'

'ওই লণ্ঠনটাই আমাদের খাবে,' খেপে উঠল প্রায় স্যাম। 'কি করছেন একটু ভেবে দেখুন, স্যার। পেছনের জানালায় আলোকসজ্জা তৈরি করছেন আপনি।'

'ওহ হো!' কাঁচুমাচু স্বরে বলে উঠলেন মি. পিকউইক। 'ভুল হয়ে গেছে।'

'আলো এখন পাশের বাসাটায় পড়ছে, স্যার!' প্রতিবাদ জানাল স্যাম।

'অ্যাঁ,' বলে ঘুরে গেলেন আবার মি. পিকউইক।

'লোকে ভাববে এবার আস্তাবলে আগুন লেগেছে,' বলল স্যাম। 'ওটা নেভানো যায় না, স্যার? ওই যে, পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। মনে হয় মিস্ত্র এসে গেছেন। যান, মি. উইক্কল, স্যার। উঠে পড়ুনগে!'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' বলে উঠলেন মি. পিকউইক। 'আগে আমি কথা বলব। ওহে স্যাম, আমাকে একটু ধরো দেখি।'

স্যাম দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে পিঠ পেতে দিল। 'উঠে পড়ুন, স্যার।'

'তুমি যে ব্যথা পাবে হে,' বললেন মি. পিকউইক।

'কিছু হবে না, স্যার। ওঁকে একটু ধরুন, মি. উইক্কল। নড়বেন না, স্যার, নড়বেন না। হ্যাঁ, এই তো।'

মি. পিকউইক এমুহূর্তে স্যামের পিঠে চড়ে, দেয়ালের ওপারে চশমা গলাতে পেরেছেন।

'মাই ডিয়ার,' বললেন ভদ্রলোক, ওপাশে অ্যারাবেলাকে দেখে। 'ভয় পেয়ো না। আমি, আমি।'

'ওহ, প্লীজ চলে যান, মি. পিকউইক,' বলল মেয়েটি। 'সবাইকে চলে যেতে বলুন। ভীষণ ভয় করছে আমার।'

'ভয়ের কিছু নেই, আমরা তো আছি।'

'আপনি এসেছেন আমি খুব খুশি হয়েছি, স্যার।' অ্যারাবেলা আরও কিছু বলতে যাবে কিন্তু স্যাত করে গায়েব হয়ে গেল মি. পিকউইকের মাথা, স্যামের কাঁধে তাল সামলাতে ব্যর্থ হয়ে দরজাতে পতন ঘটে গেছে মহাপুরুষটির। তখুনি অবশ্য উঠে পড়লেন তিনি, মি. উইঙ্কলকে নির্দেশ দিলেন ছুটে গিয়ে গলিতে নজর রাখতে।

কিন্তু অত্যুৎসাহী মি. উইঙ্কল সে মুহূর্তে গাছ বেয়ে উঠে, অন্তরের গভীরতম ভালবাসার কথা জানাতে ব্যস্ত অ্যারাবেলাকে।

হঠাৎ পায়ের আওয়াজ পেয়ে গলির দিকে ছুট দিলেন মি. পিকউইক, তাঁর পেছন পেছন মি. উইঙ্কল ও স্যাম। আর অ্যারাবেলা দৌড়ে গিয়ে ঘরে দোর দিল। বাগানের গেট আটকে, পাঁই পাঁই ছুটছে তিন অভিযাত্রী, এমনিসময় কাউকে অন্য একটি বাগানের গেট খুলতে শোনা গেল।

'এক মিনিট,' ফিসফিসিয়ে বলল স্যাম। 'একটু আলো দেখান, স্যার।'

মি. পিকউইক আলো জ্বালতে দু'ফিটের মধ্যে এক লোকের মাথা উঁকি দিতে দেখল স্যাম। বাগানের গেটে মুণ্ডুটা ঠুকে দিয়ে, চোখের পলকে মি. পিকউইককে পিঠে তুলে নিল স্যাম; তারপর অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায় মি. উইঙ্কলকে অনুসরণ করল।

মি. উইঙ্কলের নাগাল পেতে মনিবকে নামিয়ে দিল স্যাম। 'আসুন, স্যার। আমাদের মাঝখানে চলে আসুন। আর অল্প একটু বাকি। মনে করুন, দৌড়ের মেডেল জিতছেন, স্যার। নিন, পা চালান।'

মি. পিকউইকের ভোঁ দৌড় দেখে বিস্ময়ে সঙ্গীদের মুখ হাঁ হয়ে গেল। কোচ অপেক্ষা করছিল, কিছুক্ষণের মধ্যেই দলটা ঝড়ের বেগে দ্য বুশে এসে হাজির হলো।

'এখুনি ঘরে চলে যান, স্যার,' মনিবকে নামতে সাহায্য করে বলল স্যাম। 'এমন ব্যায়ামের পর ঠাণ্ডায় বাইরে থাকা ঠিক না। কিছু মনে

করবেন না, স্যার,' মি. উইক্কল নাগতে তাঁকে বলল, 'সব ঠিকঠাক মত হয়েছে তো, স্যার?'

মি. উইক্কল স্যামের হাত চেপে ধরে কানে কানে বললেন, 'বিলকুল, স্যাম, বিলকুল।' এবার চোখ টিপে, খুশিমনে কোচের দরজা লাগিয়ে দিল স্যাম।

একুশ

ক'সপ্তাহ পর মি. পিকউইক লন্ডনের জর্জ ইনে ফিরে এলেন। ট্রায়ালের পর দু'মাস পেরিয়ে গেছে। প্রত্যাবর্তনের তৃতীয় দিন সকালে, ইয়ার্ডে দাঁড়িয়ে স্যাম, এসময় উদ্ভট টাইপের এক লোক কোচে চেপে হাজির হলো। জমকালো পোশাক পরনে তার, গায়ের গয়না-গাটি দেখে মহিলারাও লজ্জা পাবে। সে পৌঁছতে রাস্তার ওপার থেকে জীর্ণ পোশাক পরা এক লোককে এ দিকে এগিয়ে আসতে দেখল স্যাম। সুবেশ লোকটির আগমনের হেতু অনুমান করে, তার আগে ইনে ঢুকে দরজা আগলে দাঁড়াল স্যাম।

ওকে ঠেলে লোকটা ভেতরে ঢুকতে চাইলে বাধা দিল ও। নোংরা পোশাক এসময় কাছে এসে জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার?'

'এ লোক আমাকে ঢুকতে দিচ্ছে না।' বলল অলঙ্কৃত লোকটি।

আরও ঠেলাঠেলি বিনিময় হলো, কিন্তু স্যাম যখন ময়লা পোশাককে নিয়ে ব্যস্ত সেই ফাঁকে হামাগুড়ি মেরে সেঁধিয়ে পড়ল দ্বিতীয়জন, মুহূর্তে তাকে অনুসরণ করল স্যাম। এক ওয়েটার লোকটাকে মি. পিকউইকের ঘর চিনিয়ে দিল। অনাহূত অতিথি যখন ঘরে ঢুকল মি. পিকউইক তখন

গভীর ঘুমে মগ্ন। স্যাম ও লোকটির তর্কাতর্কিতে ঘুম ভেঙে গেল তাঁর।

'শেভিঙের পানি নিয়ে এসো, স্যাম,' শুয়ে থেকেই বললেন তিনি।

'আমি এখুনি আপনাকে কামিয়ে দিচ্ছি, মি. পিকউইক,' বলল আগন্তুক, একটা বেড কার্টেন* সরাল। 'আপনার জন্যে ওয়ারেন্ট নিয়ে এসেছি। এই যে আমার কার্ড। চলুন, রওনা হয়ে যাই।'

মি. পিকউইক বালিশের তলা থেকে চশমা বের করে নাকে গলালেন। 'ন্যাম্বি, অফিসার টু দ্য শেরিফ অভ লন্ডন, বেল অ্যালি, কোলম্যান স্ট্রীট।' পড়লেন তিনি।

মি. ন্যাম্বি এবার নোংরা পোশাক, অর্থাৎ স্মাউচের উদ্দেশে গলা ছাড়ল। বন্দীর কাপড় পরা হলে তাঁকে নিয়ে যাবে সে। নির্দেশ দান করে চলে গেল ন্যাম্বি। মি. পিকউইককে তাড়া লাগিয়ে দরজার কাছে চেয়ার পেতে বসল স্মাউচ।

কিছুক্ষণ পরে, স্যাম ও স্মাউচকে নিয়ে একটা কোচে চেপে, কোলম্যান স্ট্রীটে শেরিফের অফিসে গেলেন মি. পিকউইক। স্যামকে পাঠালেন তিনি মি. পার্কারকে খবর দিতে।

'আহা, প্রিয় স্যার,' বলল বেঁটে শেরিফ। 'ধরা পড়লেন শেষ পর্যন্ত? খরচাপাতি আর ক্ষতিপূরণের অঙ্কটা লিখে রেখেছি আমি। কি, চেক কে লিখবে? আপনি নাকি আমি?' চুপ করে রইলেন মি. পিকউইক।

'পার্কার,' ভদ্রলোক পৌঁছলে বললেন মি. পিকউইক, 'আমি আর এদের ফালতু কথা শুনতে রাজি না। এখানে বসে থাকার কোন অর্থ নেই, আজই জেলে যেতে চাই আমি।'

'আপনি যদি জেলে যাবেনই ঠিক করে থাকেন তবে দ্য ফ্লীটে* যেতে পারেন,' বললেন উকিল ভদ্রলোক।

'চলবে,' বললেন মি. পিকউইক। 'নাস্তাটা সেরে নিয়েই চলে যাব।'

---

* বেড কার্টেন: সে যুগে রাতের বাতাসের প্রবেশ ঠেকাতে বেড কার্টেন ব্যবহারের চল ছিল। রাতের বাতাসকে তখন বিপজ্জনক, ক্ষতিকর মনে করা হত।

* দ্য ফ্লীট: ঋণখেলাপীদের জন্যে লন্ডনের প্রাচীন জেলখানা। বহু আগেই লুপ্ত।

নানা আনুষ্ঠানিকতার পর দ্য ফ্লীটের পেয়াদার হাতে তুলে দেয়া হলো মি. পিকউইককে। জানানো হলো ক্ষতিপূরণ সহ সমস্ত টাকা শোধ না করা পর্যন্ত জেলেই থাকতে হবে তাঁকে।

'সে লম্বা সময়ের ব্যাপার,' হাসতে হাসতে বললেন মি. পিকউইক। 'চলো হে, স্যাম। পার্কার, বন্ধু আমার, বিদায়।'

'চলুন, আমিও যাব, আপনার নিরাপত্তার দিকটা দেখতে হবে না?' বললেন পার্কার।

'দরকার নেই, বন্ধু,' বললেন মি. পিকউইক। 'স্যাম একা গেলেই চলবে, ওখানে একটু থিতু হয়েই চিঠি লিখব তোমাকে। আপাতত বিদায়।'

দ্য ফ্লীটে এসে পৌঁছল কোচ। একটা ভারী গেটের কাছে মি. পিকউইককে দাঁড় করিয়ে রাখা হলো। কারাগারের ওয়ার্ডাররা একে একে এসে দীর্ঘ সময় ধরে দেখে গেল তাঁকে। এখন আর ওয়ার্ডারদের বন্দী ও সাক্ষাৎপ্রার্থীদের পরস্পর গুলিয়ে ফেলার ভয় রইল না। এবার জেলখানার অভ্যন্তরে পা রাখতে বলা হলো মি. পিকউইককে।

'রাতে কোথায় শোব আমি?' জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক।

সামান্য আলোচনার পর জানা গেল জনৈক ওয়ার্ডার একটি খাট ভাড়া দিতে পারে* আজ রাতের জন্যে, কাল তাঁর জন্যে অন্য ব্যবস্থা করা যাবে। (*১৮২০ খ্রীস্টাব্দের কারাগারের সঙ্গে মিল পাওয়া যাবে না বর্তমানের জেলখানার। সে কালে বন্দী তার নিজের খাবার, পোশাক ও অন্যান্য সুবিধাদি কিনে নিতে পারত। ওয়ার্ডাররা মফস্বল বন্দীদের কাছে ঘর, বিছানা, আসবাবপত্র ইত্যাদি ভাড়া দিয়ে বেশ দু'পয়সা আয় করত। ফলে, ধনী বন্দীরা জেলখানায় রীতিমত আরাম-আয়েশের সঙ্গে বাস করতে পারত। দিনের বেলা দর্শনপ্রার্থীদের অনুমতি দেয়া হত এবং ড্রিঙ্ক বিক্রি করা হত কারাবন্দীদের কাছে। কিন্তু অভাবী বন্দীরা নিদারুণ দুর্দশাগ্রস্ত জীবনযাপনে বাধ্য হত। খাদ্য ও পোশাকের জন্যে করুণা ভিক্ষে করতে হত তাদের, ভোগ করতে হত দুর্বিষহ বন্দীজীবন। সে সব

নিয়ম এখন আর নেই—ডিকেন্স এই পরিবর্তনের প্রয়োজনের দিকটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন।) ইনার গেট পেরিয়ে ক'াপ নিচে নামলেন তাঁরা। পেছনে তালা লেগে গেলে জীবনে এই প্রথমবার ঋণখেলাপীদের কারাকক্ষে নিজেকে আবিষ্কার করলেন মি. পিকউইক। গাইডের পেছন পেছন সিঁড়ি বেয়ে ও ভেঙে, একাধিক প্যাসেজ পেরিয়ে, অনেকগুলো দরজা দিয়ে প্রবেশ করে শেষ অবধি একটা ঘরে এসে হাজির হলেন তাঁরা। আট-নটা বিছানা রয়েছে এ ঘরে।

'সেরা হোটেলটাতেও এরচাইতে ভাল রুম পাবেন না, কি বলেন?' গর্বিত সুরে বলল ওয়ার্ডার।

স্যামের প্রশ্নের জবাবে জানা গেল কোণের মরচে ধরা একটি খাট মি. পিকউইকের জন্যে বরাদ্দ হয়েছে। 'খাটটা এত নরম যে ঘুম এসে যায়,' বলল ওয়ার্ডার।

স্যাম খাটটা হতাশ চোখে পরখ করে ভাবতে লাগল ঘরের অন্যান্য 'ভদ্রলোকরা' কি ধরনের কে জানে।

খানিক বাদে বিদায় নিয়ে, স্যাম কাছের একটি সরাই খানায় উঠল। পরদিন সকালে মনিবের কাপড়-চোপড় নিয়ে ফিরবে সে।

ঘরটা অস্বচ্ছন্দ হলেও মি. পিকউইক মন খুশি রাখলেন। লোহার খাটটার কিনারে বসে হিসেব করতে লাগলেন, ওয়ার্ডার বছরে কত টাকা কামাতে পারে এসব খাট ভাড়া দিয়ে। হিসেব-নিকেষ শেষে গা এলিয়ে দিলেন এবং শীঘ্রিই ঘুমিয়ে পড়লেন।

চেঁচামেচি আর অট্টহাসির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। খাটে উঠে বসে হতবিহ্বল চোখে সামনের দৃশ্যটা দেখতে লাগলেন তিনি।

সবুজ কোট, করডুরয় নী প্যান্ট ও গ্রে স্টকিং পরা এক লোক ঘরের মাঝখানটিতে নর্তন কুর্দন করছে। আরেক পাঁড় মাতালকে তার বন্ধুরা ঠেসে ধরেছে খাটে, সে লোক একটা হাসির গানের স্মরণযোগ্য অংশবিশেষ গাইছে হেঁড়ে গলায়। তৃতীয় আরেকজন, খাটে দর্শক সেজে বসে হাততালি দিয়ে উৎসাহ যোগাচ্ছে। দীর্ঘদেহী লোকটার মাথায় নম্বা

কালো চুল, মুখে দাড়ির জঙ্গল, মি. পিকউইককে সবার আগে তার চোখে পড়ল। নর্তকটির উদ্দেশে চোখ টিপে, কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল ও, 'ভদ্রলোক ঘুমাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছ না?'

'আহারে, নিষ্পাপ ভদ্রলোকটির ঘুম ভেঙে গেছে দেখছি!' আরেকজন বিস্ময়ের ভান করল।

'ভদ্রলোক মনে হয় কিছু পান করতে চাইছেন,' বলল দেড়েল। 'কি খাবেন উনি জিজ্ঞেস করো না।'

'ওহ হো, ভুলেই গেছিলাম,' বলল অন্যজন। 'কি খাবেন, স্যার? পোর্ট ওয়াইন না শেরি, স্যার? দেন, আপনার নাইটক্যাপটা ঝুলিয়ে দেই।'

অচেনা লোকটি ছোঁ মেরে মি. পিকউইকের নাইটক্যাপ কেড়ে নিয়ে গাইয়েটির মাথায় পরিয়ে দিল।

ডিড্রিং করে খাট ত্যাগ করলেন ভদ্রলোক, দুম করে নর্তকটির বুকে এক ঘুসি বসিয়ে দিয়ে, পুনরুদ্ধার করলেন তাঁর সাধের নাইটক্যাপ, তারপর প্রতিরোধের ভঙ্গিতে দু'মুঠো পাকিয়ে রাখলেন।

'এবার এসো দেখি সাহস থাকলে, দু'জনেই এসো,' আহ্বান জানালেন তিনি।

লোক দু'জন থমকে দাঁড়িয়ে, পরস্পরের দিকে দু'মুহূর্ত চেয়ে থেকে পরক্ষণে বেদম হাসিতে ফেটে পড়ল।

'সাহসী লোক পছন্দ করি আমি,' শেষমেষ বলল নাচিয়ে। 'এবার আরেক লাফে বিছানায় উঠে পড়েন তো, সাহেব, নাইলে আবার ঠাণ্ডা বাধিয়ে বসবেন। মনে কিছু নিয়েন না, স্যার।'

'না, না, ঠিক আছে,' এবার তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন মি. পিকউইক।

'আপনার নামটা কি, স্যার?' বলল দেড়েল, হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। দীর্ঘ করমর্দনের মধ্য দিয়ে পরিচয় পর্ব সাঙ্গ হলো। লোকটির নাম স্ম্যাঙ্গল এবং তার বন্ধুর নাম মিভিনস।

নতুন বন্ধুদের সঙ্গে ভাঙা মগে শেরি পান করে, আন্তরিকতা বৃদ্ধির

প্রয়াস পেলেন মি. পিকউইক। একটু পরে ফের ঘুমে ডুব দিলেন তিনি।

বাইশ

পরদিন সকালে চোখ মেলতে, একটা কালো রঙের ছোট্ট ট্রাঙ্কের ওপর স্যামকে বসে থাকতে দেখলেন মি. পিকউইক। মি. স্ম্যাঙ্গলের মহিমান্বিত দেহটির দিকে কঠোর চোখে চেয়ে সে। মি. স্ম্যাঙ্গল আধো উদোম গায়ে বসে রয়েছে খাটে।

'আমাকে আবার দেখলে চিনতে পারবে তো?' ভ্রূ কুঁচকে জবাব চাইল মি. স্ম্যাঙ্গল।

'এ জন্মে আর ভুল হবে না,' খোশমেজাজে বলল স্যাম।

'ভদ্রলোকের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় জানো না, না?'

'কেন জানব না,' বলল স্যাম। 'উনি আগে উঠুন দেখবেন ভদ্রলোকের সঙ্গে কত ভদ্র ব্যবহার করছি।'

পরোক্ষভাবে মি. স্ম্যাঙ্গলকে অভদ্র বলাতে রেগে গেল সে।

'মিডিনস,' বলল সে। 'কে এ?'

'আমিও তোমাকে জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম,' চাদরের নিচ থেকে আলসে চোখে চেয়ে বলল মিডিনস। 'এখানে ওর কাজটা কি?'

'কে জানে,' বলল স্ম্যাঙ্গল।

'তাহলে এক ঘুসিতে নিচতলায় পাঠিয়ে দাও ওকে, পড়ে থাকুক আমি গিয়ে লাথ্‌থানো না পর্যন্ত।'

যুদ্ধের দামামা বেজে উঠছে দেখে দ্রুত হস্তক্ষেপ করলেন মি. পিকউইক।

'স্যাম, দাও আমার কাপড় দাও,' বললেন তিনি।

ট্রাঙ্ক খুলতে মি. স্যাঙ্গলের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটল। ভেতরের জিনিসগুলো তাকে মি. পিকউইক ও স্যাম সম্পর্কে নতুন করে ভাববার অবকাশ দিল। মুহূর্তে উথলে উঠল তার ভক্তি-শ্রদ্ধা। 'আমি কি কাজে আসতে পারি বলেন, স্যার।' বলল স্যাঙ্গল। 'ধোপার কাছে কাপড়-টাপড় কিছু পাঠাবেন? আমার চেনা ধোপা আছে, হপ্তায় দু'বার করে আসে। বলেন তো আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে পারি, স্যার। একজনের সুবিধা-অসুবিধা যদি আরেকজন না দেখে তবে আর মনুষ্যত্ব রইল কোথায়?'

কান পর্যন্ত হাসি উপহার দিয়ে নিঃস্বার্থ বন্ধুত্বের হাত বাড়াল লোকটা।

নাস্তার পর মি. পিকউইক গেটে গেলেন ভবিষ্যৎ কামরার বিলয়ে আলাপ করতে। প্রথমটায় মনে হলো তাঁকে বুঝি আরও তিনজন বন্দীর সঙ্গে ঘর ভাগাভাগি করতে হবে। কিন্তু শেষমেষ হপ্তায় দশ শিলিং কড়ারে ছোট্ট একটা নিজস্ব কামরার ব্যবস্থা করা গেল। আরেক বন্দীর টাকায় ঘাটতি পড়ায় ঘরটা ভাড়া দিতে রাজি হয়েছে সে। শীঘ্রিই কার্পেট, ছটা চেয়ার, টেবিল, বিছানা, চায়ের কেতলি, ও অন্যান্য ছোট-খাট জিনিসপত্রে ঘরটা সুসজ্জিত হয়ে উঠল, এসব বাবদ ভাড়া গুনতে হবে হপ্তায় সাতাশ শিলিং ছয় পেন্স করে।

'আর কিছু চাই আপনার?' শুধাল ওয়ার্ডার।

'হ্যাঁ,' বললেন মি. পিকউইক, এতক্ষণ গভীর চিন্তামগ্ন ছিলেন। 'মানে ফুট-ফরমাশ খাটার মত লোক কি পাওয়া যাবে এখানে? যে আরকি বাইরে-টাইরে যেতে আসতে পারবে।'

'জ্বী, পাওয়া যাবে,' বলল ওয়ার্ডার। 'অভাবীদের এলাকায় এক লোকের সঙ্গে আছে বেচারা। পাঠাব?'

'হ্যাঁ,' বললেন মি. পিকউইক। 'না, থাক। অভাবীদের এলাকা বললেন না? আমি একটু দেখতে চাই নিজের চোখে। আমি নিজেই

যাব।'

ঋণখেলাপীদের কারাগারে অভাবীদের এলাকায় বাস করে সবচাইতে দুর্দশাগ্রস্তরা। ভাড়া টানতে হয় না এখানে বন্দীকে, কলে পরিবেশও কহতব্য নয়। কিছু দানশীল ব্যক্তির দয়ায় এক মুঠো খাবার হয়তো জোটে তাদের। একটা সময় তো দ্য ফ্লীট কারাগারের বাইরের দেয়ালে একটা লোহার খাঁচা থাকত, বুভুক্ষু বন্দীরা ওখানে বসে পয়সার বাক্স ঝাঁকিয়ে ভিক্ষে চাইত পথচারীদের কাছে। দুঃস্থ বন্দীদের মাঝে বাটোয়ারা হত সে পয়সা, তারা পালা করে বসত খাঁচায়।

খাঁচা পরে বন্ধ করে দেয়া হলেও দুরবস্থা কাটেনি বন্দীদের। সহবন্দীরা সাহায্য না করলে প্রতি হপ্তায় বেশ কিছু বন্দী অনাহারে মারা পড়ত।

স্বচক্ষে বন্দীদের করুণ দশা প্রত্যক্ষ করে মনে মনে ক্রমেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগলেন মি. পিকউইক। ওয়ার্ডার নির্দেশিত ঘরটিতে এমুহূর্তে প্রবেশ করেছেন তিনি। আগুনের পাশে বসে থাকা লোকটিকে দেখামাত্র মেঝেতে হ্যাট পড়ে গেল তাঁর, স্থাণু হয়ে গেলেন বিস্ময়ে।

হ্যাঁ, ছেঁড়াখোঁড়া কাপড় পরনে লোকটার, চেহারা ছাপিয়ে নেমেছে চুলের জটা, অনাহারক্লিষ্ট মুখটা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে—এ আর কেউ নয় সেই এক ও অদ্বিতীয় মি. আলফ্রেড জিঙ্গল ওরফে মি. চার্লস ফিটজ-মার্শাল। পেছনে কার যেন দ্রুত পদশব্দ শুনে ঘুরে চাইলেন মি. পিকউইক। ধুরন্ধর জব ট্রটার।

'মি. পিকউইক?' চেঁচিয়ে উঠল জব।

'এহ?' বলে লাফিয়ে উঠল জিঙ্গল। 'মি—। তাই তো— বিচিত্র স্থান—অদ্ভুত কাণ্ড—আমার উপযুক্ত জায়গা—একদম।'

মি. পিকউইক নরম চোখে জিঙ্গলকে জরিপ করে বললেন, 'কথা আছে তোমার সঙ্গে। একটু বাইরে আসবে?'

'নিশ্চয়ই,' বলল জিঙ্গল। মি. পিকউইককে জেলে দেখে থ হয়ে গেছে ও। ভদ্রলোকের কাছ থেকে জেনে নিল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এখানে তাঁর আগমনের প্রেক্ষাপট।

'কোট নিতে ভুলে গেছ,' সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়ে কোটবিহীন জিঙ্গলকে বললেন মি. পিকউইক।

'এহ?' বলল জিঙ্গল। 'দিয়ে দিয়েছি—ঘনিষ্ঠ আত্মীয়—টম চাচা*—উপায় ছিল না—খেতে তো হবে, তাই না?'

'মানে?'

'গেছে, স্যার—শেষ কোট—রাখা গেল না। একজোড়া বুট—দুই হপ্তা চলেছি। সিল্কের ছাতা—হাতির দাঁতের হাতল—এক হপ্তা খেলাম ওটা ভেঙে—মিথ্যে বলছি না—জবকে জিজ্ঞেস করুন—সব জানে।'

'তিন হপ্তা কাটিয়েছ একজোড়া বুট আর হাতির দাঁতের হাতলওয়ালা সিল্কের ছাতা খেয়ে?' মি. পিকউইক তো রীতিমত তাজ্জব. এ ধরনের কথা একমাত্র কোন জাহাজডুবির পরই শুনেছেন তিনি।

'সত্যি,' বলল জিঙ্গল। 'বন্ধকীর দোকান—অল্প টাকা—শয়তানের হাড়।'

'ও, তাই বলো, জিনিসপত্র বন্ধক রেখেছ!'

'সব—জবেরও—সব শার্ট গেছে—যাকগে—ধোয়ার পয়সাটা তো বাঁচছে। এখন শুধু—শুয়ে থাকা—অনাহার—মৃত্যু—সব খতম—যবনিকাপাত।'

জীবনের লক্ষ্য নানারকম হাসির মুখভঙ্গি করে বর্ণনার চেষ্টা করল জিঙ্গল, কিন্তু বাস্তবে মি. পিকউইক ওর চোখ পানিতে ভিজে উঠতে লক্ষ করলেন।

'আপনি ভালমানুষ, স্যার,' বলে তাঁর হাত চেপে ধরল জিঙ্গল। 'কান্নাকাটি ছেলেমানুষী ব্যাপার—কিন্তু মন যে মানে না—খারাপ জ্বর—দুর্বল—অসুস্থ—খিদা। উচিত সাজা—কিন্তু বড্ড ভুগছি, ভাই—ভীষণ।'

---

* টম চাচা: একজন বন্ধকী কারবারী। জিঙ্গল তার কাছে কোট বন্ধক রেখেছে। এ ধরনের ব্যবসায়ীরা ইংল্যান্ডে 'চাচা' বলে পরিচিত কয়েক শতাব্দী ধরে।

এবার আর মুখে হাসি ফুটাতে ব্যর্থ হলো জিঙ্গল, সিঁড়িতে বসে পড়ে দু'হাতে মুখ ঢাকল; তারপর বাচ্চা ছেলের মত কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

ওর কাঁধে হাত রাখলেন মি. পিকউইক। 'কেঁদো না, জিঙ্গল, আমি তো আছি। সব জেনেশুনে আমি কি চুপ করে থাকতে পারি? এই, জব! কোথায় তুমি?'

'এই যে, স্যার।' কানের কাছে চিৎকার করে উঠল জব।

'এদিকে এসো।' বললেন মি. পিকউইক, মুখের চেহারায় কঠোরতা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করলেন। 'এটা রাখো।'

কি রাখবে? মি. পিকউইকের পকেটে পয়সার মতন কিসের শব্দ যেন শোনা গেল, এবার সেগুলো চলে গেল জবের তালুতে।

মি. পিকউইক ঘরে ফিরে দেখেন স্যামও ফিরে এসে আসবাবপত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করছে।

'কি হে, স্যাম,' বললেন মি. পিকউইক, 'তোফা আয়োজন, কি বলো?'

'সত্যি, স্যার,' বলে চারদিকে সমালোচনার ভঙ্গিতে দৃষ্টি বুলাল ও।

এক্টুক্ষণ ইতস্তত করলেন মি. পিকউইক। 'কিছু কথা আছে, স্যাম।'

'বলে ফেলুন, স্যার।' উদ্‌গ্রীব স্যাম বলল।

'প্রথম থেকেই অনুভব করছি,' বলছেন মি. পিকউইক কণ্ঠস্বর থমথমে। 'ছেলে-ছোকরাদের জন্যে এ জায়গা নয়।'

'বুড়োমানুষদের জন্যেও নয়, স্যার।'

'ঠিকই বলেছ, স্যাম,' বললেন মি. পিকউইক, 'কিন্তু বুড়োরা এখানে হয়তো নিজেদের অসাবধানতার কারণে আসে আর তরুণরা আসে তাদের মনিবদের স্বার্থপরতায়। তাই তরুণদের এখানে বেশি থাকা উচিত না। কি বলছি বুঝতে পারছ তো, স্যাম?'

'জ্বী, স্যার। কিন্তু, স্যার, যদি কিছু মনে না করেন তো বলব, আপনার সঙ্গে আমি একমত না।'

'তারমানে তুমি ঠিকই বুঝতে পেরেছ,' বললেন মি. পিকউইক। 'কিন্তু আমি চাই না তুমি এমন একটা বাজে জায়গায় বছরের পর বছর ধরে আসা-যাওয়া করো। আমার সঙ্গে থেকে কেন কষ্ট করবে তুমি? তোমাকে আপাতত চলে যেতে হবে, স্যাম।'

'আপাতত, স্যার?' আশান্বিত স্যাম বলে উঠল।

'হ্যাঁ, আমি যতদিন এখানে থাকছি আরকি। তোমার বেতন ঠিকই পেতে থাকবে—আর এখান থেকে কখনও যদি বেরোই,' আরও বললেন মি. পিকউইক, 'তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে নিজের কাছে আনিয়ে নেব।'

'এবার আমার কিছু কথা শুনুন, স্যার,' বলল স্যাম। 'আপনি যা বললেন তা মোটেই সম্ভব না। কাজেই এ ব্যাপারে আমরা আর সময় নষ্ট করব না, ঠিক আছে, স্যার?'

'আমি মনস্থির করে ফেলেছি,' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন মি. পিকউইক।

'সত্যি, স্যার?' জানতে চাইল স্যাম। 'ঠিক আছে, তাহলে জেনে রাখুন আমিও মনস্থির করে ফেলেছি।'

সযত্নে মাথায় হ্যাটটা চড়াল স্যাম, তারপর গটগট করে ঘরত্যাগ করল।

তেইশ

সরাইখানার ছোট্ট এক ঘরে, পরদিন সকালে কোচযাত্রার জন্যে তৈরি

হচ্ছে স্যাম ওয়েলারের বাবা। তার সামনে টেবিলে এক পাত্র এল, ঠাণ্ডা গরুর মাংসের রোস্ট ও মস্ত একটা পাউরুটি বসে আছে। পাউরুটির বড়সড় একটা টুকরো কাটতে না কাটতে কে একজন প্রবেশ করল ঘরে। মাথা তুলতে স্যামকে দেখতে পেল সে।

'কি রে, স্যামি, কেমন আছিস?' শুধাল বাবা।

গুণধর পুত্র বিনাবাক্যব্যয়ে টেবিলের কাছে এসে, এলের পাত্রে লম্বা এক চুমুক মেরে প্রত্যুত্তর দিল।

'বাহ, তোর শোষণ ক্ষমতা তো দারুণ রে,' আধখালি পাত্রটা দেখে মন্তব্য করল পিতা।

'এবার চর্বণ ক্ষমতাটাও দেখে রাখো,' বলে গরুর রোস্টের বেশিরভাগটা মুখে চালান করে দিল স্যাম। তারপর সংক্ষেপে মি. পিকউইকের সঙ্গে ওর কথোপকথনের ব্যাপারটা বাবাকে জানাল।

'বেচারা একা একা থাকবে ওখানে!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল বাবা। 'সাহায্য করার কেউ থাকবে না কাছে? এ হতে পারে না, স্যামুয়েল, এ হতে পারে না!'

'তা তো পারেই না,' বলল স্যাম। 'কিন্তু ওঁর দেখাশোনা করা যায় কিভাবে কোন বুদ্ধি দিতে পারো?'

'মাথায় তো এ মুহূর্তে কিছুই আসছে না,' চিন্তিত মুখে বলল বাবা। 'আর তোকে ওখানে থাকতে না দিলে আর কিভাবেই বা?'

'আমি বাতলে দিচ্ছি,' বলল স্যাম। 'আমাকে পঁচিশটা পাউন্ড ধার দেবে?'

'তাতে কি হলো?'

'আগে শোনোই না,' বলল স্যাম। 'পাঁচ মিনিট পর টাকাটা ফেরত চেয়ো; আমি বলব দেব না। এখন বলো, তুমি নিষ্ঠুর বাপ কি নিজের ছেলেকে দ্য ফ্লীটে পাঠাবে?'

বুড়ো ওয়েলার পাথুরে সিঁড়ির একটা ধাপে বসে পড়ে, বেদম

হাসিতে ফেটে পড়ল। আর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই! মি. ওয়েলার সানন্দে আপন পুত্রকে কারাগারে নিক্ষেপ করতে রাজি।

মি. ওয়েলারের এক অভিজ্ঞ বন্ধু সব বন্দোবস্ত করে দিল। পরিকল্পনামাফিক পঁচিশ পাউন্ড স্যাম ফেরত দিতে রাজি না হওয়ায় রিট জারী করা হলো তার বিরুদ্ধে। সেদিন বিকেলে মি. ওয়েলার ও তার বন্ধু-বান্ধবরা রীতিমত উৎসব সহকারে, দ্য ফ্লীটের ওয়ার্ডেনের হাতে তুলে দিল স্যামকে।

স্যাম সিধে তার মনিবের ঘরে গিয়ে নক করল।

'ভেতরে এসো,' বললেন মি. পিকউইক।

স্যাম ঘরে প্রবেশ করে, হ্যাট খুলে বিজয়ীর উদ্ভাসিত হাসি হাসল।

'আহ, স্যাম, বাছা আমার,' বললেন মি. পিকউইক, 'কাল তোমাকে আমি মনে আঘাত দিতে চাইনি। বসো, আমি ব্যাপারটা তোমাকে বুঝিয়ে বলি।'

'পরে বুঝালে হয় না, স্যার?'

'কেন হবে না,' বলে উঠলেন ভদ্রলোক। 'কিন্তু এখন অসুবিধাটা কিসের?'

'অসুবিধা তেমন কিছু না, স্যার,' বলল স্যাম মুচকি হেসে, 'কিন্তু আমি আগে শোয়ার ব্যবস্থাটা করতে চাইছিলাম।'

'মানে!' মি. পিকউইক হতভম্ব।

'আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, স্যার,' গম্ভীর সুরে বলল স্যাম। 'দেনার দায়ে জেলে দিয়েছে আমাকে। আর এই অপকর্মটির যে হোতা সে জীবনেও আমাকে ছাড়াবে না, যদি না আপনি নিজে তার কাছে যান, স্যার।'

'রক্ষে করো!' চেঁচিয়ে উঠলেন মি. পিকউইক। 'কি বলতে চাইছ তুমি?'

'বলতে চাইছি, স্যার,' বলল স্যাম, 'আপনি চল্লিশ বছর জেলে

কাটালে আমাকেও তাই করতে হবে এবং আমি খুশিমনে তাই করব।'

স্যামের হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসা আপ্লুত করল মি. পিকউইককে; এহেন বেয়াক্কেলে কথা বলার জন্যে ধাক্কা দেয়াটা সে মুহূর্তে সমীচীন মনে করলেন না তিনি। তবে স্যামের পাওনাদারের নামটি শুধু তিনি জানতে চাইলেন। কিন্তু স্যাম তাঁকে গোবর ফাঁস করলে তো!

'জেনে কোন লাভ হবে না, স্যার,' বারবার আওড়ে গেল স্যাম। 'লোকটা ভয়ানক নির্দয়, নিষ্ঠুর, ঘৃণ্য, প্রতিশোধপরায়ণ। তার পাষাণ হৃদয় কোনমতেই গলবে না, স্যার।'

'কিন্তু ভেবে দেখো, স্যাম,' মি. পিকউইক পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। 'টাকাটা এতই অল্প যে সহজেই শুধে দেয়া যায়।'

'অজস্র ধন্যবাদ, স্যার,' ভারিক্কি চালে বলল স্যাম, 'কিন্তু ওই জঘন্য শত্রুর কাছ থেকে কোন রকম করুণার আমার প্রয়োজন নেই।'

'সে তার প্রাপ্য টাকা ফেরত পাবে এতে করুণার কি আছে?' মি. পিকউইক নাছোড়বান্দা।

'মাফ করবেন, স্যার,' বলল স্যাম। 'ওর মত ইতর লোককে টাকা ফেরত দিয়ে কেন সাহায্য করব আমরা? নীতির প্রশ্নে আমিও আপনার মত অটল থাকতে চাই, স্যার। দোয়া করবেন সারাজীবন তাই যেন থাকতে পারি, স্যার।'

শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন ভদ্রলোক। আরেক বন্দীর কামরায় নিজের আসন নিয়ে গেল স্যাম, এবং পরিস্থিতির সঙ্গে এত দ্রুত খাপ খাইয়ে নিল যেন জেলের ভাত খেয়েই বড় হয়েছে সে।

পরদিন সকালে দর্শনপ্রার্থী এল মি. পিকউইকের কাছে। মি. টাপম্যান, মি. স্নডগ্রাস ও মি. উইঙ্কলকে দেখে মন খুশি হয়ে উঠল মি. পিকউইকের।

একটু পরে স্যাম এসে অভিবাদন জানাল তাঁদের।

'এই বোকাটা,' ওকে দেখিয়ে বন্ধুদের বললেন মি. পিকউইক,

'আমার কাছে কাছে থাকার জন্যে ইচ্ছে করে গ্রেপ্তার হয়েছে।'

'অ্যাঁ!' সমস্বরে উচ্চারণ করলেন তিন বন্ধু।

'হ্যাঁ,' বলল স্যাম। 'আমিও এখন একজন বন্দী।'

'বন্দী!' অস্বাভাবিক উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলেন মি. উইঙ্কল।

'কি ব্যাপার, স্যার?' স্যাম জানতে চাইল।

'আমি আশা করেছিলাম, স্যাম...না, না, কিছু না,' দ্রুত বললেন মি. উইঙ্কল।

ভদ্রলোকের মনোভাব লক্ষ করে জিজ্ঞাসু নেত্রে অপর দুই বন্ধুর দিকে চাইলেন মি. পিকউইক।

'আমরা কিছু জানি না,' নীরব প্রশ্নটার সরব জবাব দিলেন মি. টাপম্যান। 'গত দু'দিন ধরে কেমন উত্তেজিত দেখছি ওকে। জিজ্ঞেসও করেছি, কিন্তু স্বীকার করে না।'

'না, না,' লাজরাঙা মুখে বলে উঠলেন মি. উইঙ্কল। 'ব্যাপারটা তেমন কিছুই না। ব্যক্তিগত কাজে অল্প সময়ের জন্যে একটু শহরের বাইরে যেতে হচ্ছে, ভেবেছিলাম স্যামকেও নিয়ে যাব। কিন্তু এখন দেখছি তা সম্ভব না। কাজেই, একা একাই যেতে হবে আমাকে।'

রাজ্যের গল্প-গুজবে সাত তাড়াতাড়ি কেটে গেল সকালটা। দুপুরে রোস্ট করা খাসির পা, প্রকাণ্ড একটা মাংসের পাই, নানা পদের সব্জী আর এল পরিবেশন করল স্যাম। এরপর এল উঁচুমানের দু' বোতল ওয়াইন আর চা। এসব পান করতে করতে জেলখানা ত্যাগের ঘণ্টা বেজে গেল।

ক'দিন পর এক সকালে মি. পিকউইক স্যামকে বললেন, 'চলো হে, জেলখানাটা এক পাক ঘুরে আসি।'

বেরিয়েছেন দু'জনে এ সময় দেখা হয়ে গেল একজন পরিচিতের সঙ্গে। জিঙ্গলকে আগের চাইতে সুস্থ দেখাচ্ছে খানিকটা, পরনে তার

বন্ধকীর কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনা পুরানো স্যুট। লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়াল ও, মুখের চেহারায় ক্লান্তিতে ও দারিদ্র্যে ভোগার ছাপ স্পষ্ট। তার পায়ে পায়ে এল জব ট্রটার।

'বেশ, বেশ,' বললেন মি. পিকউইক, 'জব আসুক স্যামের সঙ্গে। জিঙ্গল, তোমার সাথে কথা আছে আমার। কি, একা হাঁটতে অসুবিধা হবে না তো?'

'না, না, স্যার—পারব—বেশি তাড়াতাড়ি না—পা কাঁপে—মাথা ঘোরে—বনবন—ভূমিকম্পের মতন—ভীষণ।'

'তোমার হাতটা দাও,' বললেন মি. পিকউইক, ওকে হকচকিয়ে যেতে দেখে নিজে থেকেই অসুস্থ লোকটির বাহু ধরে হাঁটা দিলেন।

স্যাম বাক্যহারা, ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে ফটকাবাজ মনিব ও তার সহকারীর দিকে।

'এসো, স্যাম,' পেছনে চেয়ে বললেন মি. পিকউইক।

'আসছি, স্যার,' বললেও জবের ওপর থেকে চোখ সরাল না স্যাম।

'কেমন আছেন, মি. ওয়েলার?'

'আ-রে—!' বলে উঠে শিস দিল স্যাম।

'অনেক বদলে গেছি আমি,' বলল জব, 'এখন আর ধোঁকাবাজি করি না।' কোটের হাতা গুটিয়ে বাহু দেখাল ও, সামান্য স্পর্শেই ভেঙে যাবে যেন ওটা।

'খাওয়া-দাওয়া করো না?' আঁতকে উঠেছে স্যাম।

'কপালে জুটলে তো,' করুণ মুখে জানাল জব।

অতঃপর স্যাম কর্তৃক পাকড়াও হয়ে কারাগারস্থিত এলের দোকানে যেতে হলো জবকে। ওর জন্যে এলের অর্ডার দিল স্যাম।

'এখন কেমন বোধ করছ?' জব পাত্রটা নিঃশেষ করতে শুধাল স্যাম।

'অনেকটা ভাল, স্যার। গায়ে বল পাচ্ছি মনে হচ্ছে।'

'আর কি খাবে বলো।'

'আর কিছু না, স্যার,' বলল বিনীত জব। 'আপনার মহান মনিবের কল্যাণে খাসির পা আর আলু খেয়েছি পেট ভরে।'

'কি! উনি কি তোমাদের দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়েছেন নাকি?'

'হ্যাঁ, স্যার, দেখা হওয়ার পর থেকেই,' জানাল জব। 'আমার মনিব যখন খুব অসুস্থ ছিলেন তখন একটা ঘরের ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন নিজের পয়সায়। রাতের বেলা গোপনে আমাদের খোঁজ-খবর নিতে আসেন। মি. ওয়েলার,' চোখে জীবনে এই প্রথমবার সত্যিকারের কান্না মেখে বলল জব, 'ওনার জন্যে খাটতে খাটতে ওনার পায়ের কাছে যদি পড়ে মরতে পারতাম!'

'খামোশ!' ধমকে উঠল স্যাম। 'ওটি হচ্ছে না! আমি বেঁচে থাকতে আর কোন লোক ওঁর সেবা করার সুযোগ পাচ্ছে না।'

দোকান থেকে ফিরতে মি. পিকউইককে জিঙ্গলের সঙ্গে গভীর আলোচনায় মগ্ন দেখতে পেল ওরা। 'আচ্ছা,' বললেন মি. পিকউইক, 'আগে তুমি সুস্থ হয়ে ওঠ আর এরমধ্যে আমার পরামর্শটা ভেবেচিন্তে দেখো। এখন ঘরে চলে যাও। এই শরীরে বেশিক্ষণ বাইরে থাকা ঠিক না।'

মি. আলফ্রেড জিঙ্গল তার স্বভাবগত কথার ফুলঝুরি না ছুটিয়ে, নিচু হয়ে বাউ করল এবং বিনাবাক্যব্যয়ে মন্থর গতিতে হেঁটে চলে গেল।

দীর্ঘ তিনটি মাস সারা দিনমান ঘরে বসে কাটালেন মি. পিকউইক, রাতে শুধু হাওয়া খেতে বেরোলেন। স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি ঘটছে তাঁর, কিন্তু পার্কার ও বন্ধুদের শত অনুনয়-বিনয় এবং স্যাম ওয়েলারের মুহুর্মুহু সতর্কবাণী ও তিরস্কার গায়ে না মেখে নিজের সিদ্ধান্তে অটল রইলেন তিনি।

চব্বিশ

জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ। মিসেস বারডেল ও তার ছেলে টনি, হ্যাম্পস্টীডের বিখ্যাত সরাইখানা দ্য স্প্যানিয়ার্ডস টী গার্ডেনে মিসেস ক্লাপিনস ও মিসেস স্যান্ডার্সের সঙ্গে বসে আছে। মহা ফুর্তিতে রান্নাবান্নার আয়োজন চলছে, এসময় আগুয়ান চাকার শব্দ শোনা গেল। মহিলারা মুখ তুলে চাইতে, বাগানের গেটে একটা কোচ থামতে দেখলেন।

'আরে, মি. জ্যাকসন না? ডডসন অ্যান্ড ফগের কর্মচারী!' চেঁচিয়ে উঠল মিসেস বারডেল।

মোটা লাঠি হাতে, মলিন পোশাক পরিহিত এক লোকও নেমেছে তার সঙ্গে কোচ থেকে, লোকটির সঙ্গে অল্প কিছু কথা বলতে দেখা গেল জ্যাকসনকে।

'কি খবর? নতুন কিছু হলো?' সে এগিয়ে আসতে ব্যগ্র হয়ে প্রশ্ন করল মিসেস বারডেল।

'না, ম্যাডাম,' জানাল জ্যাকসন। 'কেমন আছেন আপনারা? আমাকে ক্ষমা করবেন—কিন্তু আইন তো আইনই। শহরে এখুনি আপনাকে যেতে বলেছেন মি. ডডসন ও ফগ, মিসেস বারডেল।'

'বলেন কি!' চেঁচিয়ে উঠল মহিলা।

'হ্যাঁ,' বলল জ্যাকসন। 'খুব জরুরী, যেতেই হবে। কোচটা সেজন্যেই ধরে রেখেছি।'

মহিলাদের চোখে অস্বাভাবিক লাগলেও ব্যাপারটার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারলেন তাঁরা। বিশেষ জরুরী প্রয়োজন ছাড়া এভাবে লোক পাঠাবে কেন ডডসন ও ফক্স?

সবাই গিয়ে কোচে উঠলেন। 'ইনি মিসেস বারডেল, আইজ্যাক,' লাঠিওয়ালাকে বলল জ্যাকসন। একটু পরই যাত্রা শুরু হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তন্দ্রা এসে গেল তিন বান্ধবীর। অনেকক্ষণ বাদে কোচ থামতে চটকা ভাঙল মিসেস বারডেলের।

'আপনাদের অফিস এসে গেছে?' ঘুমজড়ানো কণ্ঠে বলল মহিলা।

'অতদূর যাওয়ার দরকার হবে না,' বলল জ্যাকসন। 'দয়া করে নেমে আসুন।'

ঘুমের ঘোরে নির্দেশ পালন করল মিসেস বারডেল। জায়গাটা কেমন অদ্ভুত: মধ্যখানে একটা গেট নিয়ে প্রকাণ্ড এক দেয়াল, ভেতরে একটা গ্যাস-লাইট জ্বলছে।

মিসেস বারডেল জ্যাকসনের বাহুতে ভর দিয়ে, ছেলের হাত ধরে বারান্দায় প্রবেশ করল। অনুসরণ করলেন অন্যরা।

যে ঘরটিতে তারা এসে ঢুকল সেটি বারান্দাটার চাইতেও উদ্ভট। এক গাদা লোক দাঁড়িয়ে চারদিকে! তাকিয়ে রয়েছে হাঁ করে!

'কোথায় নিয়ে এলেন আমাদের?' থমকে দাঁড়িয়ে জবাব চাইল মিসেস বারডেল।

'ঘাবড়াবেন না, এটাও আমাদের একটা অফিস,' বলল জ্যাকসন, একটা দরজা দিয়ে তাদের তাড়া লাগিয়ে ঢোকাল। 'জলদি, আইজ্যাক।'

'কুছ পরোয়া নেহী,' লাঠিওয়ালা বলল। পেছনে ভারী দরজাটা লেগে গেলে ক'ধাপ নিচে নামল ওরা।

'যাক, আসা গেল শেষ পর্যন্ত। মিসেস বারডেল, সব ঠিক চোদ্দ শিক।' বলে নিজের চাতুর্যে বিজয়ীর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল জ্যাকসন।

'মানে? কি বলছেন কি আপনি?' শিউরে উঠে বলল মিসেস

বারডেল।

'বলছি, ভয়ের কিছু নেই, মিসেস বারডেল,' বলল জ্যাকসন। 'ডডসন সাহেবের মত এত নরম মনের মানুষ ত্রিভুবনে জন্মায়নি, আর ফগ সাহেব তো রীতিমত ফেরেস্তা। পিকউইকের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ যখন আদায় হলো না তখন ওঁদের খরচাটা দেবে কে শুনি? তাই আপনাকে এখানে না পাঠিয়ে উপায় ছিল না, ম্যাডাম। খরচাটা দিয়ে দিলেই বেরিয়ে যেতে পারবেন। এর নাম ফ্লীট, ম্যাডাম। আসি আসি, কেমন? চলি, টমি সোনা। টা টা।'

জ্যাকসন পা চালিয়ে চলে গেলে, চাবিহাতে আরেকজন লোক হতবিহ্বল মহিলাটিকে আরও ক'ধাপ সিঁড়ি ভেঙে একটা দোরগোড়ায় নিয়ে এল। মিসেস বারডেল তারস্বরে চেঁচাতে লাগল; হাউমাউ করে আহাজারি করছে টমি; আতঙ্কগ্রস্তা মিসেস ক্লাপিনস ও মিসেস স্যাভার্স কালবিলম্ব না করে সটকে পড়লেন।

মি. পিকউইক তখন সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছেন, সঙ্গে স্যাম ওয়েলারও রয়েছে। মিসেস বারডেলকে এখানে দেখে কৃত্রিম শ্রদ্ধায় হ্যাট খুলল স্যাম, ওদিকে তার ক্রুদ্ধ মনিব পত্রপাঠ পেছন ফিরে হাঁটা ধরেছেন।

'মহিলাকে জ্বালাতন কোরো না,' স্যামকে বলল ওয়ার্ডেন। 'মাত্র এসে পৌঁছেছে।'

'বন্দী!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠে হ্যাট পরল স্যাম। 'কি কারণে?'

'ডডসন আর ফগ,' জবাব দিল লোকটা। 'ওদের খরচ না দেয়া পর্যন্ত আটক থাকতে হবে।'

'এই, জব, জব!' চেঁচাতে চেঁচাতে প্যাসেজ ধরে ছুট দিল স্যাম। 'শিগ্‌গির মি. পার্কারের কাছে যাও। নিয়ে এসো তাঁকে। জব্বর মজা! হুররে!'

সারাটা পথ দৌড়ে গ্রেজ ইনে এসে পৌঁছল জব, কিন্তু ততক্ষণে অফিস

বন্ধ হয়ে গেছে। মি. পার্কারের কেরানীকে অবশ্য কাছের এক সরাইখানায় পাওয়া গেল।

'আর কারও কেস হলে,' বলল কেরানী, 'বাসায় গেলে রাগ করতেন মি. পার্কার। কিন্তু কেস যেহেতু মি. পিকউইকের একটা ক্যাব ভাড়া নিয়ে চলে যাই, পরে অফিস থেকে টাকাটা নিয়ে নেব।'

মি. পার্কারের বাড়িতে জব স্যাম ওয়েলারের খবরটা পৌঁছে দিল। সব শুনে ভদ্রলোক তো থ। কথা দিলেন পরদিন সকাল দশটায় ফ্লীটে পৌঁছে যাবেন।

কাঁটায় কাঁটায় দশটায় মি. পার্কার মি. পিকউইকের দরজা নক করলেন। 'বসি আসুন, আপনার সঙ্গে মিসেস বারডেলের কেসটা নিয়ে আলোচনা আছে।' মি. পিকউইককে অভিবাদন জানিয়ে বললেন মি. পার্কার।

'আমি ওই কেসের নামই শুনতে চাই না,' জবাবে বললেন মি. পিকউইক। 'আমার সামনে ওই নাম আর নিয়ো না, পার্কার।'

'ও কথা বললে কি হয়?' ফাইলের ফিতে খুলতে খুলতে বললেন উকিল সাহেব। 'নাম না নিয়ে উপায় আছে? মিসেস বারডেল যে এখন চার দেয়ালের মধ্যে।'

'জানি।' জবাব মি. পিকউইকের।

'বেশ, তা না হয় জানলেন। এখন বলুন দেখি, স্যার, মহিলা এখানে থাকবে নাকি থাকবে না।'

'থাকাথাকির আমি কি জানি!' বলে উঠলেন মি. পিকউইক। 'এসব জানে ডডসন আর ফগ।'

'ভুল বললেন, স্যার,' দৃঢ়কণ্ঠে জানালেন মি. পার্কার। 'ডডসন আর ফগের ওপর এটা নির্ভর করে না। এটা নির্ভর করে সম্পূর্ণ আপনার ওপর। মহিলার সঙ্গে দেখা করে তারপর এ ঘরে এসেছি আমি। তার খরচা দিয়ে দিলেই আপনি নিঃশর্ত মুক্তি পেতে পারেন, ক্ষতিপূরণের

কোন বালাই থাকবে না। মহিলা লিখিতভাবে স্বীকার করেছে পুরো প্ল্যানটাই ডডসন আর ফগের মাথা থেকে বেরিয়েছে। আপনাকে হাঙ্গামায় জড়ানোর জন্যে সে ক্ষমাও চেয়েছে।'

'তোমার কথা শেষ হয়েছে?'

'আরেকটু বাকি,' বললেন মি. পার্কার। 'এই দেড়শো পাউন্ড আপনার জন্যে কিছুই না। অথচ এর বিনিময়ে বন্ধুরা ফিরে পাচ্ছে আপনাকে, মুক্তি পাচ্ছে আপনার অনুগত সহকারী স্যাম, তাছাড়া ওই মহিলাকে মুক্ত করে উচিত শিক্ষা দিতে পারছেন। আপনার মহানুভবতাই যথেষ্ট, আর কোন শাস্তির প্রয়োজন পড়বে না তার। এতগুলো ভাল কাজের সুযোগ কি, স্যার, ছেড়ে দেয়া উচিত হবে; মাত্র দেড়শো পাউন্ড দুই হতচ্ছাড়ার পকেটে যাবে বলে?'

মি. পিকউইক উত্তর দেয়ার আগে দরজার বাইরে সম্মিলিত কণ্ঠের বিড়বিড়ানির এবং পরক্ষণে টোকার শব্দ শোনা গেল।

'তোমার সাথে এখন কথা বলতে পারব না, স্যাম,' ও ঘরে ঢুকতে বললেন মি. পিকউইক।

'মাফ করবেন, স্যার,' বলল স্যাম। 'কিন্তু এক ভদ্রমহিলা যে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন!'

'কোন্ ভদ্রমহিলা?'

স্যাম দরজাটা হাট করে খুলে দিতে, মি. নাথানিয়েল উইঙ্কল মিস অ্যারাবেলা অ্যালেনের হাত ধরে হুড়মুড়িয়ে প্রবেশ করলেন ঘরে।

'আরে, মিস অ্যালেন যে!' বিস্ময়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন মি. পিকউইক।

'ভুল হলো,' জানালেন মি. উইঙ্কল। 'মিসেস উইঙ্কল, বন্ধু আমার।'

মি. পিকউইক নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। কিন্তু হাস্যরত স্যাম, সুন্দরী হাউজমেইড মেরি ও মি. পার্কার তো আর ভুল দেখছেন না!

'আপনি কিছু মনে করেননি তো, মি. পিকউইক?' অনুনয় করে বলল অ্যারাবেলা, যেন নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করতে ভয় পাচ্ছে। 'এভাবে চুপি করে বিয়েটা হয়ে গেল?'

মি. পিকউইক চশমা খুললেন, তারপর তরুণীটির দু'হাত ধরে বারংবার তাকে চুম্বন করলেন। এবার মি. উইঙ্কলকে, 'সাহস আছে বটে জোয়ান কুকুরটার,' বলে আহ্লাদে পিঠ চাপড়ে দিলেন।

'বাছা আমার,' অ্যারাবেলাকে বললেন মি. পিকউইক, 'এত সব হলো কিভাবে? বসো, বসো, সব শুনতে চাই আমি। কতদিন হলো বিয়েরে?'

'এই সবে তিনদিন।' লজ্জাবতী নব বধূটির হয়ে জবাব দিলেন জামাই বাবাজী।

'মাত্র তিনদিন? তাহলে গত তিনমাস ধরে কি করছিলে, অ্যাঁ?'

'আসলে হয়েছে কি,' বললেন মি. উইঙ্কল, 'অ্যারাবেলাকে পালানোর ব্যাপারে রাজি করাতে অনেক সময় লেগে গেছে। আর রাজি হওয়ার পরও মেরির সাহায্য ছাড়া কাজটা সম্ভব ছিল না।'

'তোমার ভাই জানে?'

'না, না,' বলে উঠল অ্যারাবেলা। 'ওকে কিন্তু আপনার জানাতে হবে। ও ওর বন্ধুর ব্যাপারে এত বেশি আগ্রহী ছিল যে শুনলে রেগে আগুন হয়ে যাবে। একমাত্র আপনিই পারবেন ওকে শান্ত করতে।'

'কিন্তু তুমি, বাছা, ভুলে যাচ্ছ, আমি এখানে বন্দী হয়ে আছি,' করুণ সুরে বললেন মি. পিকউইক।

'না, ভুলে যাইনি,' বলল অ্যারাবেলা। 'কিন্তু এটুকু আশা করছি, আপনি অন্তত আমাদের সুখের জন্যে জেলখানা ত্যাগ করবেন—জানি নিজের জন্যে হলে কিছুতেই করতেন না। আমার বিশ্বাস আমার ভাই আপনার মুখ থেকে পুরো ব্যাপারটা জানলে, আমাকে ক্ষমা করে দেবে। এই দুনিয়ায় আপনজন বলতে একমাত্র ওই ভাইটাই আছে আমার, আপনি তার সঙ্গে কথা না বললে তাকেও হয়তো হারাতে হবে আমার।'

মি. পিকউইক মহাফাঁপরে পড়লেন। এবার মি. পার্কার যোগ করলেন, মি. উইঙ্কলের বাবাকেও বিয়ের কথাটা জানানো বাকি।

অগত্যা মি. পিকউইক ও স্যাম ওয়েলারের কারাভোগের পাট চুকাতেই হলো। বেলা তিনটের দিকে মি. পিকউইক তাঁর ছোট্ট কামরাটা শেষবারের মত দেখে নিয়ে, দেনাদারদের ভিড় ঠেলে মুক্ত পৃথিবীর উদ্দেশে পা বাড়ালেন। ঋণখেলাপীরা তাঁর সঙ্গে করমর্দন করতে রীতিমত হুলস্থুল বাধিয়ে দিল।

লজ গেটের কাছে এসে থেমে পড়লেন মি. পিকউইক। 'পার্কার,' বললেন, হাতছানি দিয়ে ডাকলেন এক যুবককে। 'একে তো চেনোই তুমি। জিঙ্গল। মনে নেই?'

'থাকবে না আবার?' পাল্টা বলে, কঠোর চোখে বন্দীকে জরিপ করলেন উকিল সাহেব। 'আপনার জন্যে কাল আসব আমি। স্যার, আর কিছু?'

'না,' বললেন মি. পিকউইক। 'ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন, মাই ফ্রেন্ডস!'

মি. পিকউইককে জনতা সগর্জনে বিদায় জানাল। কেউ কেউ হুমড়ি খেয়ে পড়ল আবারও করমর্দন করতে, পার্কার সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত কারাগার ত্যাগ করলেন মি. পিকউইক।

পঁচিশ

পরের দুটো দিন মহা ব্যস্ততার মধ্যে কাটল মি. পিকউইকের। প্রথমে মি.

বেন অ্যালেনকে বোঝাতে হলো তার বোনের বিয়ে মি. উইক্কলের সঙ্গে হওয়াতে সবার জন্যেই ভাল হয়েছে. ওরা দু'জন সুখী হবে। প্রথমটায় বেন তো রেগে কাঁই, কিছুতেই মেনে নেবে না এ বিয়ে। কিন্তু পরে যখন জানা গেল, তার বন্ধু বব সয়্যার এ বিয়ের কারণে মোটেই পেরেসান নয় তখন নবদম্পতিকে সে আশীর্বাদ জানাল।

এরপর মি. উইক্কলের বাবাকে জানানোর পালা। এখানে অতখানি সফল হতে পারলেন না মি. পিকউইক। টাক ছাড়া অবিকল একই চেহারা বাপ-বেটার। মি. উইক্কলের চিঠিটা পৌঁছে দিতে বেঁটে ভদ্রলোক 'মনোযোগ সহকারে পড়ে ওটা ভাঁজ করে রাখলেন। তারপর চিঠির উল্টো পিঠে জর্জ অ্যান্ড ভালচার, লম্বার্ড স্ট্রীটের ঠিকানা টুকে নিলেন। মি. উইক্কল এখন সস্ত্রীক ওখানে অবস্থান করছেন।

'আর কিছু দেয়ার নেই নিশ্চয়ই, মি. পিকউইক?' শান্ত স্বরে বললেন ভদ্রলোক।

'আর কিছু মানে?' রাগ ও বিস্ময়ের মিশ্র অনুভূতি মি. পিকউইকের কণ্ঠে। 'আমার বন্ধুর জীবনে এতবড় একটা ঘটনা ঘটল অথচ আপনি সে সম্পর্কে কিছুই বলবেন না? নতুন বউটাকে দোয়াও জানাবেন না?' এ কেমন ভদ্রো কথা, স্যার!'

'ভেবে দেখব,' বললেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। 'আপাতত আমার কিছু বলার নেই। আমার ছেলের সঙ্গে পরে যোগাযোগ হবে। আপনি এখন আসতে পারেন, মি. পিকউইক।'

শ্বশুরের সঙ্গে মি. পিকউইকের সাক্ষাতের বিবরণ শুনে কান্নায় ভেঙে পড়ল অ্যারাবেলা। পিতা-পুত্রের বিচ্ছেদের জন্যে বুঝি সে-ই দায়ী।

'বাছা আমার,' সান্ত্বনার সুরে বললেন মি. পিকউইক। 'এতে তোমার কোন দোষ নেই। কে জানত ভদ্রলোক ছেলের বিয়ের ব্যাপারে এত গোঁড়া মনোভাব দেখাবেন? একটু ধৈর্য ধরো, ভদ্রলোককে ঠাণ্ডা

মাথায় ভাববার সুযোগ দাও। কটা দিন যাক না, দেখো না উনি ছেলের চিঠির জবাব দেন কিনা। যদি না দেন তখন হাজারটা বুদ্ধি বের করে ফেলব না আমি, ঘাবড়াও মাত।'

পরদিন সকালে মি. পিকউইক বিষয়টা নিয়ে আলাপ করতে গেলেন মি. পার্কারের অফিসে। ভদ্রলোক বসতে না বসতেই দরজায় টোকার শব্দ এবং জিঙ্গল ও জবের প্রবেশ। মি. পিকউইককে দেখে থতমত খেয়ে থমকে গেল ওরা।

'কি,' বললেন মি. পার্কার, 'ওঁকে চেনেন না মনে হচ্ছে?'

'কি যে বলেন,' বলে এগিয়ে এল জিঙ্গল। 'মি. পিকউইক—কি বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাব—জীবন রক্ষাকারী বন্ধু—নতুন এক জিঙ্গলের জন্ম দিয়েছেন—দেখে নেবেন, স্যার—পস্তাবেন না কথা দিচ্ছি।'

'শুনে খুশি হলাম,' বললেন মি. পিকউইক। 'তোমাকে অনেকটা সুস্থ দেখাচ্ছে।'

'সব আপনারই দয়া, স্যার—বিরাট চেঞ্জ—ফ্রীট জেলখানা—অস্বাস্থ্যকর জায়গা—ভীষণ,' বলল জিঙ্গল, মাথা নেড়ে নেড়ে। সুস্থ এখন সে, পরনে পরিষ্কার পোশাক, পেছনে দাঁড়ানো জব সম্পর্কেও একই কথা খাটে।

মি. পার্কার জানালেন ওরা দু'জন সন্ধেয় লিভারপুল রওনা হচ্ছে, ওখান থেকে জাহাজে চেপে ওয়েস্ট ইন্ডিজে যাত্রা করবে। মি. পিকউইকের অনুরোধে ওদের সমস্ত দেনা শোধ থেকে শুরু করে যাত্রার খরচ ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে কাজের ব্যবস্থা পর্যন্ত করে দিয়েছেন মি. পার্কার। ভদ্রলোক অভিযোগ করলেন, এ বাবদ প্রায় পঞ্চাশ পাউন্ড গচ্চা গেছে মি. পিকউইকের।

'গচ্চা না,' ত্বরিত বলল জিঙ্গল। 'সব শোধ করে দেব—ভদ্রলোকের এক কথা—নগদানগদি—পাই-পয়সা পর্যন্ত—অবশ্য ইয়েলো ফিভার হয়ে গেলে—কিছু করার নেই—আর যদি না হয়—'এখানটায় বিরতি নিল

জিঙ্গল, চোখের ওপর হাত বুলিয়ে বলে পড়ল।

'আচ্ছা,' বললেন উকিল সাহেব, 'এই চিঠিটা লিভারপুলে এজেন্টের হাতে দেবেন। আর একটা সৎ পরামর্শ দিয়ে দিচ্ছি, দয়া করে ওয়েস্ট ইন্ডিজে চালাকিটা একটু কম করবেন।' ওরা বিদায় নিয়ে চলে গেলে বললেন ভদ্রলোক মি. পিকউইককে, 'দুটোয় ভাল মিলেছে।'

'ভাল হোক ওদের এ কামনাই করি,' বললেন মি. পিকউইক।

দু'বন্ধু এবার মি. ও মিসেস উইঙ্কলের প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন। তাঁদের কথোপকথন বাধাপ্রাপ্ত হলো কিছুক্ষণ পর দরজায় দুমাদুম করাঘাতের শব্দে।

'ও কি হচ্ছে!' চেঁচিয়ে উঠলেন মি. পার্কার।

'মনে হয় কেউ দরজা ধাক্কাচ্ছে,' বললেন মি. পিকউইক, যেন ক্ষীণতম সন্দেহ থাকতে পারে এ ব্যাপারে!

আগন্তুক মি. পার্কারের কথার প্রত্যুত্তরে অবিরাম মারপিট করে চলল দরজাটাকে।

মি. পার্কারের কেরানী তড়িঘড়ি গিয়ে দরজা খুলতে দেখা গেল একটি ছেলে—মাংসের ডিপো বলাই শ্রেয়—দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছে।

'এই, কি ব্যাপার?' প্রশ্ন করল কেরানী।

অনন্যসাধারণ ছেলেটির মুখে কোন কথা নেই। একবার শুধু মাথা নেড়ে মৃদু শব্দে নাক ডাকাতে লাগল।

কেরানী বেচারা তিনবার একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করেও জবাব পেল না, অগত্যা দরজা লাগিয়ে দিতে গেল। এবার আচমকা দপ করে খুলে গেল হোঁতকার চোখজোড়া এবং হাত দুলল ফের দরজাটার ওপর আঘাত হানার জন্যে। কিন্তু ওটা খোলা দেখে বিমূঢ়ের মত চেয়ে রইল হাঁ করে।

'এভাবে কেউ মানুষের দরজা ধাক্কায়?' কেরানীর ক্রুদ্ধ জিজ্ঞাসা।

'কি করব,' বলল ছেলেটি, 'মনিব যে বলে দিয়েছেন কিছুতেই খালা চলবে না।'

'কেন?'

'গাছে ঘুমিয়ে পড়ি। উনি নিচে আছেন। জানতে পাঠালেন মি. পার্কার অফিসে আছেন কিনা।'

সে মুহূর্তে বৃদ্ধ মি. ওয়ার্ডল নিজেই উঠে এলেন সিঁড়ি ভেঙে; ঢুকে পড়লেন মি. পার্কারের অফিসে।

'পিকউইক!' চেঁচিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক। 'কেমন আছ, বুড়ো খোকা? গত পরশু মাত্র জানলাম জেলে ছিলে তুমি। পার্কার, তুমি ওকে ওই চুলোয় যেতে দিলে কেন?'

'ঠেকাতে কম চেষ্টা করিনি, স্যার,' মৃদু হেসে বললেন মি. পার্কার। 'কেমন গোঁয়ারগোবিন্দ লোক জানেনই তো।'

'সে আর বলতে,' বললেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। 'আচ্ছা, অ্যারাবেলা কেমন আছে? ওর চিঠি পেয়ে মেয়েরা জানাল পিকউইকের নাকি জেল হয়েছে আর ও নিজে পালিয়ে বিয়ে করেছে। তাই চলে এলাম। কিন্তু এতেই শেষ না। প্রেমের ষড়যন্ত্র আরও চলছে।'

'মানে?' মি. পিকউইকের চোখ ছানাবড়া। 'আরও কোন গোপন বিয়ে হতে যাচ্ছে নাকি?'

'না, না,' বলে উঠলেন মি. ওয়ার্ডল। 'মানে আমার মেয়ে এমিলির সঙ্গে তোমার দোস্ত সুডথ্যাসের চিঠি চালাচালি চলছে, সেই বড়দিনের পর থেকে। পালানোর পায়তারা করছিল ছুঁড়ীটা, কিন্তু পরে আবার কি ভেবে আমাকে জানাল। পাত্র খারাপ না, তাই আর আপত্তি করিনি। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই বিয়েটা হচ্ছে আরকি।'

মি. পিকউইকের আরেক বন্ধু বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন! কিন্তু আরেকটি বিয়ের ব্যাপারেও ভদ্রলোককে জড়িয়ে পড়তে হলো সেদিন সন্ধেয়। স্যামের বাবা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে তিনি কথা

পাড়লেন।

'আপনি তো বিয়ে-শাদীর ঘোর বিরোধী, তাই না?' বলে আরম্ভ করলেন মি. পিকউইক।

মাথা ঝাঁকাল স্যামের বাবা।

'আসার সময় নিচে একটা মেয়েকে দেখেছেন?'

সায় জানাল বাবা।

'ওর নাম মেরি। কেমন লাগল মেয়েটাকে?'

'খুব নম্র-ভদ্র বলে মনে হলো।'

'মেয়েটার ব্যাপারে আমি আগ্রহী, মি. ওয়েলার,' বললেন মি. পিকউইক। 'ও আপনার ছেলেকে পছন্দ করে।'

'খুব স্বাভাবিক,' বলল মি. ওয়েলার, 'কিন্তু এতে ভয়েরও কারণ আছে। বাছাকে আমার সাবধান থাকতে হবে।'

'মানে?'

'মেয়েটাকে যেন ভুলেও কিছু বলে না বসে,' বলল মি. ওয়েলার, 'কোন দুর্বল মুহূর্তে একটা কথা-টথা দিয়ে বসেছে তো মরেছে। মেয়েরা বড় মারাত্মক জীব, মি. পিকউইক, একবার আপনার ওপর নজর পড়েছে তো আরাম হারাম করে ছাড়বে।'

'আপনি আমাকে কথা শেষ করতে দিন,' বললেন মি. পিকউইক। 'শুধু যে মেয়েটাই আপনার ছেলেকে ভালবাসে তা না, আপনার ছেলেও বাসে।'

মি. ওয়েলার তো প্রথমটায় তার চোদ্দগুষ্টির কারও বিয়ের প্রশ্নেই আগ্রহী হতে নারাজ। কিন্তু মি. পিকউইক নানা যুক্তি-তর্ক উত্থাপন করলেন—জোর দিয়ে বুঝালেন মেরি বিধবা নয়—ফলে শেষমেষ নিমরাজি হলো মি. ওয়েলার। এবার স্যামকে ডেকে পাঠানো হলো।

'স্যাম,' বললেন মি. পিকউইক, 'তোমার বাবার সঙ্গে তোমার ব্যাপারে কথা হচ্ছিল।'

'তোর ব্যাপারে, স্যামুয়েল,' বলল মি. ওয়েলার।

'আমি চোখ বুজে থাকি না, স্যাম, অনেকদিন ধরেই লক্ষ করছি তুমি মেরির প্রতি আগ্রহী।'

'কোন ছেলের কোন সুন্দরী, ভদ্র মেয়ের প্রতি আগ্রহী হওয়াটা নিশ্চয়ই দোষের কিছু না, স্যার?'

'আমি কি বলেছি সে কথা?' পাল্টা বললেন মি. পিকউইক।

'হ্যাঁ, বলেছি?' কণ্ঠ মেলাল মি. ওয়েলার।

'তোমার বাবার যেহেতু অমত নেই আমি চাই তোমাদের বিয়েটা হয়ে যাক...'

'মেয়ে যখন বিধবা না,' ব্যাখ্যা করল মি. ওয়েলার।

'তোমাকে এ কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেব আমি,' মুচকি হেসে বললেন মি. পিকউইক। 'তুমি যাতে স্বাধীনভাবে রুজি-রোজগার করতে পারো, সংসার চালাতে পারো সে দায়িত্ব আমার। তোমার জন্যে কিছু করতে পারলে আমি রীতিমত গর্ব বোধ করব, স্যাম, গর্ব বোধ করব।'

ক্ষণিকের নিশ্ছিদ্র নীরবতার পর অনুচ্চ, দৃঢ় কণ্ঠ শোনা গেল স্যামের। 'আপনার প্রস্তাবের জন্যে আমি কৃতজ্ঞ, স্যার, কিন্তু এ অসম্ভব। আপনার কি হবে, স্যার? কে দেখবে আপনাকে?'

'শোনো, বাছা,' বললেন মি. পিকউইক, 'বন্ধুদের বিয়ে-টিয়ে হয়ে যাচ্ছে আমার জীবনও পাল্টে যাবে। বয়সও হচ্ছে, এখন ছুটোছুটি কমিয়ে একটু শান্তিতে নিশ্বাস নেয়ার পালা।'

'কিন্তু যদি, স্যার, আপনি মত পাল্টান তখন কি হবে? কে থাকবে আপনার সঙ্গে সঙ্গে?'

'আমি অনেক ভেবেচিন্তে কথা বলি, স্যাম। দেখো, আমার কথার কোন নড়চড় হবে না। বুঝে গেছি আমার ঘুরে বেড়ানোর দিন ফুরিয়েছে।'

'ভালকথা,' বলল মনিবঅন্তপ্রাণ স্যাম। 'সেজন্যেই তো আরও বেশি করে একজন সহকারীর দরকার আপনার। তা নাহলে আপনার মন

বুনাবে কে, আপনার খেয়াল রাখবে কে? ঠিক আছে, আপনি যদি আমার চাইতে উপযুক্ত কোন সহকারী রাখতে চান রাখুন, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু মনে রাখবেন, স্যার, বেতন দেন আর না-ই দেন এই স্যাম ওয়েলার কিন্তু আপনাকে ছেড়ে যাচ্ছে না।'

'ছেলের কথা শোনো,' বললেন আবেগাপ্লুত মি. পিকউইক। 'কিন্তু খালি আমার কথা ভাবলেই চলবে, ওই মেয়েটার কথা ভাবতে হবে না?'

'ওর কথা ভেবেই বলছি, স্যার। ওর সাথে কথা বলেছি আমি। ওকে বুঝিয়ে বলেছি। ও অপেক্ষা করতে রাজি আছে। আপনি তো আমাকে চেনেনই, স্যার। আমি একবার যখন মনস্থির করে ফেলেছি, তখন হাজার বললেও আর মত পাল্টাচ্ছি না!'

ছাব্বিশ

মি. পিকউইকের কামরায় যখন এসব আলোচনা চলছে, তখন একজন বেঁটে মত বৃদ্ধ ভদ্রলোক সরাইখানায় পৌঁছে ঘর ভাড়া নিলেন। ওয়েটারকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি মিগেল উইকল নামে কেউ এখানে উঠেছে কিনা। ওয়েটার হ্যাঁ বাচক উত্তর দিল।

'সে কি একা আছে?'

'মনে হয়, স্যার,' বলল ওয়েটার। 'আপনি বললে, স্যার, তাঁর সঙ্গে যে মেইডটা আছে তাকে ডাকতে পারি...'

'না, মেইডকে দরকার নেই আমার,' ত্বরিত বললেন বৃদ্ধ। 'আমাকে ওর ঘরটা দেখিয়ে দাও।' ওয়েটারের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চেয়ে তার

হাতে পাঁচটা শিলিং গুঁজে দিলেন ভদ্রলোক।

'কিন্তু, স্যার,' আপত্তির সুরে বলল ওয়েটার, 'কাজটা কি ঠিক হবে...'

'আহ, অযথা সময় নষ্ট কোরো না তো,' উষ্মা প্রকাশ পেল বৃদ্ধের কণ্ঠে। 'দেখতেই পাচ্ছি দেখিয়ে দেবে তুমি।'

ওয়েটার এবার পয়সাগুলো পকেটে ফেলে, তাঁকে ওপরে নিয়ে গেল সুড়সুড় করে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক টোকা দিলেন দরজায়।

'আসুন,' বলল অ্যারাবেলা।

'বাহ, গলাটা তো ভারী মিষ্টি,' আওড়ালেন বৃদ্ধ, 'কিন্তু তাতে কি?' দরজা খুলে গটগট করে প্রবেশ করলেন ভেতরে। অচেনা মানুষ দেখে দাঁড়িয়ে গেছে অ্যারাবেলা।

'উঠতে হবে না,' বললেন আগন্তুক। 'মিসেস উইঙ্কল তো?'

বাউ করল অ্যারাবেলা।

'বার্মিংহামের এক বুড়োর ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে যার?' বলে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন আগন্তুক।

অ্যারাবেলা আবার বাউ করল।

আগন্তুক এবার বসে পড়ে চশমা পরলেন। অ্যারাবেলার দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে সংকোচ বোধ করতে লাগল মেয়েটি।

'তোমার সদ্য বিয়ে হয়েছে তো?'

'জ্বী।'

'স্বামীকে একবারও বলেছিলে এ ব্যাপারে তার বাপকে জানানো উচিত, যার উপর সে নির্ভরশীল?'

'ভুলটা আমারই, স্যার।' বিনীত কণ্ঠ অ্যারাবেলার।

'স্বামীকে সাহায্য করার মত তেমন কোন সহায়-সম্পত্তি কি আছে তোমার?'

ছেলেবেলায় মা-বাপ হারানো এতিম অ্যারাবেলা তার অসহায়ত্ব ও অজ্ঞানতার কথা তুলে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

'কাজটা মোটেই ঠিক হয়নি,' মৃদু স্বরে বললেন বৃদ্ধ।

'সব দোষ আমার, স্যার, সব দোষ আমার,' কোঁপাচ্ছে অ্যারাবেলা।

'ধুর বোকা,' আদুরে ধমক দিলেন বৃদ্ধ। 'ও তোমার ব্রেনে পড়লে তোমার কি দোষ? অবশ্য কেন ও নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারল না সেজন্যে দোষ দেয়া যায় তোমাকে।' মুচকি হাসি বৃদ্ধের ঠোঁটের কোণে।

প্রশংসাটুকু শুনে কান্নার মাঝেই হাসি ফুটল অ্যারাবেলার মুখে।

'তোমার স্বামী কোথায়?'

'একটু বাইরে গেছে। এখুনি ফিরবে,' বলল অ্যারাবেলা। 'জোর করে ওকে হাঁটতে পাঠিয়েছি। বাবার কাছ থেকে কোন খোঁজ-খবর না পেয়ে বড্ড মুষড়ে পড়েছে বেচারা।'

'ঠিক হয়েছে! যেমন কর্ম তেমনি ফল!'

বুড়ো একথা বলতে না বলতেই ঘরে প্রবেশ করলেন মি. উইঙ্কল।

'বাবা, তুমি!' হতচকিত মি. উইঙ্কল বলে উঠলেন। অ্যারাবেলা তো থ, হাসবে না কাঁদবে বুঝে উঠতে পারছে না।

'জ্বী, স্যার,' বললেন খাটোকায় বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি। 'তা, স্যার, আমাকে কিছু বলার আছে আপনার? নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন আশা করি?'

মি. উইঙ্কল স্ত্রীর বাহুতে বাহু জড়ালেন। 'মোটেই না, আমি কোন ভুল করিনি।'

'বেশ, বেশ,' চেঁচিয়ে উঠলেন বৃদ্ধ।

'তোমাকে কষ্ট দিয়ে থাকলে আমি খুবই দুঃখিত, বাবা,' বললেন মি. উইঙ্কল। 'কিন্তু একই সঙ্গে এও বলব তোমারও উচিত ছেলের বউকে মেনে নেয়া।'

'তোর হাতটা দে, নাথানিয়েল,' গলার সুর পাল্টে গেছে বুড়োর। 'বউ মা, এসো, আমার কাছে এসো। তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে, মা!' অ্যারাবেলার বুকটা ভরে গেল খুশিতে। অনাথা মেয়েটা এতদিনে একজন সত্যিকার গুরুম্বী পেল।

মি. উইঙ্কল ছুটলেন মি. পিকউইককে ডেকে আনতে। তিনি এলে দুই ভদ্রলোক একটানা পাঁচ মিনিট পরস্পরের হাত ঝাঁকিয়ে গেলেন।

'মি. পিকউইক, আপনি আমার ছেলের হয়ে কথা বলতে গিয়ে অপমানিত হয়েছিলেন,' বললেন বৃদ্ধ মি. উইঙ্কল। 'আসলে তখন আমি ভীষণ আপসেট ছিলাম। পরে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে গিয়ে নিজের ওপরই রাগ হলো। আমি আপনার কাছে কোন্ মুখে ক্ষমা চাইব, মি. পিকউইক?'

'এসব কি বলছেন আপনি!' বলে উঠলেন ভদ্রলোক। 'এই শুভ মুহূর্তে এসব কথা কেন? আপনি ছেলেকে মাফ করে দিয়েছেন, ছেলের বউকে গ্রহণ করেছেন এর চাইতে সুখের আমার কাছে আর কি হতে পারে?'

বৃদ্ধ মি. উইঙ্কল পৌঁছনোর পর থেকে পরবর্তী এক হপ্তা, সারা দিন বাইরে বাইরে কাটালেন মি. পিকউইক স্যামকে নিয়ে। কি এক রহস্যের ও গাম্ভীর্যের নির্মোক পরে রয়েছেন দু'জনে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তলে তলে গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা ঘটছে। মি. পিকউইকের বন্ধুরা অতিষ্ঠ হয়ে শেষ অবধি ঠেসে ধরলেন তাঁকে, ব্যাখ্যা দাবি করলেন এ হেন আচরণের।

মি. উইঙ্কল বন্ধু-বান্ধবদের ডিনারের দাওয়াত দিয়ে প্রসঙ্গটা তুললেন। 'আমরা জানতে চাই,' বললেন তিনি, 'আমরা কি এমন অন্যায় করেছি যে আপনি আমাদের ছেড়ে এভাবে বাইরে বাইরে থাকছেন?'

'অবাক কাণ্ড,' বললেন মি. পিকউইক, 'আমি নিজেই আজ সব খুলে

বলব ঠিক করেছিলাম, আসল ঘটনা হলো, আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের জীবনধারায় যেহেতু পরিবর্তন আসছে আমারও তাই নতুন করে প্ল্যান-প্রোগ্রাম করতে হচ্ছে। ভেবে দেখলাম, লন্ডনের কাছাকাছি কোন একটা শান্ত, নিরিবিলি এলাকায় অবসর কাটানো দরকার। সেজন্যে ভালউইচে একটা বাগানবাড়িও কিনে ফেলেছি। স্যাম যাচ্ছে আমার সাথে, আরও লোকজনও নেব। আমার ইচ্ছে ছোট্ট একটা অনুষ্ঠান করে বাড়িটার উদ্বোধন করব। আমার বন্ধু ওয়ার্ডল আপত্তি না করলে আমি চাই তার মেয়ের সঙ্গে স্নডগ্রাসের বিয়ের উৎসবটা আমার বাড়িতেই হোক।' বলাবাহুল্য, মি. ওয়ার্ডল সানন্দে রাজি হলেন।

কথাগুলো বলে গ্লাস ভরে নিয়ে ওয়াইন পান করলেন ভদ্রলোক, এবং বন্ধুরা উঠে দাঁড়িয়ে অন্তর থেকে তাঁর সুস্বাস্থ্য কামনা করলেন।

চারদিন পর বিয়ে। বর অবস্থান করছেন মি. পিকউইকের সঙ্গে। নির্ধারিত দিনে ভালউইচ গির্জায় আনুষ্ঠানিকতা সুসম্পন্ন হওয়ার পর মি. পিকউইকের বাড়িতে সবাই ফিরলেন ব্রেকফাস্টের জন্যে।

সুসজ্জিত বাড়িটা উৎফুল্ল মানুষ-জনে সরগরম। সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে সবার মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মি. পিকউইক। আজ যেন তাঁর আনন্দের বাঁধ ভেঙেছে; একই লোকের সঙ্গে বারবার করে করমর্দন করছেন ভদ্রলোক।

কিছুদিন পর মি. উইঙ্কল, তাঁর বন্ধুর খুব কাছাকাছি একটা বাড়ি কিনে উঠে পড়লেন। ভদ্রলোক ইদানীং খেলোয়াড়ী পোশাক বর্জন করে ইংরেজ ভদ্রলোকের জন্যে মানানসই ড্রেস পরতে শুরু করেছেন। এতে করে তাঁকে পুরোমাত্রায় ভদ্রস্থ দেখায় এখন।

মিস্টার ও মিসেস স্নডগ্রাস একটা ফার্ম কিনে ডিংলি ডেলে বাস করছেন। মি. টাপম্যান লজিং নিয়েছেন রিচমন্ডে। গরমকালে প্রায়ই নদীতীরে হাঁটতে যান ভদ্রলোক। হাসিখুশি, প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরপুর তাঁকে দেখে অনেক বয়স্কা কুমারী পটে বসে থাকলেও বিয়ের কথা আর ভুলেও

মুখে আনেন না তিনি।

স্যাম ওয়েলার তার কথা রক্ষা করেছে, দু'বছর বিয়ে করেনি। এরপর মি. পিকউইক আর কোন ওজর-আপত্তি কানে তোলেননি। ক'বছর পর থেকে দুটো নাদুসনুদুস বাচ্চাকে প্রায়ই বাড়ির পেছন গেটে দেখা যেতে লাগল। লোকে বোঝে, ও, তারমানে স্যাম আর মেরি চুটিয়ে সংসার করছে।

মি. পিকউইক নতুন বাড়িতেই বাস করছেন। প্রায়ই একত্রিত হন পুরানো বন্ধুরা। মি. পিকউইক শরীরে শক্তি পান না আর আগের মত, কিন্তু তাই বলে উৎসাহ-উদ্দীপনার কোন কমতি নেই তাঁর। প্রায়ই হাঁটতে বেরোন তিনি, স্যামের বাচ্চাদের ভীষণ ভালবাসেন, তারাও তাঁকে অসম্ভব ভালবাসে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে চমৎকার সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছেন ভদ্রলোক। প্রতি বছর মি. ওয়ার্ডলের পারিবারিক পার্টিতে উপস্থিত থাকেন তিনি। বলাবাহুল্য, সর্বক্ষেত্রের মত এখানেও তাঁর ছায়াসঙ্গী বিশ্বস্ত স্যাম ওয়েলার। তাঁদের মধ্যে যে আন্তরিকতা, যে বোঝাপড়া তাতে চিড় ধরানোর সাধ্য মৃত্যু ছাড়া আর কারও নেই।

***

কিশোর ক্লাসিক

চার্লস ডিকেন্সের

দ্য পিকউইক পেপার্স

রূপান্তর: কাজী শাহনূর হোসেন

অমর কথাসাহিত্যিক চার্লস ডিকেন্সের সাফল্যগাথার সূচনা 'দ্য পিকউইক পেপার্স' লিখে।
পিকউইক ক্লাবের চার সভ্য, পরস্পর বন্ধু মি. পিকউইক,
মি. টাপম্যান, মি. স্নডগ্রাস ও মি. উইকলের
নানা অভিযানলব্ধ মজাদার বিচিত্র অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন
ডিকেন্স এ বইয়ে প্রাঞ্জল ভাষায়।
এঁদের সঙ্গে স্থান পেয়েছে জিঙ্গল, স্যাম ওয়েলার, মিস রাচেল
ও মো-র মত রসোত্তীর্ণ আরও কিছু চরিত্র।
উপন্যাসে উল্লিখিত বিভিন্ন চরিত্রের কাণ্ড-কারখানা
পাঠ করে না হেসে পারবেন না পাঠক,
কখনও বা আপনার নিজের অজান্তেই ভিজে উঠবে মন।
সে যুগের সমাজ-ব্যবস্থা ভাবনায়
খোরাক জোগাবে আপনাকে।
সংগ্রহে রাখার মত একটি অনবদ্য বই।

সেবা বই
শিশু বই
অবসরের সঙ্গী

PDF Created by

CFc Nafees

for

Boi Lover's Polapan

বই লাভার'স পোলাপান

https://www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan/